ইলছোবা।

অথবা

স্বপ্নলব্ধ উপাখ্যান

শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন-সঙ্গৃহীত।

" ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা মিত্রাহস্মভ্যং ন রোচতে।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥'

চুঁচুড়া-রামযন্ত্রে

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৫ সাল

মূল্য ॥৶০ দশ আনা।

বিজ্ঞাপন।

ইলছোবা-নিবাসী যে ব্রাহ্মণ বট-বৃক্ষ-মূলে বসিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহারই মুখে যেরূপ যেরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পণ্ডিতেরা কহেন "স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র।"

হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়
২৫ এ জ্যৈষ্ঠ সংবৎ ১৯৫৫

গ্রন্থকারস্য

ইলছোবা।

ভূসংস্থান।

হুগলি প্রদেশের অন্তর্গত ইলছোবা নামক গ্রামের পূর্ব্বদিকে ভগবতীতলা নামে একটী প্রান্তর আছে। উহা গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তস্থ অতি প্রাচীন বটবৃক্ষের তলভাগ হইতে কিয়দ্দূর পূর্ব্বাভিমুখ, পরে উত্তরাভিমুখ এবং বার পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া বোধহয় যেন ক্রোশৈক-বর্ত্তিনী বেহুলা নদীর তট ভাগের সহিত মিলিত হই-ছে। ঐ প্রান্তরের পূর্ব্বে ইলছোবা, দক্ষিণে বিস্তীর্ণ ধান্য-ক্ষেত্র-পরবর্ত্তী তাঁবা, হদুলপুর, চাঁপ্তা, শিঘরা; পূর্ব্বে দাসপুর ও জঙ্গলপুর এবং উত্তরে দেঁপাড়া এই সকল গ্রাম আছে। প্রান্তরের এদিকে সেদিকে দেউলগড়ে, নীলা, ধনা, বাঁকাগড়ে, গোবিন্দপুকুর, বুনপুকুর প্রভৃতি নামে ছোট বড় কয়েকটী পুষ্করিণী আছে। প্রান্তরের নিম্নে যে সকল ধান্যক্ষেত্র আছে, তাহার এবং প্রান্তরের আকার দেখিলে সহজেই বোধ হয় যে, ঐ ধান্যক্ষেত্র-স্থানে পূর্ব্বে কোন নদী ছিল এবং ঐ প্রান্তরই সেই নদীর তীর ভূমি। প্রান্তরের এক স্থানে কেবল পুরাণ খাপ্রা পাওয়া যায়, —ঐ স্থান ঝিঁট্‌কীপোঁতা নামে প্রসিদ্ধ। উহারই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিক্‌স্থ ঈষদুন্নত ভূ-ভাগগুলি খনন করিলে প্রাচীন ইষ্টকের খণ্ড সকল উত্থিত হইয়া থাকে।

উপক্রমণিকা।

একদা অপরাহ্নসময়ে ইলছোবাবাসী কোন ব্রাহ্মণ গ্রামান্তর হইতে ভগবতীতলার প্রান্তর বহিয়া নিজগ্রামাভিমুখে আসিতেছিলেন। তখন্ ফাল্গুন মাসের মধ্যভাগ; —শীত ছিল না; এবং রবিকর কিঞ্চিৎ প্রখর হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ অধ্বক্লান্ত ও আতপতাপিত হইয়া ঐ প্রান্তরের পশ্চিমসীমাস্থ বটবৃক্ষের তলভাগে প্রবিষ্ট হইলেন। বটচ্ছায়া স্বভাবতই শীতল, তাহাতে আবার তৎকালে পুরাণপত্রের অপগম ও নবপল্লব সঞ্জাত হওয়ায় আরও শীতল হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ক্লান্তিদূর করিবার আশয়ে উহার মূলদেশে একটী স্থূলশিফার উপর উপবেশন করিলেন। মন্দ মন্দ বসন্তবায়ু তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, অদূরবর্ত্তী বুনপুকুরের পাহাড়ে যে সকল তরুগুল্ম ছিল, সে গুলি এবং প্রান্তরবর্ত্তী অপরাপর অনতিবৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষগুলি আরক্তবর্ণ নূতন নূতন পল্লবে শোভিত হইয়াছে এবং দক্ষিণ বায়ু সে গুলিকে হেলাইয়া দুলাইয়া [illegible] করিতেছে; বৃক্ষতলে রাখালগণ শাখাগ্রস্থিত [illegible]কেলের কুহুরবের সহিত সুর মিলাইয়া গান করিতেছে [illegible] ধেনু ও বৎসগণ পুচ্ছ সঞ্চালনপূর্ব্বক চরিতেছে। [illegible] মনোরম বস্তুর দর্শনে ও শীতল বায়ুর সেবনে [illegible]র নয়ন ও সংহনন শীতল হইলে নিদ্রাকর্ষণ হইল। [illegible]র স্কন্ধদেশে হেলান দিয়া বসিলেন এবং প্রগাঢ় [illegible]একবারে অভিভূত হইলেন।

সহসা ঐ বটবৃক্ষের নিম্নাভিমুখ দুইটী ক্ষুদ্র শাখা দুই হস্তে ধারণ করিয়া এক অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি তাঁহার পুরোভাগে আবির্ভূত হইল। রমণী নাতিখর্ব্বা – নাতি-দীর্ঘা – ন কৃশা – ন স্থূলা – বয়স্‌, অনুমানে, ত্রিশ বৎসর বোধ হয়। উহাঁর পদতল, করতল ও ওষ্ঠাধর যেন অলক্তক-রঞ্জিত ; বর্ণ চম্পক পুষ্পের ন্যায় ; ঘন কুঞ্চিত কেশরাশি সমস্ত পশ্চাদ্ভাগ আচ্ছাদন করিয়া গুল্ফ পর্য্যন্ত লম্বমান ; পরিধানে একখানি লোহিত বর্ণের শাটী ; নীল কৌষেয় কঞ্চুলিকাদ্বারা বক্ষোদেশ আবৃত ; চরণে নূপুর ; হস্তে সুবর্ণ-মণ্ডিত শঙ্খবলয় ; গলদেশে মুক্তামালা ; নাসিকাগ্রে [illegible]টী স্থূল মুক্তাফল ; কর্ণে দুইটী হীরার দুল ; ভ্রূমধ্যে [illegible]ন্দূরবিন্দু এবং তদুপরি কি একটী ঝক্ মক্ করিতে-ছিল।

রমণীকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণ চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং রমণীর সৌম্যমূর্ত্তি, প্রশান্ত ভাব এবং মুখমণ্ডলের প্রসন্নতা প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে মানুষী বোধ করিতে পারিলেন না—দেবীবোধে গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিতে মস্তক লোটাইয়া প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, মা ! আপনি কে ? কোথা হইতে এই বিজন প্রান্তরে আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন ? এবং কেনই বা এরূপে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ?—জননীকে দেখিলে বালকের যে-রূপ আনন্দ জন্মে, আপনাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে সেইরূপ আনন্দের উদ্ভব হইতেছে।—যদি কৃপা করিয়া

দান দিয়াছেন, তবে পরিচয় দিয়া কৃতার্থ করিতে কৃপণতা করিবেন না। আমি আপনাকে দেবলোকের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়াই বুঝিয়াছি, তথাপি, কেন যে পরিচয় জানিতে এত ঔৎসুক্য জন্মিতেছে—বলিতে পারি না।

রমণী কিয়ৎক্ষণ অবনতনয়নে থাকিয়া উত্তর করিলেন বৎস! তুমি সত্যই অনুমান করিয়াছ—আমি মানুষী নহি—কিন্তু মর্ত্যলোকে সর্ব্বদাই বিচরণ করিয়া থাকি, এবং মর্ত্যদিগের শুভসংসাধন করাই আমার বিচরণের উদ্দেশ্য। আমার ভক্তগণের আবাসস্থল আমি সহজে ত্যাগকরিতে পারি না। তাহারা তখন্ না থাকিলেও পূর্ব্বের মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া তথায় আসিয়া ঘুরিয়া যাই। তুমি আমায় কখন দেখ নাই সত্য বটে, কিন্তু বলিলে কতক বুঝিতে পারিবে যে, এই প্রান্তর আমারই নামানুসারে 'ভগবতীতলা' নামে খ্যাত। ঐ দেউলগড়ে নামক পুষ্করিণীর ঈশানকোণে যে একটু উন্নত ভূভাগ দেখিতেছ, ঐ স্থানেই আমার দেউল (আবাসমন্দির) ছিল। লক্ষ্মীকান্ত কৈলাস হইতে আমাকে আবাহন করিয়া আনিয়া ঐ মন্দিরে স্থাপনা করিয়াছিল। আহা! রাজা লক্ষ্মীকান্ত কতই ভক্তি ও কতই ঘটা করিয়া আমার পূজা করিত! অদ্য ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্দ্দশী; প্রতি বৎসর এই দিনে এই স্থানে যাত (মেলা) হইত। ঐ যাতের নাম ভগবতীযাত্রা। ভগবতী-যাত্রা চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, ও প্রতিপদ্ এই তিন দিন থাকিত। কত দেশের কত লোক কত রূপ দ্রব্য লইয়া আসিয়া এই যাতে ক্রয় বিক্রয়

করিত। তখন্ এখানে যেন একটী নবনির্ম্মিত নগর হইত। তখন্ কত রোগী আরোগ্যলাভাশয়ে – কত বন্ধ্যা পুত্রকামনায় এবং কত লোক অন্যান্য অভীপ্সিত-সিদ্ধির বাসনায় আমার দ্বারে হত্যা দিত এবং সিদ্ধমনোরথ হইলে কত সমারোহে পূজা দিয়া যাইত। তখন্ কত স্থানে নৃত্য গীত বাদ্য, কত স্থানে অশ্বধাবন, কতস্থানে মল্লক্রীড়া, কত স্থানে মেষ কুক্কুট প্রভৃতি পশুপক্ষীর যুদ্ধ, কত স্থানে কবিতাপাঠ ও কতস্থানে কত প্রকার আমোদ হইত। প্রান্তরের নিম্নভাগেই যে বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র সকল দেখিতেছ, ঐ স্থানে তখন্ প্রবাহিণী নদী ছিল; নদীর তীরে বিস্তর কঙ্কপক্ষী দৃষ্টহইত, এই জন্য [illegible]াকে কঙ্কনদী কহিত। তোমার বাসগ্রামের বহুদূর পশ্চিমস্থ নানা জলাপ্রদেশের জলসকল একত্র জমিয়া নদীর আকার ধারণ করে এবং তাহাই গ্রামের মধ্যদেশ ভেদকরিয়া এই প্রান্তরের নিম্নদিয়া উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে গমন পূর্ব্বক শাখাবেহুলায় পতিত হইয়াছিল। এই নদীতে বার মাসই জল থাকিত। তবে বর্ষাকালে যেরূপ বড় বড় নৌকা আসিত, অন্যকালে সেরূপ নৌকা আসিতে পারিত না। তৎকালে নদীর তীরভূত এই প্রান্তরের মধ্যে, নানা জাতীয় লোকের বসতি ছিল। ঐ পূর্ব্ব দিকে, এক্ষণে যে স্থান ঝিট্‌কীপোঁতা নামে খ্যাত, ঐ স্থানে কয়েক ঘর কুম্ভকারের বাস ছিল। তাহারই অব্যবহিতপূর্ব্বে নদীর ধারে ধারে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত রাজ-ভবন। রাজভবনে হস্তী, অশ্ব, গো, মেষ, মহিস

প্রভৃতি নানা পশু ও নানাজাতীয় বহুসংখ্যক নরনারী অবস্থান করিত। নদীগর্ভ হইতে সুধা-ধবলিত বিস্তৃত সৌধমালা কি সুন্দরই দেখাইত!—আমার দেউল (দেবকুল=মন্দির) নদীর দক্ষিণ পারে ছিল—যাত্রায় সমাগত লোকেরা দ্রোণীদ্বারা নদী পারহইয়া আমাকে দর্শন করিতে ও আমার পূজা দিতে যাইত। পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শে জটা-ভস্মধারী কত অবধূত সন্ন্যাসী বাস করিত। যাত্রিকদিগের প্রদত্ত পূজোপকরণ দ্বারাই তাঁহাদিগের সুনির্ব্বাহ হইত। বৎস! তুমি বুঝিতে পারিবে যে, নদী বন গ্রামাদির অবস্থা চিরকাল এক ভাবে থাকে না—সময়ে নদী তট হয়—তট নদী হয়—নগর বন হয়—বন নগর হয়—মরু জলাশয় হয় এবং জলাশয় মরু হইয়া যায় *। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তোমাদিগের গণনায় তাহা হয় ত ৫০০ বৎসর হইবে—কিন্তু আমার যেন তাহা সে দিন বলিয়া বোধহইতেছে। আমি এখনও যেন ও স্থানের সেই সৌন্দর্য্য—সেই সমৃদ্ধি—সেই জনাকীর্ণতা চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু সে সকল আর কিছুই নাই। এস্থান এক্ষণে জনশূন্য প্রান্তর হইয়াছে! হায়! মর্ত্যলোকের অবস্থা কি পরিবর্ত্তনশীল!!

* সত্যই ত—পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিন মধুনা তত্র সরিতাং
বিপর্য্যাসংযাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাং।
বহোর্দৃষ্টংকালাদপর মিবমন্যে বনমিদং
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং দ্রঢয়তি॥
(নিদ্রিত ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিলেন।)

ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আপনি যে কৈলাস-বাসিনী দেবী ভগবতী, তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনকার স্বমুখে পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। আমি অকৃতী সন্তান; আমি যে আমার আবাস-স্থলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে স্বচক্ষে দর্শন করিব, সে আশা কথনও করি নাই—জন্মজন্মান্তরে কত পুণ্য করিয়াছিলাম, তাই আজি আপনকার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম! আজি চক্ষু চরিতার্থ হইল!—জন্ম সার্থক হইল! যাহা-হউক আপনি যে, বিট্টেকীপোঁতার সন্নিধানে রাজভবনের [illegible] করিলেন সে রাজা কে? কোন্ সময়ে তিনি [illegible]নে বাস করিয়াছিলেন? কেন তাঁহার বংশীয়েরা [illegible]হই এস্থানে রহিলেন না?—কেন আপনকার দেউল এক্ষণে দেখাযায় না? কেনই বা এস্থান লোকের বসতিশূন্য প্রান্তর হইয়া পড়িল?—এ সকল সংবাদ জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে—কৃপা করিয়া আপনাকে এ সকল বিবরণ কহিতেই হইবে।

দেবী উত্তর করিলেন বৎস! ও সকল বৃত্তান্ত কেহই জানে না—কাহাকেও জানাইবার জন্য অনেকদিন হইতে আমার ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তজ্জন্যই—তাহা জানাইবার যোগ্য পাত্র মনে করিয়াই তোমাকে দর্শন দিয়াছি, অতএব তোমার নিকটে অবশ্যই তাহা প্রকাশ করিব—কিন্তু সে কথা কিছু বিস্তৃত—অল্পক্ষণে শেষ করিবার নহে;—এই বলিয়াই দেবী কিয়ৎক্ষণ তুষ্ণীভূতা হইলেন; পরে কহি-

লেন বৎস! বিষ্ণুনারদ সংক্রান্ত লৌকিক উপাখ্যান* তুমি শ্রবণ করিয়া থাকিবে, অতএব বুঝিতে পারিবে যে, দৈবী-মায়ায় অত্যল্পক্ষণও বহুকাল রূপে প্রতীয়মান হইতে পারে—

---

* একদা দেবর্ষি নারদ ভগবান্ বিষ্ণুর সমীপে কথাপ্রসঙ্গে কহিলেন ভগবন্! শুনিতে পাই, আপনকার মায়ায় সংসারের সকলেই মুগ্ধ; আমাকে কিন্তু তাহা কখনও মোহিত করিতে পারে নাই! ভগবান্ শুনিয়া কোন উত্তর করিলেন না—একটু হাসিলেন। কিয়দ্দিন পরে উঁহারা উভয়েই কার্য্যোপলক্ষে পাদচারে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া পথিমধ্যে সরোবর-সন্নিহিত এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা দুই ই উদ্রিক্ত হইয়াছিল, এজন্য আম্র বৃক্ষের তলপতিত কয়েকটী পক্ক ফল সংগ্রহ করিলেন, এবং দেবর্ষি স্নানার্থ সরোবরে অবতীর্ণ হইলেন।

তিনি যেমন জলমধ্যে মস্তক নিমজ্জিত করিলেন, অমনি তাঁহার বোধ হইল, এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনী সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং কহিল ঠাকুর! কৃপা করিয়া আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। দেবর্ষি কামিনীর রূপ ও মধুর বচনে বিমুগ্ধ হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনেক দূর যাইয়া এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন ঐ অট্টালিকার দ্বার দেশ বহুসংখ্যক যুবতীদ্বারা পরিরক্ষিত। যুবতীরা ঋষিকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া পুরীপ্রবেশের পথ দেখাইয়া দিল। সমভিব্যাহারিণী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পুরীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইল। তথায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সর্ব্বাভরণ ভূষিতা এক কামিনী এক সিংহাসনে আসীনা ছিল। সে দেবর্ষিকে দেখিবামাত্র পরম ভক্তিসহকারে গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডায়মান হইল। সমভিব্যাহারিণী কহিল ঠাকুর! আমাদের এ পুরী নারীরাজ্য;—এস্থলে পুরুষের অধিকার নাই। আমাদের পুরীর এই রাণী আপনাকে পতি পাইবার আশয়ে বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন; অদ্য দেবতা প্রসন্ন হইয়া বর দিয়াছেন

আমিও এস্থানে কিয়ৎ পরিমাণে সেইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াই তোমায় শুনাইব। এই বলিয়া তিনি অদূরবর্ত্তিনী আর একটী বটশিফার উপর উপবেশন করিলেন এবং কহিতে আরম্ভ করিলেন।—

কথারম্ভ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

দেবী কহিলেন—

যশোহর নগরে লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। লক্ষ্মীকান্তের বিষয় বিভব তাদৃশ ছিল না—কয়েক বিঘা পৈতৃক ব্রহ্মত্র ভূমি এবং নারিকেল ও গুবাকের সামান্য-

---

এবং তৎপ্রভাবেই আপনাকে সম্মুখে পাইয়াছেন—এখন্ উহাঁর সমীহিত সিদ্ধি হউক। এই কথার শেষ হইলেই রাজ্ঞী ঋষির গলদেশে এক পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিল। অমনি চতুর্দ্দিকে শঙ্খনাদ ও হুলুধ্বনি হইল; এবং কতিপয় সুন্দরী ঋষির বীণা, কমণ্ডলু, জটা, বল্কল প্রভৃতি ঋষিবেশ ছাড়াইয়া রাজবেশ পরাইয়া দিয়া সিংহাসনে উপবেশন করাইল এবং রাজ্ঞীকে তাঁহার বামভাগে বসাইল—চতুর্দ্দিকে বামাগণের নৃত্য, গীত, বাদ্য হইতে লাগিল। ঋষি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রহিলেন—কোন কার্য্যের কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না।

রূপ একটী বাগান ছিল; তাহারই উপস্বত্বে কথঞ্চিৎ দিনপাত হইত। তাহার বাটীর অভ্যন্তর ভাগে দুইখানি

অনন্তর যূথমধ্যে যূথপতির ন্যায়দেবর্ষি মহারাজ হইয়া সেই সুন্দরীগণ-মধ্যে বিহার করত জপ তপ ভুলিয়া বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার মহিষীর গর্ভে একটী পুত্র ও কিছু কাল পরে একটী কন্যা জন্মিল। তাহাদের লালন পালনে ও তাহাদের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে ঋষির আনন্দের সীমা রহিল না।

একদা মহিষী বাতায়নবিবরে বসিয়া আছে, এমত সময়ে বহিস্থ এক দানবের দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার সেই উন্মাদকর রূপ দর্শনকরিয়া দানব মোহিত হইল, এবং উহাকে হস্তগত করিবার নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল; যখন্ কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইল না, তখন্ সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া পুরী আক্রমণ করিল। পুরবাসিনী অঙ্গনারা রণবেশে সজ্জিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু দুর্দ্দান্ত দানবকে পরাজিত করিতে না পারিয়া একে একে সকলেই ধরাশায়িনী হইল। তখন্ দানব পুরমধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিল। দেবর্ষির এমত ক্ষমতা ছিল না যে, যুদ্ধ দ্বারা দানবকে পরাঙ্মুখ করেন; সুতরাং কিরূপে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা মহিষী ও পুত্র কন্যাকে রক্ষা করিবেন, ভাবিয়া বিহ্বল হইলেন; পরে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ বোধকরিয়া সকলকে লইয়া এক গুপ্ত দ্বার দিয়া পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। অগ্রে মহিষী, পশ্চাতে দেবর্ষি—দেবর্ষির বামস্কন্ধে পুত্র ও দক্ষিণ কক্ষে কন্যা—দ্রুতপদে পলায়ন হইতে লাগিল। কিছু দূর যাইয়াই সম্মুখে এক নদী দেখিলেন—নদী পার না হইলে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা; নদীতে স্রোতঃ প্রখর, কিন্তু জল অধিক নহে, বলিয়া বোধ হইল; অতএব হাঁটিয়াই পার হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দূর যাইয়াই মহিষীর পদস্খলন হইল এবং স্রোতের বেগে ভাসিয়া চলিল। তাহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করায় স্কন্ধ ও কক্ষস্থিত পুত্র কন্যা পড়িয়া স্রোতে ভাসিয়া গেল। দেবর্ষি উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাহাদিগকে

তৃণাচ্ছাদিত গৃহ, অল্পায়ত পাকশালা ও গোশালা এবং বহির্ভাগে একটী ক্ষুদ্র চণ্ডীমণ্ডপ। বাটীর চতুর্দ্দিক্ই প্রায় ঐ সকল গৃহ দ্বারাই বেষ্টিত। গৃহগুলির দেওয়াল ইষ্টক বা মৃত্তিকার নহে—বাঁশ ও দরমা নির্ম্মিত ঝাঁপের। বড়

ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। তাহারা কোথায় ডুবিয়া গেল, আর দেখিতেও পাইলেন না!—তখন্ তিনি হতাশ হইয়া গগনভেদী স্বরে কান্দিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে ভগবান্ বিষ্ণু সরোবরের জলে দেখিলেন, দেবর্ষির মস্তক জলমধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে—জটাগুলি উপরিভাগে লড়িতেছে। তিনি ডাকিলেন—নারদ!—ও নারদ!—নারদ জল হইতে মস্তক তুলিলেন এবং বিষ্ণুকে দেখিয়া কান্দিয়া কহিলেন প্রভো! এই নদীর স্রোতে আমার গৃহিণী—আমার পুত্র—আমার কন্যা—কোথায় ভাসিয়া গেল!! —বিষ্ণু হাসিয়া উত্তর করিলেন, সে কি নারদ! নদী কোথায়?—ইহাত পুষ্করিণী! আর তুমি আমার সহিত এই মাত্র এই বৃক্ষতলে বসিয়া ছিলে—এই মাত্র আহারের জন্য এই ফলগুলি সংগ্রহ করিলে—এই মাত্র বীণা কমণ্ডলু বল্কল তীরে রাখিয়া স্নানার্থ জলে নামিলে—এবং এই মাত্র জলমধ্যে মস্তক নিমজ্জিত করিলে—এই এক নিমেষের মধ্যে তোমার পত্নী পুত্র কন্যা কোথা হইতে আসিল?—নারদ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না—কেবল হা মহিষি!—হা পুত্র!—হা কন্যে! বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে জলে পড়িয়া গেলেন। তখন্ বিষ্ণু হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে তীরে উঠাইলেন এবং কহিলেন নারদ! তুমি কি বকিতেছ!—পাগল হইলে না কি?

ভগবানের করস্পর্শে নারদের চৈতন্য হইল,—তিনি পুত্তলিকার ন্যায় ক্ষণকাল নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া বিষ্ণুর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। অনন্তর লজ্জিত ভাবে একটু হাসিলেন এবং মনে মনে বুঝিলেন—ইহাই ভগবানের মায়া! আমি দেবর্ষি নারদ—আমিও ইহার মোহিনী শক্তি অতিক্রম করিতে অসমর্থ!!

(ইহাই সেই উপাখ্যান নয় কি? নিদ্রিত ব্রাহ্মণ!)

গৃহ দুইখানির ঝাঁপের উপরিভাগে বাঁশের সরু জাফ্‌রি দেওয়া এবং তাহা সাঁড়ক ও বেত্ররজ্জুদ্বারা বদ্ধ—দেখিতে অতিসুন্দর। ঘরের দাওয়া বা পীঁড়া অধিক উচ্চ ; দাওয়া, মেজে, পৈঠা—সকলই মৃত্তিকাময়—কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ঝক্ ঝক্ করে। ঐ দুইখানি গৃহের মধ্যে এক খানি দক্ষিণদ্বারী, অপর খানি পূর্ব্বদ্বারী ; দক্ষিণদ্বারী খানি লক্ষ্মীকান্তের শয়নাগার, পূর্ব্ব দ্বারী খানির এক দিকে হাঁড়ি কলসী চাউল ডাউল লবণ তৈল প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী থাকিত এবং অপর দিকে ঠাকুর থাকিতেন। শয়নগৃহের পশ্চিম ভাগে দক্ষিণোত্তরে বিস্তৃত এক খানি তক্তপোষ ও তদুপরি বালান্দা মাদুর ও পুরাণ-বস্ত্র-নির্ম্মিত শয্যা। শয্যা বালিস মসারি প্রভৃতি সকলই অতি সামান্য বটে, কিন্তু ধোপ ধাপ—পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। তক্তপোষের দক্ষিণ দিকে তামাকসমেত একটী চক্‌মকীর পাত্র এবং উত্তরে তাম্বূল ও তদুপকরণ সহ তাম্বূলপাত্র। গৃহদ্বারের ঠিক্ সম্মুখে উত্তরদিকের ভিত্তিতে কর্দ্দমলিপ্ত স্থানে পিটুলির আলিপনায় সুচিত্রিত লক্ষ্মীগাছ ; তাহার উপরিভাগে কড়িদ্বারা প্রস্তুত আন্‌লা ; তাহাতে নিত্যব্যবহার্য্য সামান্য-কিন্তু মলহীন বস্ত্রগুলি কোঁচাইয়া পরে পরে সুরক্ষিত। ঐ আন্‌লার পূর্ব্বদিকেই আর এক বাঁশের আন্‌লা ; তাহাতে কয়েকটী লেপ একখানি পুরাতন শুভ্র বস্ত্র দ্বারা সমাচ্ছাদিত। লেপের আন্‌লার নিম্নভাগে একখানি বেত্রনির্ম্মিত চৌকী ; তদুপরি নিত্যব্যবহারের সুমার্জ্জিত থালা ঘটী বাটী রেকাব প্রভৃতি ঝক্ ঝক্ করিত। উহার দক্ষিণে গৃহের পূর্ব্বপার্শ্বে

বাতায়ন-সন্নিধানে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটী বড় সিন্দুক ; তাহার ডালার উপর সময়ে সময়ে শয়নও চলিত। সিন্দুকের অভ্যন্তরে পিতল কাঁসার বাসন ও তলভাগে ভাতখাইবার পাথর। সিন্দুকের দক্ষিণে বেত্রাসনের উপর দুইটী বেত্র-পেটিকা ; তাহার একটীর ভিতর বস্ত্রাদি ও অপরটীর ভিতর অলঙ্কার বা টাকা কড়ি থাকিত। ঐ পেটিকার অনেকটা উচ্চ দেশে মালাকারে নির্ম্মিত দুইগাছী স্থূল রজ্জুর মধ্যে কয়েকটী বালিশ লম্বমান থাকিত। তাহার পশ্চিমে অর্থাৎ গৃহের দক্ষিণপূর্ব্বভাগে পুরুষ-প্রমাণ ঊর্দ্ধদেশে দুইটী বাঁশের সাঙ্গার উপরে কয়েক খানি তেরেট পত্রের পুস্তক। গৃহে প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণ দিকে এক খানি পিতলের রেকাবের উপর প্রদীপসমেত পিরসূজ এবং যে স্থান দিয়া তক্তপোষে উঠিতে হয়, সে স্থানে একখানি গুণচটের পাপোষ।

উত্তম স্ত্রীকে যে গৃহ-লক্ষ্মী বলে, তাহা যথার্থ কথা। অপেক্ষাকৃত অর্থশালী অনেক লোকের গৃহে অনেক দ্রব্য-সামগ্রী আইসে, কিন্তু অব্যবস্থিত গৃহিণীর হস্তে পতিত হওয়ায় সে সকল মাটী হয়। তাহাদের শয়নগৃহের অবস্থা দর্শন করিলে সময়ে সময়ে ঘৃণা উপস্থিত হয়—বিছানার আস্তরণ মলিন ও দুর্গন্ধ ; বালিসের ওয়াড় তেলে ডুবু ডুবু, অথবা ওয়াড় দেওয়া হয় না বলিয়া খোল পর্য্যন্ত তেল চট্‌চটে। ওয়াড় গুলা ধোবা বাটী হইতে আসিয়া, হয় খাটের তলে বা সিন্দুকের পার্শ্বে পড়িয়া থাকে, না হয় তাহার দুই একটাকে দড়ি করিয়া মসারি খাটান হয়। প্রতিদিন

প্রাতঃকালে শয্যা ঝাড়া বা তোলা হয় না; সমস্ত দিন শয্যা ভ্যান্ ভ্যান্ করে;-যদি কখনও তোলা হয়,তবে সমুদয় জড়াইয়া সড়াইয়া আলু থালু মোটের মত এক কোণে ফেলিয়া রাখা হয়। শয্যার মধ্যে না পাওয়া যায়, এমন বস্তুই-নাই—মুড়ি মুড়্‌কি, লুচি সন্দেশের গুঁড়া, মাথার ফুল,কাণের মাকুড়ি, আকের ছিব্‌ড়া, লেবুর খোঁলা, চুলের দড়ি, শিশুদিগের মল মূত্রের গন্ধ—এ সকলই মেলে। ঘর ঝাঁইট্ দিয়া কোন দ্রব্য পোঁছা হয় না—সুতরাং খাটের গা, সিন্দুক, পেট্‌রা প্রভৃতি ধূলায় থুক্ থুক্ করে। নিত্য ব্যবহারের বস্ত্র সকল রৌদ্রে শুষ্ক হইলে বাহিরের আল্‌না হইতে, প্রয়োজন না পড়িলে, তোলা হয় না; কোন কোন্ খানি বাতাসে উড়িয়া আস্তা কুড়ে পড়ে, ২।৩ দিন সেই খানেই থাকে এবং উইএর ভক্ষ্য হয়। যদিও কখনও সেগুলি তোলা হয়, তবে এমত গোল করিয়া ঘরের আল্‌নায় রাখা হয় যে, একখানি পাড়িতে গেলেই সকল গুলি না পড়িয়া থাকে না।

লক্ষ্মীকান্তের গৃহ এরূপ নহে—তাহার গৃহোপকরণ সামান্য বটে, কিন্তু তাহার গৃহিণীর গুণে সে সকল সুশৃঙ্খল-ভাবে স্থাপিত—দেখিলে চক্ষু জুড়াইত। ঘরের ভিতর ও বাহির সমুদয়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—মেজেতে ইন্দুর-মাটী বা অন্যরূপ জঞ্জাল কিছু থাকিতে পাইত না;ঘরের চাল ও বেড়া সকল মধ্যে মধ্যে খেজুর ঝাইট দ্বারা ঝাড়া হইত, এজন্য ধূলা কূটা ঝুল মাকড়সার জাল প্রভৃতি কোথাও কিছু দেখা যাইত না। পূর্ব্বদ্বারী ভাণ্ডার গৃহটী ও এইরূপ

পরিচ্ছন্ন; তাহাতে যে সকল হাঁড়ি, কলসী, চাউল ডাউল রাখিবার পাত্র, ঠাকুর পূজার বাসন প্রভৃতি দ্রব্য ছিল, সে সকলও যথাস্থানে সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপিত। সকল দ্রব্যেরই এক একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল, সেই স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে তাহা রাখা হইত না—এজন্য কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে কোন কষ্ট হইত না। বাটীর উঠানও এইরূপ পরিষ্কৃত, কোন স্থানে আবর্জ্জনা জমিয়া থাকিত না,—প্রতিদিন যথানিয়মে সকল স্থান সম্মার্জ্জিত হওয়ায় কোথাও ঘাস পালা জন্মিতে পাইত না। পাড়ার পাঁচজন লোকে লক্ষ্মীকান্তের বাটীতে আসিয়া বাটীর সৌন্দর্য্য ও সুব্যবস্থা দেখিয়া কহিত, ইলবিলার মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; তাহা না হইলে এরূপ সামান্য অবস্থাতেও লক্ষ্মীকান্তের ঘর বাড়ীর এরূপ শ্রী ছাঁদ হইবে কেন। যাহার গৃহিণী এমত লক্ষ্মী, তাহার রাজা হওয়ার কথা।

বাল্যকালেই লক্ষ্মীকান্তের পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছিল। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন্ লক্ষ্মীকান্তের বয়স্ প্রায় ৪০ বৎসর; পরিবারের মধ্যে কেবল পত্নী, পনর বৎসরের একটী পুত্র ও নয় বৎসরের একটী কন্যা ছিল; আর দামিনী নামে ষোড়শ-বর্ষ-বয়স্কা একটী কর্ম্মকার-কন্যা তাহার বাটীতে সর্ব্বদা থাকিত এবং প্রয়োজন মতে সকল কর্ম্মই করিত। লক্ষ্মীকান্ত ও গোবিন্দমণি উভয়েই দামিনীকে কন্যার ন্যায় ভাল বাসিত এবং তাহার সকল প্রয়োজনের সমবধান করিত।

লক্ষ্মীকান্ত বাল্যকালে কলাপ ব্যাকরণ,দুই এক খানি কাব্য ও পরে কিঞ্চিৎ ন্যায় স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল—অধীত গ্রন্থ সকলে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তিও জন্মিয়াছিল, কিন্তু অল্পবয়সেই সংসার ভারগ্রস্ত হওয়ায় চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা করিতে পারে নাই। ২।৪ ঘর যে যজমান শিষ্য ছিল, তাহাদের বাটীতে ক্রিয়া কর্ম্ম করিত—ব্রহ্মত্র ভূমি হইতে প্রাপ্য ধান্যাদি আদায় করিত এবং বাটীতেই থাকিত। উহার বাটীর নিকটে রামধনকর্ম্মকার নামে এক প্রতিবেশী ছিল; সে সোণা রূপার কর্ম্ম করিত; তাহার কার্য্য স্থলে বসিয়াই লক্ষ্মীকান্তের অধিক সময় অতিবাহিত হইত। রামধনের পত্নীর আর একটা কি নাম ছিল, কিন্তু তাহার পেটে কোন গুপ্ত কথা থাকিত না—এজন্য রামধন তাহাকে জঙ্গলা বলিয়া ডাকিত। দামিনী ঐ রামধনেরই বিধবা কন্যা। দামিনী ভিন্ন মালতী নামে রামধনের আরও একটী ৮ বৎসরের অবিবাহিতা কন্যা ছিল।

এক দিন প্রাতঃকালে রামধন বহির্বাটীস্থ আপনার দোকানে বসিয়া কার্য্য করিতেছে, এমন সময়ে লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর হুঁকা হাতে করিয়া উপস্থিত হইল। রামধন প্রণাম করিয়া চালের বাতা হইতে ছোট মাদুরীটী পাড়িয়া পাতিয়া দিল;—লক্ষ্মীকান্ত তদুপরি বসিয়া তামাকু খাইতে লাগিল। রামধন তখন্ একটা মুচীতে কয়েক ভরি রূপা দিয়া গালাইতেছিল। রূপা গল গল হইয়াছে এমন সময়ে

জঙ্গলা ব্যগ্রভাবে বাহিরে আসিয়া কহিল, শীঘ্র একবার বাটীর ভিতরে আইস, বামণ ঠাকুরপোর বাটী হইতে এই মাত্র আসিয়া দামিনীর আবার সেইরূপ হইয়াছে। দামিনীর ৯ বৎসর বয়সে বিবাহ হয় ও ১২ বৎসর বয়সে বৈধব্য ঘটে, ১৫ বৎসর বয়সে তাহার মূর্চ্ছারোগ জন্মে। মূর্চ্ছা মধ্যে মধ্যে হইত—কিয়ৎক্ষণ মস্তকে জলদানাদি দ্বারা শুশ্রূষা করিলেই সারিয়া যাইত। ইহা রামধন ও লক্ষ্মীকান্ত উভয়েরই বিলক্ষণ জানা ছিল, এজন্য রামধন লক্ষ্মীকান্তকে কহিল দাদাঠাকুর! দোকানটা ছড়ান রহিল দেখিও, আমি একবার দামিনীকে দেখিয়া আসি। লক্ষ্মীকান্ত কহিল, প্রয়োজন হয়, ডাকিও আমিও যাইব।

রামধন বাটীর মধ্যে গমন করিলে লক্ষ্মীকান্ত তাহার আসনে বসিয়া ভস্ত্রা সঞ্চালন পূর্ব্বক রূপা গলাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে জঙ্গলা পুনর্ব্বার আসিয়া নস্য দেওয়াইবার জন্য কয়েক-খণ্ড হরিদ্রা দগ্ধ করিয়া লইয়া গেল। রূপা গলিয়াছে এমত সময়ে একজন সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীর মস্তকে জটাভার, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মলিপ্ত, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, পরিধানে কষায়বস্ত্র, দক্ষিণ হস্তে অলাবু-নির্ম্মিত জলপাত্র এবং বামকক্ষে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনাবৃত একটী ঝুলি। লক্ষ্মীকান্ত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং বসিতে বলিলেন। সন্ন্যাসী কক্ষস্থিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম আস্তৃত করিয়া বসিলেন এবং তামাকু খাইতে লাগিলেন। লক্ষ্মীকান্ত পুনর্ব্বার ভস্ত্রা সঞ্চালন করিতে লাগিল।

জঙ্গলা হরিদ্রা দগ্ধ করিতে আসিয়া কয়েকখণ্ড হরিদ্রা তথায় ফেলিয়া গিয়াছিল; সন্ন্যাসী দ্রবীভূত রৌপ্যের প্রতি এবং পতিত হরিদ্রা খণ্ড ও দোকান ঘরের সন্নিহিত একটী গুল্মের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, ঠিক সময় হইয়াছে, এই বেলা ফুট দাও। ফুট দেওয়া কাহাকে বলে, এবং ফুট দিলে কি হইবে? লক্ষ্মীকান্ত তাহার কিছুই জানিত না; কিন্তু উহাতে কি একটা শুভফল হইবে, ভাবিয়া বুদ্ধি পূর্ব্বক কহিল, আপনি অনুগ্রহ পুর্ব্বক ফুট্‌টা দিয়া দেন। সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া হরিদ্রাখণ্ড গুলি-কে চূর্ণ করিয়া ঐ দ্রবীভূত রৌপ্যে প্রদান করিলেন এবং সন্নিহিত চম্পলতা নামক গুল্ম হইতে গোটাকত পত্র লইয়া হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করত তাহার রসও উহাতে মিশাইয়া দিলেন এবং আপনার ঝুলির মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ তাম্র-চূর্ণ ও যশদচূর্ণ (দস্তার গুঁড়া) উহাতে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক স্থূল একটা তাম্র শলাকা দ্বারা নাড়িতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই সমস্ত রৌপ্যটা সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইল। তখন্ সন্ন্যাসী উহাকে অগ্নি হইতে নামাইতে কহিলেন এবং অধিক বেলা হয় নাই, বলিয়া অবস্থিতি করিবার জন্য লক্ষ্মীকান্তের অনুরোধ না শুনিয়া চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মীকান্ত অগ্নি হইতে মুচি নামাইয়া শীতল করিল এবং তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তুই সুবর্ণ হইয়াছে, দেখিয়া বিস্ময় সহকারে ভাবিতে লাগিল।

দামিনীকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া রামধন দোকানে আসিলে লক্ষ্মীকান্ত হর্ষ গদ্গদস্বরে তাহাকে সমুদয় ব্যাপার জানা-

হইল। রামধন সেই স্বুবর্ণ পিটিয়া পোড়াইয়া ও নানারূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, কিছুতেই বর্ণের ব্যত্যয় হইল না; কেবল ভার বিষয়ে প্রকৃত সুবর্ণের সহিত উহার বৈলক্ষণ্য অনুভূত হইল। যাহা হউক সে অনেক চিন্তা ও লক্ষ্মী-কান্তের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ স্নুবর্ণের দ্বারা একটা অলঙ্কার গড়িতে আরম্ভ করিল। ২।৩ দিন পরে সেই অলঙ্কার প্রস্তুত হইলে তাহা বিক্রয়ার্থ বাজারে লইয়া গেল। সুবর্ণ ব্যবসায়ীরা ন্যূনভার নূতনবিধ স্বর্ণালঙ্কার দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল—অনেককে দেখাইল—নানা-রূপ পরীক্ষা করিল—কিন্তু কিছুতেই সুবর্ণের বর্ণ-বৈল-ক্ষণ্য হইল না। অনন্তর তাহারা গ্রাহকগণের মনোনীত হয় কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য সেবারে ঐ অলঙ্কার খানি কিছু স্বল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া লইল। গ্রাহকেরা স্বল্পমূল্যের স্বর্ণালঙ্কার দেখিয়া গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল—সুতরাং সেখানি সহ-জেই বিক্রীত ও লাভপ্রদ হইল। বণিকেরা ঐ স্বর্ণকে 'নূত্নরুক্‌ম' কহিতে আরম্ভ করিল; তাহারা ঐরূপ স্বর্ণাভরণ বা ঐরূপ নূত্নরুক্ম পুনর্ব্বার দিবার জন্য রামধনকে অনুরোধ করিতে লাগিল। রামধনও অল্পে অল্পে তাহা যোগাইতে আরম্ভ করিল এবং এই প্রকারে সামান্যরূপে উহাদের একটী ব্যবসায় চলিল।

এক দিন নির্জ্জনে রামধন ও লক্ষ্মীকান্তের কথোপ-কথন হইল—রামধন কহিল দাদাঠাকুর! এই কৃত্রিম সুবর্ণ বা নূত্নরুক্‌ম লইয়া আমাদের ত একটী নূতন ব্যবসায়

আরম্ভ হইল। এ পর্য্যন্ত এই ব্যবসায়ে যাহা কিছু লাভ হইয়াছে, তাহার এক কড়াও আমি খরচ করি নাই। এক্ষণে আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

লক্ষ্মী। কিসের বন্দোবস্ত ?

রাম। আমাদের দুই জনের মধ্যে লাভের কিরূপ বিভাগ হইবে—তাহার।

লক্ষ্মী। এ লাভের আবার বিভাগ কি ?—তোমার দোকানে তোমারই রূপা গালান হইতেছিল—আমি তথায় বসিয়াছিলাম মাত্র, এমন সময়ে ভগবান্ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমার দোকানে আসিয়া রূপাকে সোণা করিবার কৌশল বলিয়া দিয়া গেলেন—ইহাতে আমি আবার কিসের ভাগ পাইব ?

রাম। দাদাঠাকুর! ভগবান্ কাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন ?—আমার ?—না তোমার প্রতি ?—আমি ত প্রায় প্রতিদিনই রূপা গালাই; কৈ কোন দিন ত তিনি আমার নিকটে আসেন নাই—তোমার গৃহদেবতা দেবী ভগবতীর প্রতি শ্রদ্ধা—বাক্যনিষ্ঠা—ন্যায়পরতা—ধর্ম্মে মতি এবং বৌঠাকুরাণীর সেই সেই রূপ গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খলা ইত্যাদি কারণে ভগবান্ মহাদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং আসিয়াছিলেন। বৌ-ঠাকুরাণীর গৃহসৌষ্ঠব দেখিয়া সকলে কহে, তিনি রাজরাণী হইবেন; আমার বোধ হয় এই ব্যাপারই তাহার সূত্রপাত। তোমার কন্যা ইলা (ইলবিলা) যেরূপ সুন্দরী ও যেরূপ সর্ব্ব-সুলক্ষণ-

সম্পান্না—এবং সে দিন সেই সিদ্ধপুরুষ উহাকে দেখিয়া যেরূপ বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও যে রাজমহিষী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ফল কথা তোমার রাজা হওয়া এবং রাজগৃহে তোমার কন্যার বিবাহ দেওয়া, এ উভয়ই অর্থসাধ্য। তাই ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া তোমাকে অর্থাগমের উপায় শিখাইয়া দিয়াছেন। আমি বিবেচনা করিয়াছি, উপস্থিত ব্যবসায়ে খরচা বাদ যাহা লাভ হইবে, তাঁহার দুই আনা আমি পারিশ্রমিক স্বরূপ গ্রহণ করিব, বাকী চৌদ্দ আনা তোমার থাকিবে, ইহাতে অন্যমত করিও না।

লক্ষ্মী। সে কি রামধন! তুমি ভানিবে কুটিবে, আর আমি বিনা পরিশ্রমে এবং বিনা কারণে তোমার ভানাকুটা চাউলগুলি বসিয়া খাইব!—ভগবান্ এত অন্যায় সহ্য করিবেন কেন?—যাহা হউক আমি প্রস্তাব করিতেছি,যদি আমাকে কিছু লাভ দেওয়া নিতান্তই তোমার অভিপ্রেত হয়,তাহা হইলে দুই আনা আমাকে দিয়া তুমি চৌদ্দ আনা গ্রহণ কর—আমি ঐ দুই আনা পাইয়াই আপনাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিব।

রাম। দাদাঠাকুর! আমি কেবল ভানিব কুটিব না, তোমাকেও পরিশ্রম করিতে হইবে; আর তুমি "বিনা কারণে খাইতেছি" এরূপ মনে ভাবিও না; উহা খাইবার তোমারই বিলক্ষণ কারণ আছে। মহাপুরুষ যাহা তোমাকে শিখাইয়া দিয়াগিয়াছেন, তাহা তুমি যদি আমাকে না জানাইতে, কে তোমার কি করিত? আমাকে জানা-

ইবার জন্যই তুমি সমুচিত লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহাই বা ধর্ম্মে সহ্য করিবেন কেন? আর এক কথা দাদাঠাকুর! আমার একটা কন্যাত বিধবা;—সে তোমারই প্রতিপাল্যের মধ্যে। আর একটা কন্যা আছে, সেটার বিবাহ দিলেই দায় খালাস হইব—বাকী দুই মানুষ থাকিব, আমাদের ভরণ পোষণের জন্য ঐ দুই আনাই যথেষ্ট হইবে—না হয় তোমার বাটীতে প্রসাদ পাইয়া আসিব—তাহাতে আমাদের পরকালেরও কাজ হইবে। মা ভগবতী করুন—তোমার হরিদাস ও ইলবিলা বেঁচে থাকুক—আমি উহাদিগকে নিজঃপুত্র কন্যা অপেক্ষা ভিন্ন দেখি না—উহারা ভোগ করিলেই আমার ভোগ করা হইবে।

এইরূপ অনেক তর্ক বিতর্কের পর ব্যবস্থা স্থির হইল যে, লাভের চারি আনা রামধন ও বার আনা লক্ষ্মীকান্ত লইবে—রামধন স্বর্ণ প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবে এবং লক্ষ্মীকান্ত মূলধন সংগ্রহ ও দ্রব্য সামগ্রীর যোগাড় করিয়া দিবে এবং সময়ে সময়ে বিক্রয়ও করিবে। যবনেরা তখন্ দেশের রাজা—তাহারা প্রজার অর্থাগম দেখিলেই লোভ করে, অতএব অন্যে জানিতে না পারে, এ জন্য ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্য নিকটে না করিয়া দূরবর্ত্তী নগরে করাই পরামর্শ হইল। এই ব্যবসায় যাহাতে গুপ্তভাবে চলে, তজ্জন্য রামধন লক্ষ্মীকান্তকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করায় লক্ষ্মীকান্ত বলিল, তোমার জঙ্গলাকে সাবধান করিও। যাহা হউক এই ব্যবসায়ের চলনে রামধনও লক্ষ্মীকান্ত দুই জনেরই

আর্থিক কোন ক্লেশ রহিল না—সংসার স্বচ্ছল হইল—বাটী ঘরের শ্রী ছাঁদ বাড়িল—তাহারা উভয়েই এক প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

দেবী কহিলেন—

এই সময়ে পাঠান বংশীয় সমস্ উদ্দীন বাঙ্গালা দেশের নবাব ছিল—পাণ্ডুয়া বা বড়পেঁড়ো তাহার রাজধানী ছিল—গৌড়েও সে মধ্যে মধ্যে বাস করিত। তাহার অধীনে যশোহর নগরে রহিমখাঁ নামে এক জন ফৌজদার থাকিত। তাহার ভ্রাতা করিম খাঁর নবাবের নিকট হইতে কোন রাজকার্য্যে নিয়োগ ছিল না,—কিন্তু জ্যেষ্ঠের সম্পাদ্য সর্ব্ববিধ কার্য্যেই সে হস্তক্ষেপ করিত এবং তাহাতেই তাহার অনেক অর্থ উপার্জ্জন হইত; কিন্তু দেশের লোক জ্বলিয়া মরিত। লাল বিবি নামে তাহার প্রীতিপাত্র একটা স্ত্রীলোক ছিল; সে নানা কার্য্যের ছলে নগরের সকল বাটীতেই ভ্রমণ করিত, সকলকার সহিতই আলাপ ও কপট আত্মীয়তা করিত, এবং যেখানে যা কিছু বিশেষ ঘটনা দেখিত, করীমখাঁর নিকটে যাইয়া গোপনে বলিত—ফলতঃ করীম খাঁর দুষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সে একজন প্রধান সহায় ছিল।

একদা অপরাহ্নে লালবিবি বাটীর নিকট দিয়া যাই-তেছে দেখিয়া জঙ্গলা তাহাকে ডাকিল এবং অনেক দিন সে বাটীতে আইসে নাই, বলিয়া বত অভিমান করিল। লালবিবিও, নানা কার্য্যের ঝঞ্ঝাটের জন্য আসিতে পারি নাই বলিয়া, দুঃখ-প্রকাশ করত তাহার সে অভিমান দূর করিল। অনন্তর জঙ্গলা লালবিবিকে ঘরের পীড়াঁয় বসা-ইবার জন্য এক খানি কম্বলের আসন দিল; লালবিবি অমায়িকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাতে না বসিয়া নবনির্ম্মিত সানের পৈঠার উপরেই বসিল।—লালবিবি বিধবা, উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণা ও কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী; বয়স্ প্রায় ৩৫ বৎসর। চুলগুলি উন্মুক্ত; পরিধানে এক খানি নীল রঙ্গের সাদা ফুলযুক্ত ছাপার শাটী, বক্ষস্থলে লাল রঙ্গের কঞ্চুলিকা; হস্তে সোণা বান্ধান তিন গাছি করিয়া হাড়ের চুড়ী। সর্ব্বদা তাম্বূল চর্ব্বণ করে।

লালবিবি বসিলে পর জঙ্গলা উঠানে বসিয়া ছোট কন্যা মালতীকে সম্মুখে বসাইয়া তাহার মাথার উকুন দেখিতে দেখিতে গল্প আরম্ভ করিল—কহিল, মুসলমান-দিদি! তুমি যে, আমার নূতন সানের পৈঠায় বসিলে, ইহাতে আমার পৈঠা সার্থক হইল। আমি যে তোমার কত ভালবাসি, তা আর কি বলিব। কত দিন হইতে মনে কত কথাই জমিয়া আছে,' দেখা না পাওয়ায় তোমায় বলিতে পারি নাই—সে সকল আর কাহাকেও বলিবার নহে। ঐ পৈঠাটী আমাদের নূতন হইয়াছে!—দেখিও বহিন্! কাহাকেও বলিও না—কর্ত্তা শুনিলে

আমার মাথায় মুগুর মারিবেন;—আমাদের এখন্ আর তেমন কষ্ট নাই—বামণ ঠাকুরপোর ভগবতী দেবীর কৃপায় আমাদের সংসার এখন্ বেশ স্বচ্ছল হইয়াছে—আমার মাথা খাও, কাহাকেও বলিওনা দিদি!—বামণ ঠাকুরপো কোথায় সোণার খাঁই পেয়েছেন; কর্ত্তার সঙ্গে উহাঁর ছেলেবেলা থেকে বড় ভাব কিনা, এজন্য কর্ত্তাকেও কিছু কিছু দিয়া থাকেন; কর্ত্তা অধিক লন্ না—বলেন আমাদের বেশী লওয়ার প্রয়োজন নাই। আমাদের যা কিছু বেশী খরচ—তা এই ছোট মেয়াটার বিয়ের জন্য। দামিনীর বার বছর বয়সে কপাল পুড়েছে; বার বছর পার না হইলে উহার বিয়ে দিব না। লালবিবি জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বড় মেয়ে কোথায়? জঙ্গলা কহিল সে বামণ ঠাকুরপোর বাটীতেই সর্ব্বদা থাকে।

জঙ্গলা অতি বিশ্বাসপাত্র মনে করিয়া লালবিবির সাক্ষাতে যাহা যাহা কহিল, তাহা যে আর কোন স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে কহে নাই এরূপ নহে; পাড়াতে যত স্ত্রীলোক ছিল, সকলকেই একদিন না একদিন ঐ সমস্ত কথাই কহিয়াছিল, এবং সকলের নিকটেই প্রকাশ না করিবার জন্য ঐরূপ মাথার দিব্য দিয়াছিল, কিন্তু সে সকল স্থলে কোন অনিষ্ট ঘটে নাই, এক্ষণে লালবিবিকে বলিয়া বিষম বিপদ বাধাইল। লালবিবি জঙ্গলার কথা কহিবার সময়ে নিজে অধিক কথা কহে নাই—কেবল হাঁ হুঁ দিয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে উহার বাটী ঘর দ্রব্যসামগ্রী অলঙ্কার পত্র সমুদয় বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিল।

অনন্তর সে সহাস্যমুখে জঙ্গলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া দামিনীকে দেখিবার ছলে লক্ষ্মীকান্তের ভবনে প্রবেশ করিল এবং তথায় দামিনীকে দেখিয়া বালিকা ইলবিলার রূপে মুগ্ধ হইয়া ও তাহাকে আদর করিয়া গোবিন্দমণির সহিত অনেক ক্ষণ গল্প গুজব করিল এবং সেই অবসরে লক্ষ্মীকান্ত-ভবনের বিত্তবিভবসংক্রান্ত সমুদয় অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়া চলিয়া গেল।

ইহার দুই দিন পরে করীম খাঁ দুই জন সহচরের সহিত লক্ষ্মীকান্তের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। করীম খাঁ খর্ব্বাকার, কৃষ্ণবর্ণ ও কৃশ। বয়স্ ৩৫ বৎসর—মস্তকের কেশ গুলি বিরল ও উচ্চ, কপালটী একটু বসা—দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, নাসিকা দীর্ঘ, দন্ত গুলি এত বড় যে, দন্তচ্ছদ তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিতে অসমর্থ; দাড়ি গোঁপ অল্প ও অপ্রশস্ত। মাথায় টুপি, গায়ে চাপ্‌কান্, পরিধানে ইজের, পায়ে নাগরা জুতা, হাতে একটী যষ্টি। সে আসিয়া দেখিল লক্ষ্মীকান্তের দরজায় কয়েকটী ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে; তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের ভট্টাচার্য্য কোথায়?—ছাত্রদিগের মধ্যে এক জন দাঁড়াইয়া উত্তর করিল আজ্ঞে, তিনি বাড়ীতে নাই। ঐ টী লক্ষ্মীকান্তের পুত্র হরিদাস। হরিদাস গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকার এবং ব্যায়াম ক্রীড়ায় অভ্যস্ত থাকায় দিব্য হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ। বয়স্ ১৫ বৎসর;—প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ ভ্রূযুগল, বিশাল নয়ন, উন্নত নাসিকা প্রভৃতি দ্বারা মুখমণ্ডলে যেন সৌজন্য ও তেজ যুগপৎ বিরাজ করিতেছিল। করীম খাঁ হরিদাসের পরিচয় পাইয়া

আবার জিজ্ঞাসা করিল, তোমার পিতা কবে বাটীতে আসিবেন?—হরিদাস উত্তর করিল, আজ্ঞে বলিতে পারি না। করীম খাঁ যেমন এইরূপ প্রশ্ন করিতেছিল, অমনি চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক লক্ষ্মীকান্তের বিষয়বিভবের পর্য্যবেক্ষণ চলিতেছিল। অনন্তর সে পুনর্ব্বার হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার পিতা যেরূপ জাঁকাল বাটী ঘর ফাঁদিয়াছেন—ইহা ত অনেক টাকার কাজ—তিনি এত টাকা কোথায় পাইলেন? হরিদাস কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে ও রুক্ষস্বরে কহিল—আমি জানি না।

বহির্বাটীতে এই রূপ উচ্চ কথা হইতেছে, তাহা অভ্যন্তরহইতে শুনিতেপাইয়া দামিনী বালিকাসুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া মধ্য দ্বার অতিক্রমপূর্ব্বক বহির্বাটীর প্রান্ত দেশে আসিয়া যেমন দাঁড়াইল, অমনি করীম খাঁর পাপ দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। দামিনী বিদ্যুদ্বেগে পলাইয়া গেল। দামিনী পরম রূপবতী ও পূর্ণ যুবতী—কেবল বালবিধবা বলিয়া সমেঘদিবসোদিত পঙ্কজের ন্যায় পূর্ণমাত্রায় বিকাস পাইতে পায় নাই। যাহাহউক দামিনীকে দেখিয়া করীম খাঁর মুণ্ড ঘুরিয়া গেল সে যে কি জন্য ও স্থানে আসিয়াছিল, তাহাও বিস্মৃত হইল—কিন্তু অয়স্কান্ত-শলাকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় দামিনী যে পথ দিয়া গিয়াছিল, সেই পথে অজ্ঞাতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। হরিদাস তদ্দর্শনে তিন লম্ফে মধ্য দ্বারে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কোথায় যান্? করীম খাঁ চকিত ও অপ্রতিভ হইল; কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-

প্রভাবে তখনই কহিল তোমার পিতার এরূপ অসম্ভাবিত অর্থাগম দেখিয়া আমাদের সন্দেহ জন্মিয়াছে, অতএব ফৌজদারের হুকুম অনুসারে বাটীর খানাতল্লাসী করিব।

হরিদাস। ফৌজদারের হুকুম কৈ?

করীম। হুকুম পরে আসিবে।

হরি। আপনি ও পরে করিবেন।

করীম। আমি এখনই করিব।

হরি। আমি জীবিত থাকিতে পারিবেন না!

কোপিত সিংহশিশু যেমন কেসর ফুলাইয়া উত্তেজকের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, হরিদাস কোমর বাঁধিয়া গ্রীবা বক্র করিয়া সেইরূপ দাঁড়াইল। করীম দেখিল, হরিদাসের শরীর ক্রোধে যেন ফুলিতেছে;—তাহার ভ্রূযুগের মধ্য হইতে একটী শিরা উচ্চ হইয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে এবং তখন্ তাহাকে ২৪। ২৫ বৎসর বয়স্ক দেখাইতেছে। করীম দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না—“আচ্ছা বামণ থাক্—ইহার প্রতিফল পাইবি” বলিয়া সানুচর চলিয়া গেল।

এই ঘটনার ৫ দিন পরে লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য যেদিন বাটী আসিল, সেই দিন অপরাহ্ন সময়ে রহিম খাঁর, বনমালী সরকার নামক এক জন কায়স্থ কর্ম্মচারী তাহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক প্রণাম করিল। ভট্টাচার্য্য তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। সে কহিল ভট্টাচার্য্য মহাশয়! বড় সাহেব (লোকে রহিম খাঁকে বড় সাহেব ও করীম খাঁকে ছোট সাহেব কহিত) আপনাকে সেলাম দিয়াছেন, আজি

তথায় যাইতে পারিবেন কি? লক্ষ্মীকান্ত করীমখাঁ-সম্বন্ধ ব্যাপার পূর্ব্বেই বাটীতে শুনিয়াছিল, এজন্য কহিল, যখন্ যাইতেই হইবে, তখন্ সত্বরেই ভাল—চলুন যাওয়া-যাউক—এই বলিয়া উত্তরীয় গ্রহণ পূর্ব্বক "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া যাত্রা করিল। পথিমধ্যে সরকার কহিল্, ভট্টাচার্য্যমহাশয়! পাষণ্ড যবন বেটার কাণ্ড বোধ হয় সমুদয় জানেন নাই—লালবিবি নামে উহার যে একটা গোয়েন্দা আছে, সে ইতিমধ্যে এক দিন রামধনদাস ও আপনকার অন্তঃপুরে প্রবেশ-পূর্ব্বক আপনাদের অবস্থার উন্নতি দেখিয়া করীম খাঁকে সংবাদ দেয়—করীম খাঁ সে কথার সত্যাসত্যতার নির্ণয়ার্থ আপনকার বাটীতে গমন করিয়াছিল; আপনদিগকে ভয় দেখাইয়া কিছু অর্থ গ্রহণ করিবে, এই তাহার অভিলাষ ছিল; কিন্তু সেখানে যেরূপ যেরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা শুনিয়া থাকিবেন। এক্ষণে দুরাত্মা নিজ অগ্রজের নিকটে যাইয়া বলিয়াছে যে, আপনি রামধনদাসের সহিত যোগ করিয়া ডাকাইতদিগের নিকট হইতে গাঁতের মাল কিনিতেছেন, তাহাতেই আপনাদের অবস্থার উন্নতি হইতেছে। ঐ সকল মাল বাহির করিবার জন্য আপনকার বাটীর খানাতল্লাসী করিবার প্রার্থনা জানায় ও পরওয়ানা চাহে। কিন্তু রহিম খাঁ, যবন হইলে হয় কি, অতি ধার্ম্মিক ও সুজন; অতএব ভ্রাতার কথাতে বিশ্বাস না করিয়া আপনার সহিত একবার দেখা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। দুরাত্মা করীমখাঁর চেহারাও যেমন দুষ্‌মন্, কাজও তেমনই দুষ্‌মন্! আমি হিন্দু এবং পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণের দাস;

এই জন্যই আপনাকে সাবধান করিতেছি ;—ও দুরাত্মার এক্ষণে আপনকার নিকট হইতে টাকা আদায় করা অভিপ্রেত নহে, রামধনদাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা দামিনীকে হস্তগত করাই অভিপ্রেত। দামিনী রাত্রিকালে বাটীর বাহিরে আসিলেই তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবে, এই উদ্দেশে কয়েক দিন হইতে উহার লোক বাটীর চতুর্দিকে ফিরিতেছে—এ পর্য্যন্ত কোন সুযোগ পায় নাই। নগরের প্রান্তভাগে ফৌজদারের দেল্‌পছন্দ্ নামে যে আটচালা ও ফুলের বাগান আছে, তথায় কত সতীর যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। দুরাত্মা করীম কাপুরুষেরও অগ্রগণ্য—আপনকার পুত্র হরিদাসের বিক্রম দেখিয়া সে বড়ই ভীত আছে ; হরিদাসের জন্য সে স্বয়ং ওদিকে ঘেঁসেই না। আর এক কথা শোনা যাইতেছে যে, রাজধানী পাণ্ডুয়াতে গণেশ ঠাকুর নামে এক ব্রাহ্মণজমীদার নবাবের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। সমস্ত রাজকার্য্যই এখন্ তাঁহার অধীন ; সুতরাং যবনেরা এসময়ে হিন্দুদিগের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় অত্যাচার করিতে সাহস করে না—নচেৎ দুরাত্মা আপনকার গৃহে অগ্নি দিয়া সর্ব্বস্ব লুঠ করিত। ভগবান্ করেন ঐ গণেশ ঠাকুরই দেশের রাজা হন্!

এই সকল কথা শ্রবণকরিয়া লক্ষ্মীকান্তের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল—সে ভাবিল কি সর্ব্বনাশ ! আমার পরিবারের উপর যে এইরূপ অত্যাচারের চেষ্টা হইতেছে, ইহার আমি কিছুই জানিতে পারি নাই ! অনন্তর

জিজ্ঞাসা করিল সরকার মহাশয়! আপনি এ সকল সংবাদ কোথায় পাইলেন? সরকার কহিল লালবিবিই আমাকে বলিয়াছে;—সে করীমখাঁর একপ্রকার উপপত্নী,—করীম খুব টাকা কড়ি পায়, সে জন্য তাহার বিশেষ চেষ্টা, কিন্তু করীম দামিনীর ন্যায় রূপবতী যুবতী লাভ করে, তাহা সে ভালবাসে না; কারণ তাহাতে তাহার স্বার্থহানি আছে। এ জন্য সে দামিনীকে ধরিবার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতেছে না, কিন্তু করীমকে ক্ষান্ত করিতেও পারিতেছে না। যাহা হউক, আপনি অত ভীত হইবেন না—ফৌজদার অতি ধার্ম্মিক লোক—তিনি জানিতে পারিলে ওরূপ উপদ্রব কখনই ঘটিবে না। চলুন তাঁহার নিকটে যাইলেই সুবিধা হইবে।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতেই তাহারা ফৌজদারের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যথারীতি সেলাম করিল। রহিম খাঁ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ও প্রসন্নমুখমণ্ডল; মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রুর লোম অর্দ্ধপক্ক; মস্তকে টুপি, গাত্রে জামা, পরিধানে লুঙ্গিফোতা ও বামহস্তে স্ফটিকের তস্‌বী। বনমালী সরকার পরিচয় দিয়া দিলে রহিম খাঁ লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্যকে সাদর সম্ভাষণে বসিতে বলিল। লক্ষ্মীকান্ত বসিলে পর পরস্পরের কুশলপ্রশ্নাদির আদানপ্রদান হইল। অনন্তর সে স্থানকে নির্জ্জনিক করিয়া ফৌজদার জিজ্ঞাসা করিল, ভট্টাচার্য্যমহাশয়! আপনাকে ধার্ম্মিক, নিরীহ ও অতি সজ্জন বলিয়া শুনিয়াছি, বিদ্যাবুদ্ধিও আপনকার বিলক্ষণ আছে;

তাহা জানি—এজন্য আপনকার প্রতি আমার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা আছে, অতএব আপনাকে একটী কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি— যদি সরলভাবে সত্য বলেন, তাহা হইলে কোন ভয়ই নাই—আমি আশা করি আপনি তাহাই বলিবেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনকার অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে; কিরূপ নূতন ধনাগম হওয়ায় এই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহাই আমার জানিবার ইচ্ছা। আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি—আপনি সত্য বলুন—আপনকার কোন ভয় নাই।

লক্ষ্মীকান্ত কহিল ধর্ম্মাবতার! আমরা ব্রাহ্মণজাতি, সত্যই আমাদের সর্ব্বস্ব; মিথ্যা কখন বলি নাই—বলিবও না,—আমার অবস্থোন্নতির বিবরণ শ্রবণকরুন—এই বলিয়া রামধনদাসের দোকানে মহাপুরুষের আগমন অবধি রামধনের সহিত ব্যবসায়ের বিভাগ-ব্যবস্থা-পর্য্যন্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। ফৌজদার শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ তুষ্ণীম্ভূত রহিল, পরে কহিল—আপনকার কথায় আমি সম্পুর্ণই বিশ্বাস করিতেছি এবং বুঝিতেছি, দৈবানুগ্রহে আপনি কৃত্রিম স্বর্ণ অথবা অত্যুৎকৃষ্ট পিত্তল প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছেন। ইহাতে আমাদের কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন দেখি না। ঈশ্বর দিয়াছেন, আপনি ভোগ করুন—কোন ভয় নাই। লক্ষ্মীকান্ত কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল ধর্ম্মাবতার! আপনকার সরলতা, সুজনতা ও ধার্ম্মিকতা লোকপরম্পরায় যেরূপ

শুনিয়াছিলাম, আজি তদপেক্ষা অধিকই দেখিলাম। অধিক আর কি বলিব—জগদীশ্বর আপনকার সর্ব্বাঙ্গীন শুভসাধন করুন। কিন্তু ধর্ম্মাবতার! ছোট সাহেবের নিকট আমার বড় ভয়!

ফৌজদার। আমি তাঁহাকে বারণ করিয়া দিব—আপনকার উপর কোন উপদ্রব করিবেন না।

লক্ষ্মী। বারণ শুনিবেন্?

ফৌজ। না শোনেন্—আমিই তাঁহার দমন করিব—কিন্তু অন্যে দমন করিতে যাইলে আমি তাহা সহিব না।

ও কথার ঐ পর্য্যন্তেই শেষ হইল। অনন্তর এবিষয়—ও বিষয়—সে বিষয়—নানা বিষয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইল। তন্মধ্যে রহিম খাঁ কহিল—ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনাকে বড় সরল, সদাশয় ও ধর্ম্মানুরাগী লোক দেখিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, এই জন্য ইচ্ছা হইতেছে যে, আপনি যদি মিথ্যা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগকরিয়া আমাদের এই সত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে আপনকার পক্ষে বড়ই মঙ্গল হইত—আপনকার মত বুদ্ধিমান্ লোকের কাফের থাকা উচিতনহে।

লক্ষ্মী। ধর্ম্মাবতার! এ বিষয়ে আপনকার সহিত বিচার করিতে ভয় হয়, কি জানি বিচারের মুখে যদি কিছু অপ্রীতিকর কথা বাহির হইয়া পড়ে!

রহিম। রহিমখাঁর সহিত বিচার হইবে—ফৌজদারের সহিত নহে।

লক্ষ্মী। আজ্ঞে তবে বলি—আপনকার পিতৃ-পিতা-

মহ মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন, অতএব সেই ধর্ম্মে থাকা আপনকার যেমন উচিত, আমার পিতৃ-পিতামহ যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই পথ অবলম্বন করা আমারও পক্ষে তেমনই উচিত। আমাদের শাস্ত্রে বলে—

যেনাঽস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাংমার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥ মনু॥

যেরূপ শাস্ত্রানুসারে পিতৃ-পিতামহেরা চলিয়াছেন, সেই-রূপ শাস্ত্রানুসারেই সাধু পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সেরূপ করিলে তাহাকে অধর্ম্ম আক্রমণ করিতে পারে না। শাস্ত্রে আরও বলে—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ॥
স্বধর্ম্মে নিধনংশ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ গীতা।

রহিম। পিতৃপিতামহেরা যদি কোন কাল্পনিক ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন, আর আমি যদি সত্যধর্ম্ম সম্মুখে পাই, তবে সে কাল্পনিক ধর্ম্ম ত্যাগ না করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য হইবে না কি?

লক্ষ্মী। ধর্ম্ম কোন্‌টী সত্য ও কোন্‌টী কাল্পনিক, তাহা স্থির করা মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য। যে কোন ধর্ম্মই বলুন্, তাহার মাংসসকল চাঁচিয়া অস্থি বাহির করিতে গেলেই দেখা যাইবে, সে ধর্ম্মও মনুষ্য-কল্পিত। আপনি মহম্মদীয় ধর্ম্মের সবিশেষ-তত্ত্বজ্ঞ—অতএব পক্ষপাত-শূন্য-চিত্তে অনুধ্যান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ ধর্ম্মের অঙ্গভূত ঈদ্, বক্রিদ্, মহরম্ প্রভৃতি পর্ব্বে অনুষ্ঠেয় উপবাস, পশুহত্যা, বক্ষস্তাড়ন প্রভৃতি কার্য্য সকল কাল্পনিকতা বোধ উৎপাদন করে কি না?

রহিম। হাঁ ঐ সকল পর্ব্বে অদ্বিতীয় ঈশ্বরোপাসনার অনুপযোগী কতকগুলি আড়ম্বর আছে সত্য, কিন্তু পুতুল-পূজা নাই। আপনারা প্রস্তর বা মৃত্তিকার স্বহস্ত-গঠিত পুতুল সকলকে পূজা করেন, ও তাহাদের নিকটে বর-প্রার্থনা করেন—ইহা অপেক্ষা হাসির কথা আর কি আছে!

লক্ষ্মী। হাঁ—হিন্দুধর্ম্মে পুত্তলিকা পূজা আছে। উহাকে সাকার উপাসনা বলে। সাধারণ লোকে নিরাকার ঈশ্বরকে ধ্যানে ধারণা করিতে পারে না; তাহারা ধ্যানার্থ চক্ষু মুদ্রিত করিলে অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায়না—সুতরাং তাহাদের উপাসনাই হয় না—এই জন্য ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া তাহারই ধ্যান ও পূজা করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রের উপদেশ আছে। আর বিবেচনা করুন, সাকার উপাসনায় দোষই বা কি? ঈশ্বরের যে নানারূপ শক্তি আছে, হিন্দুরা সেই এক এক শক্তির আধাররূপে এক একটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেই মূর্ত্তিতে সেই সেই শক্তির পূজা করিয়া থাকেন—যথা ব্রহ্মমূর্ত্তিতে সৃষ্টিশক্তির, বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পালনশক্তির এবং শিবমূর্ত্তিতে সংহারশক্তির অর্চ্চনা করেন। এখন দেখুন, ঐশী শক্তি যে সর্ব্বব্যাপিনী তাহা আপনিও স্বীকার করিবেন—হিন্দুদিগের গঠিত ব্রহ্মাদিমূর্ত্তিও সেই 'সর্ব্ব'-পদবাচ্য পদার্থের অন্তর্গত নয় কি?—অতএব সেই সেই মূর্ত্তিতে সেই সেই শক্তির পূজা করায় পূজকের কেন প্রত্যবায় হইবে?—আর এক কথা বলি—এই যে সাকার দেব দেবীর উপাসনা, ইহা হিন্দুদিগের জাতি সাধারণ ধর্ম্মমাত্র;

জ্ঞানীরা এইরূপ সাকার উপাসনা দ্বারা ক্রমশঃ বিমল-চিত্ত হইলে পর নিরাকার উপাসনাতেই নিরত হইয়া থাকেন। একজন ঈশ্বরভক্ত জ্ঞানী হিন্দু বলিয়াছেন—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যাঽ নির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতং যন্ময়া ॥
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যংজগদীশ! তৎ করুণয়া দোষত্রয়ং মৎকৃতম্ ॥ * ॥

রহিম। আপনকার সারগর্ভ এই সকল বচনাবলীতে আমি বড়ই প্রীত হইতেছি—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—আপনি ত পণ্ডিত ও জ্ঞানী, কৈ ত আপনি দেব দেবীর অর্চ্চনা বা যাগ যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া নিরাকার উপাসনা করেন না?

লক্ষ্মী। দেব দেবীর অর্চ্চনা ও যাগ যজ্ঞ করাকে কর্ম্ম কহে। গৃহী ব্যক্তি জ্ঞানী হইলেও সমাজরক্ষার্থ তাঁহার কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কারণ তিনি যে সমাজের অন্তর্ভূত হইবেন, সে সমাজের সাধারণ লোকেই যে জ্ঞানী হইবে, এরূপ সম্ভব নহে। সাধারণ লোকে আপনাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে যেরূপ আচরণ করিতে দেখিবে তাহারা, বুঝুক আর না বুঝুক, সেইরূপ আচরণ করিবে, সুতরাং তাহারা তাঁহাকে কর্ম্ম-হীন দেখিলে আপনারাও অকারণে কর্ম্মরহিত ও উচ্ছৃঙ্খল

---

* হে জগদীশ! তুমি রূপবিবর্জ্জিত, কিন্তু আমি ধ্যানদ্বারা তোমার রূপের যে কল্পনা করিয়াছি—হে অখিলগুরো! তুমি বাক্যাতীত, কিন্তু আমি স্তুতিদ্বারা তোমার যে সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি—হে ভগবন্! তুমি বিশ্বব্যাপক, কিন্তু আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তোমার সেই ব্যাপকতার যে অপলাপ করিয়াছি—হে দয়াময়! তুমি মৎকৃত সেই তিন অপরাধের মার্জ্জনা করিবে।

হইয়া সমাজের বিপ্লব করিয়া তুলিবে। এই জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিকেও লোকসংগ্রহের নিমিত্ত অনাসক্তচিত্তে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। আমাদের প্রধান শাস্ত্র ভগবদ্গীতাতে এই মতই ব্যক্ত হইয়াছে যথা—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্ত দেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে॥
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাং স্তথা হসক্ত শ্চিকীর্ষুর্লোক সংগ্রহং॥

ফল কথা আমি এই স্থূল বিবেচনা করি যে, যাঁহার জাতীয় ধর্ম্ম যাহা আছে, তাঁহার তাহা লইয়া অধিক নাড়া-চাড়া না করাই ভাল; আর সেই ধর্ম্মসম্পর্কে যে সকল অনুষ্ঠান ও আচারের বিধান আছে তাহারও, বাহুল্যে না হইয়া উঠে, অতি সঙ্ক্ষেপেও পালন করা কর্ত্তব্য। কারণ অনুষ্ঠানরহিত ও আচারহীন হইলে সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদও বিশ্বাস-ভাজন হওয়া যায় না। যিনি তাহা না হইতে পারেন, তাঁহার দ্বারা সমাজের কোন বিশেষ উপকার হয় না। তবে সেই সকল অনুষ্ঠানও আচারের যে জটিলতা আছে,—যন্নিবন্ধন সাংসারিক কার্য্যে বাধা ও অসুবিধা ঘটে—তাহা যে কালক্রমে আপনা হইতেই অপনীত হইবে, তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই অনুমান করিয়া থাকেন।

ইত্যাদি রূপ কথোপকথনপ্রসঙ্গেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল; সুতরাং রহিমের নমাজ ও ভট্টাচার্য্যের সন্ধ্যা-বন্দনার বেলা অতীত হয়, দেখিয়া যথারীতি পরস্পরের বন্দনা করিয়া উভয়েই গাত্রোত্থান করিল এবং "আমি আপনকার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম—আমার দ্বারা

আপনকার কোনরূপ উপকার হইবার সম্ভাবনা বুঝিলে জানাইবেন" এই বলিয়া ফৌজদার ভট্টাচার্য্যকে বিদায় দিল—ভট্টাচার্য্য কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নমনে সত্বরপদে গৃহাভিমুখে চলিল।

এদিকে তাঁহার বাটীতে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরেই দামিনী কহিল হরি! জল কিছুই নাই, তুমি আমাকে একটু দাঁড়াও—আমি এক ঘড়া জল লইয়া আসি। হরিদাস পিঁড়ায় বসিয়াছিল—কহিল এই খিড়কীর পুকুর হতে জল আনিবি, তার জন্যে আবার তোর সঙ্গে যেতে হবে?—দামিনী কহিল না হরি! বড় ঘুট্ ঘুটে অন্ধকার, আর আমার কেমম ভয় ভয় করিতেছে—তুমি একটু আগিয়া আইস। হরি 'ভয় আবার কিসের'! বলিয়া উঠানে নামিয়া দাঁড়াইল; দামিনী খিড়্কির কপাটটী খুলিয়া বাটীর বাহিরে পদক্ষেপ করিল। কালসর্পধৃত ভেকের মুখ হইতে যেমন তিনবার আর্ত্তরব শোনাযায়, সেই রূপ—হরি—হরি—হরি—এই শব্দ দামিনীর ভয়বিহ্বল কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল। "কি দিদি!—কি দিদি"!-শব্দে অমনি হরিদাস এক লম্ফে বাটীর বাহিরে যাইল, কিন্তু দেখিল ঘড়াটী পড়িয়া আছে, দামিনী তথায় নাই! হরিদাস অমনি চীৎকার করিয়া পথের প্রান্ত হইতে একটা বংশখণ্ড কুড়াইয়া লইয়া দৌড়িল, কিন্তু কোন্ দিকে যাইলে দামিনীকে দেখিতে পাইবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বন্ধনভ্রষ্ট ঘোটকের ন্যায় একবার এ দিকে—একবার ও দিকে—একবার সে দিকে—দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তৎকালে তাহার সিংহের ন্যায় গর্জ্জন

ও মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিক্রম দেখিলে পোনর বৎসরের বালক বলিয়া কাহারও বোধ হইত না। অনন্তর নগরের মধ্যদিকে দামিনীর দেখা পাওয়া অসম্ভব ভাবিয়া হরিদাস প্রান্ত দিকেই দৌড়িল। কিন্তু কিয়ৎ দূর যাইলেই বৃক্ষের অন্তরাল হইতে একটী ক্ষুদ্র বংশখণ্ড বোঁ বোঁ শব্দে তাহার পাদমূলে আসিয়া পড়িল। হরিদাস ঐ বংশখণ্ডের আগমন-দিক্ লক্ষ্য করিয়া দৌড়িল এবং বৃক্ষান্তরালে দণ্ডায়মান একজন পুরুষকে দেখিয়া হস্তস্থিত বেণুযষ্টি দ্বারা এমনই প্রহার করিল যে, তাহাতেই তাহাকে ধরাশায়ী হইতে হইল। এইরূপে আরও কয়েক জন হরিদাসের হস্তে জীবনবিসর্জ্জন করিল। অনন্তর বহুসখ্যক ঐরূপ বংশখণ্ড হরিদাসের পাদমূলে পতিত হইতে লাগিল এবং ২। ৩টীর গুরুতর আঘাতে হরিদাস অনায়ত্ত হইয়া যেমন পড়িয়াগেল, অমনি কয়েক জন দৌড়িয়া আসিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তাহার হস্ত, পদ ও মুখ সবলে বন্ধন করিয়া দিল, এবং 'থাক্ বেটা বামণ থাক্—কাল্ তোকে জীয়ন্তে কবর দিব' বলিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে করীম খাঁর অনুচরেরা দামিনীকে বহিয়া লইয়া দেলপছন্দের গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক খট্টার উপরে শোয়াইল এবং মুখের বসন-বন্ধন খুলিয়া দিয়া চলিয়াগেল। দামিনী তখন্ মূর্চ্ছিতা,—লালবিবি আসিয়া মুখে জল দিল এবং কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। দেলপছন্দের গৃহটী খুব প্রশস্ত—তাহার একপার্শ্বে একখানি শয্যাসমেত খট্টা—এবং অপর সমুদয়-ভাগে ফরাস বিছানা। তাহার

উপর পাশা ও সতরঞ্চের বল, ঢোলক, তবলা, তানপুরা, বেহালা, মন্দিরা প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র পড়িয়াছিল; গৃহভিত্তিতে কুরুচির উত্তেজক কতকগুলি পট, এবং ঢাল, তরবাল, বর্শা প্রভৃতি ঝুলিতেছিল—এবং গৃহের এক প্রান্তে একটী বড় আলো দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতে ছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দামিনীর চৈতন্য হইল—সে উঠিয়া বসিল এবং বিহ্বল-নয়নে জিজ্ঞাসা করিল—হরি—হরি—হরি—কোথায়? আমার ঘড়া কৈ? লালবিবিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল—মুসলমান মাসি! তুমি এখানে কেন?—আমার বামণ কাকা, বামণ কাকী, ইলা কোথায়? —আমার মা, বাবা, মালতী কোন্ খানে? আমি তাদের কাছে যাব!

লাল। একটু ঠাণ্ডা হও মা! যেও এখন্।

দামিনী। আমি কোথায় এসেছি? আমায় এখানে কে এনেছে?

এই সময়েই চিক্কণ-পরিচ্ছদ-ধারী, সুবাসিত-বপুঃ, একটী ক্ষুদ্র পেটিকা হস্তে, এক নরপিশাচ কপাট উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিল। দামিনী তাহাকে দেখিয়াই আঁত্‌কিয়া উঠিল এবং কহিল ঐরূপ দাড়ীওয়ালা দুই তিনটা ভূত আমাকে ধরিয়াছিল! করীম খাঁ দন্তমাড়ি বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, আলাপ হইলে আমাকে তোমার ভূত বলিয়া বোধ হইবেনা—রসিক আদমী বলিয়াই মালুম হইবে, এই বলিয়া সেই খাটের উপরেই বসিল। দামিনী দশ হাত অন্তরে গিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। লাল-বিবি ক্রোধভরে দাঁড়াইয়া কহিল—পোড়ার মুখোর কিছুতেই

আর আশ মেটে না! এই ঘরে কত লোকের বৌ ঝীর যে সর্ব্বনাশ করেছেন, তা—গণা যায় না! আমি তোর হাতে ধর্য়ে—পায়ে পড়্যে—বল্‌লেম যে, লক্ষ্মীকান্ত ও রামধনের কাছ থেকে টাকা কড়ি যত নিতে পারিস্, নে—কিন্তু দামিনীর উপর উপদ্রব করিস্ না—এ সোণার পদ্মটীকে গোবরের গাদায় ফেলিয়া পায়ে চট্‌কাস্ না!—তা কোন মতেই শোনা হলো না!—এখন্ নে—যা কর্‌বার কর্—আমি চল্‌লাম—খোদা থাকেন ত তোর এ পাপের বিচার কর্‌বেন, এই কথা বলিয়া লালবিবি বেগে প্রস্থান করিল। করীম হাসিয়া কহিল খোদা যদি বিচার করেন—তোর্ও বিচার কর্‌বেন।

লালবিবিকে যাইতে দেখিয়া দামিনীও তাহার পশ্চাৎ দৌড়িতেছিল, কিন্তু করীম কপাট ভেজাইয়া তাহার নিকটে দণ্ডায়মান হওয়ায় আর অগ্রসর হইতে পারিল না—দূরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। করীম দাড়ি মোচ্‌ড়াইতে মোচ্‌ড়াইতে কহিল সুন্দরি দামিনি! আমি সে দিন তোমাকে দেখে অবধি পাগল হয়ে রয়েছি, তোমাকে পাবার জন্যে যে কত ফিকির ও কত টাকা খরচ করেছি, তা বল্‌তে পারি না; আজ্ আমার নসিবের জোরে তোমাকে হাতে পেয়েছি; এখন্ তুমি আমার বুকের উপর বসিয়া রাজত্ব কর—আমি তোমার গোলাম হয়ে থাক্‌ব; তোমার বাপ্ ও বামণ কাকাকে ফৌজদারের ভয় আর কর্‌তে হবে না; তাঁরা রাজা হোন্—ফৌজদার আর কিছুই বল্‌বেন না; ফৌজদারকে আমি যা বুঝাব, তিনি

তাই বুঝ্বেন ; তুমি হিঁদুর বিধবা হইয়া কেন মিছা কষ্ট পাবে ; আমার সঙ্গে বাদ্সার বেগমের মত চিরকাল সুখে থাক্‌বে ; আমি তোমার তরে কেমন কাপড় ও কেমন গয়না এনেছি দেখ ;—এসব্ পর্‌লে তোমাকে স্বর্গের পরীর মত দেখাবে ! এই বলিয়া সে খাটের উপর বসিয়া পেটিকার মধ্য হইতে অলঙ্কার বাহির করিতে লাগিল। দামিনী চীৎকার ত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সে ঠাণ্ডা হইয়াছে ভাবিয়া করীমের আনন্দের সীমা রহিল না ; সে তাকাইয়া দেখিল—দামিনী খল্ খল্ করিয়া হাসিতেছে—এবং বাদ্যযন্ত্র, দেওয়ালের ছবি ও অস্ত্র শস্ত্র সকল ওলট্ পালট্ করিতেছে, এবং একখানি নিষ্কোষ ক্ষুদ্র তরবারি দক্ষিণ হস্তে লইয়াছে ; কিন্তু করীম ইহা দেখিতে পাইল না যে, দামিনীর চক্ষু দুইটী রক্তজবারবর্ণ ধারণকরিয়াছে। করীম তাহাকে নূতন বস্ত্র পরাইবার উদ্দেশে নিকটে যাইল এবং তাহার পরিহিত বস্ত্র খানি ধরিয়া টানিল—দামিনী কোন বাধা দিল না—সমুদয় বস্ত্র খসিয়া গেল ; দামিনী উলঙ্গ হইয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। দামিনী উলঙ্গ—চুলগুলি এলাইয়া পড়িয়াছে—হস্তে তরবারি চক্ষু রক্তবর্ণ—মুখে অট্টহাস্য—ঠিক যেন শুম্ভনিশুম্ভ যুদ্ধের রণোন্মত্তা যোগিনী ! কামোন্মত্ত করীম তাহার তাৎকালিক সেইরূপ রূপ দর্শনে অধৈর্য্য হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিবার উদ্দেশে যেমন বাহু প্রসারণ করিল, অমনই দামিনী হস্তস্থিত তরবারি তাহার উদরমধ্যে মূল পর্য্যন্ত বসাইয়া দিয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

করীম 'বাপ্' বলিয়া দূরে পড়িল; দামিনী আবার সেই তরবারি তুলিয়া নিজ বক্ষস্থলে সবলে বসাইয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিতে ও সেই শোণিতস্রোতে নৃত্য করিতে লাগিল—ক্ষণকাল পরেই গৃহ নিস্তব্ধ হইল!

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

দেবী কহিলেন—

এই ভগবতীতলার পূর্ব্বোত্তর ভাগের যে স্থানকে ঝিঁট্‌কীপোঁতা কহে, পূর্ব্বে সেইস্থানে কয়েকঘর কু কারের বসতি ছিল, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ঝিঁট্‌কী-পোঁতায় নীলমণিপাল নামক এক কুম্ভকা একটী বাটী ছিল। বাটীটী কঙ্কনদীর উত্তর তটে স্থিত। তখন তাহার অভ্যন্তরে মৃত্তিকাময় ও তৃণাচ্ছা দুই খানি শয়নের ও এক খানি পাকের গৃহ এবং বা াটীতে এক খানি চণ্ডীমণ্ডপ ও একটী দ্বরজা এবং দ্বর র চারি দিকে ৪টী পিঁড়া ছিল। সেই দ্বরজার সম্মু বিস্তৃত খোলাস্থানে হাঁড়ি গড়িবার চক্রযুক্ত স্থান ও াইবার পোয়ান;—তদ্দক্ষিণেই নদী। বাটীটী দ্বরজাপ তৃণাচ্ছাদিত মৃণ্ময় প্রাচীরের দ্বারা আবৃত। এই বা পূর্ব্বদিকে অন্য কাহারও বাটী ছিল না—পশ্চিমে নেকের বাটী ছিল।

একদা বৈশাখ মাসের অপরাহ্নসময়ে কয়েকজন পথিক

নীলমণিপালের বাটীর দরজার পিঁড়ায় আসিয়া বসিল; তাহাদের সঙ্গে সামান্য গৃহস্থালীর দ্রব্যাদিসমেত কয়েকটি পুটলিকা। পথিকদিগের মধ্যে প্রৌঢ়বয়স্ক দুইটী পুরুষ, দুইটী স্ত্রী, দুইটী বালিকা ও একটি কিশোর। যশোহরের দেল্‌পছন্দ হইতে নির্গত হইয়া লালবিবি বনমালী সরকারকে সমুদয় সংবাদ দেয়; বনমালী লক্ষ্মীকান্ত ও রামধনের উদ্দেশে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যেই তাহাদিগকে দেখিতে পায়; তিন জনে দেল্‌পছন্দে যায়; তথায় যে রূপ যেরূপ ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় দেখে ও বোঝে; তথা হইতে প্রত্যাগত হইবার সময়ে পথিমধ্যে হরিদাসকে তদবস্থায় পতিত পায় এবং তাহার ব্যাপার সকল অবগত হয়; 'ফৌজদার ভ্রাতাকে বড় ভাল বাসে, তাহার নিধনবার্ত্তাশ্রবণে শোকাভিভূত হইয়া কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড করিবে, তাহা বলা যায় না' এই কথা বনমালী সরকার বলে; 'করীমকে অন্যে দমন করিতে যাইলে আমি তাহা সহিব না' ফৌজদারের এই উক্তি লক্ষ্মীকান্তের স্মরণ হয়, এবং লক্ষ্মীকান্ত ও রামধন ইহাদের দুই পরিবারেরই সেই রাত্রেই অন্যত্র পলায়ন করা শ্রেয়ঃ—ইহা পরামর্শসিদ্ধ হয়। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে নীলমণিপালের দরজায় যে পথিকগুলি আসিয়াছিল, উহারা অন্য কেহ নহে—লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও রামধন দাস এবং তাহাদেরই পরিবারবর্গ।

পথিকেরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পরিশ্রম, শোক, দুঃখ ও চিন্তায় জর্জ্জরীভূত। নীলমণির দরজায় আসিয়া কেহ

মাটিতেই শয়ন করিয়াছে, কেহ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছে, কেহ নীরবে কাঁদিতেছে, কেহ বা নদী ও আকাশের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। নীলমণি বাটীর বাহিরে আসিয়া ব্রাহ্মণদর্শনে প্রণাম করিল এবং জিজ্ঞাসিল আপনারা? লক্ষ্মীকান্ত কহিল অতিথি। নীলমণি 'আস্‌তে আজ্ঞা হোক্' বলিয়া তাহাদিগকে বাটীর ভিতরে লইয়া গিয়া পুরুষদিগকে চণ্ডীমণ্ডপে কম্বল পাতিয়া বসাইল এবং স্ত্রীলোকদিগকে অভ্যন্তরভাগে পাঠাইল। নীলমণির পরিবারের মধ্যে কেবল স্ত্রী ও ৮ বৎসরের একটী কন্যা। পূর্ব্বে উহাদের অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়া মারা যায়; ঐ একটীমাত্র কন্যা তৎকালে জীবিতা ছিল। কন্যার নাম মাধবী; স্ত্রীর কোমরে বাতের পীড়া থাকায়, সে কখন কখন বাঁকিয়া চলিত, এজন্য নীলমণি তাহাকে বাঁকা বলিয়াই ডাকিত। নীলমণি বাঁকার নিকটে স্ত্রীলোকদিগকে অতিথি বলিয়া পরিচয় দিল—বাঁকা তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক বসাইল। অনন্তর পাদ-প্রক্ষালন এবং ফুটী ও গুড় দিয়া সকলের জলযোগ সমাহিত হইলে বাঁকা উদ্যোগ করিয়া দিল; ইচ্ছা না থাকিলেও সকলের মুখাপেক্ষায় গোবিন্দমণি দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক ধীরে ধীরে পাক আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার পর নীলমণি লক্ষ্মীকান্তের ও রামধনের নিকটে এবং বাঁকা জঙ্গলার নিকটে বসিয়া একথা সে কথা তুলিয়া গল্প করিতে লাগিল। মাধবী, মালতা ও ইলাবিলার সহিত মিলিত হইয়া মুড়ী খাইতে ও খেলা করিতে আরম্ভ করিল। হরিদাসের

পায়ের বেদনা তখনও খুবই ছিল—এজন্য সে চণ্ডীমণ্ডপে শয়ন করিয়াই রহিল।

এই সময়ে জঙ্গলা বাঁকাকে একটু নির্জ্জনে পাইয়া তাহার সাক্ষাতে ডুকুরিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল এবং কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ না করিবার জন্য বার বার মাথার দিব্য দিয়া আপনাদের অবস্থা আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যক্ত করিয়া কহিল, সেই কালরাত্রিতেই আমরা বাটী, ঘর, দ্রব্য-সামগ্রী, আত্মীয় স্বজন ও স্বদেশের মায়া মমতা ত্যাগ-করিয়া প্রাণ ও জাতির ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছি। সে রাত্রি সেখানে থাকিলে, পর দিনেই বাছা হরিদাসকে জীয়ন্তেই পুঁতিয়া ফেলিত! আহা বাছার আমার, দামিনীর জন্যই ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে! এই বলিয়া জঙ্গলা আবার ডুকুরিয়া কান্দিয়া উঠিল—বাঁকা নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে তাহাকে শান্ত করিল। জঙ্গলা কহিল ফৌজদার রহিম খাঁ খুব সজ্জন ও ধার্ম্মিক লোক বটে, কিন্তু বনমালী সরকার বলিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতার শোকে সে হতজ্ঞান হইবে, তখন্ সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে—হয় তোমাদের সকলকে শূলে দিবে—নয় জোর করিয়া মুসলমান করিবে, কিন্তু কিছু দিন চক্ষুর বাহিরে থাকিলে,তাহার ক্রোধ পড়িয়াও যাইতে পারিবে।—কুমার-দিদি! সে যদি কেবল আমাকে শূলে দিত, তাহা হইলে আমি কোন মতে আসিতাম না—কিন্তু ওঁদের শূলে দেওয়া দেখিতে অথবা জাতি খোয়াইয়া পরকাল নষ্ট করিতে পারিব না, বলিয়াই পলাইতে রাজী হইয়াছিলাম।

কত দিন যে বাটী ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহা আমার মনে পড়ে না—বোধ হয় এক মাসের বেশি হইবে। কোন্ দিন যে কোথায় গিয়াছে, তাহার কিছু ঠিক্ নাই—কত দিন গাছতলাতেই রাত্রি কাটিয়াছে। বাঁকা জিজ্ঞাসিল তোমরা ইহার পর কোথায় যাইবে? জঙ্গলা উত্তর করিল যাইব আর কোথায় দিদি! এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে যেখান্‌কার চৌদ্দপোওয়া মাটী কেনা আছে, সেই খানেই যাইব! জঙ্গলা একটী বড় রকমের দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল। —অনন্তর আহারীয় প্রস্তুত হইলে সকলে যথাক্রমে আহার করিল এবং পরে যথাযোগ্য স্থানে শয়ন করিল। বালিকা তিনটী পৃথক্ থাকিতে অনিচ্ছু হইয়া একত্রই শুইয়া রহিল।

নীলমণির পত্নী নামে মাত্র বাঁকা; উহার মন বড়ই সরল এবং স্বভাব বড়ই উদার। সে গুপ্তকথা ব্যক্ত না করিবার বিষয়ে জঙ্গলার দত্ত মাথার দিব্য রক্ষা করিতে পারিল না—রজনীতে স্বামীর সমীপে অতিথিদিগের সমুদয় বর্ণন করিয়া কাতরভাবে কহিল যে, আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, তুমি একটু চেষ্টা করিয়া অতিথিদিগকে এই স্থানে বাস করাও।—উহাঁদের টাকা কড়ির কিছু অপ্রতুল নাই; আর যে কারবার উহাঁদের আছে, শুনিলাম, তাহাতে সত্বরেই উহাঁরা বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। অতএব উহাঁদিগকে বাস করাইতে আমাদের অন্যরূপ সাহায্য কিছুই করিতে হইবে না—কেবল একটু কায়িক চেষ্টা করিলেই যদি বিপদ্‌গ্রস্ত, নিরাশ্রয় দুইটা পরিবারকে

আশ্রয় দেওয়া হয় এবং এই বৈশাখ মাসের দিনে একটা ব্রহ্মস্থাপনা করা হয়, তাহা আমরা না করিব কেন?—আমাদের বাটীর পূর্ব্বদিকে কঙ্ক নদীর তটভাগে বিস্তীর্ণ পতিত জমী রহিয়াছে, উহার অধিকারী রাজা দেবপাল আমাদের নায়েক; আমাদের জাতি-ব্যবসায়সূত্রে তাঁহার বাটীতে সর্ব্বদাই তোমার গতিবিধি আছে—সেখানকার সকলেই তোমায় ভালবাসে, অতএব তুমি দেবপল্লীতে* যাইয়া একটু চেষ্টা করিলেই উহাঁদের জন্য ঐ স্থানের পাট্টা করিয়া আনিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার মাথা খাও, ইহা তোমায় করিতেই হইবে,—না করিলে আমি কোন মতেই ছাড়িব না। নীলমণি শুনিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিল; পরে কহিল পরামর্শ মন্দ নহে—দেখিব—প্রাতঃকালে কি হয়।

রজনী প্রভাত হইল;—পাখীর গানে, লোকের শব্দে ও সূর্য্যের আলোকে সকলেরই মনে আনন্দ জন্মিল—কিন্তু অতিথিদিগের মনে আনন্দ নাই—তাহারা ভাবিতেছে কোথায় যাইব!—কি করিব!—আজিকার দিন আবার কিরূপে কাটিবে! যাহা হউক আর কোন্ লজ্জায় বসিয়া থাকিবে, ভাবিয়া সকলেই উঠিল—প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিল এবং যাইবার উদ্দেশে ইলবিলা ও মালতীকে বহির্ব্বাটীতে যাইবার জন্য আদেশ হইল। তাহারা দুই জনে নিশ্বাস ছাড়িয়া ম্লাননয়নে মাধবীর মুখের দিকে তাকাইতে তাকাইতে ধীরে ধীরে বহির্ব্বাটীতে চলিল।

* দেপাড়া নাকি? (লিঃ প্রাঃ)

তাহাদের যাওয়া দেখিয়া মাধবী মাএর কাছে যাইয়া রোদন-স্বরে কহিল মা! আমি ওদের সঙ্গে যাইব! মা কোন উত্তর করিল না; দেখিয়া ধূলায় উল্টী-পাল্টী হইয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তাহার ক্রন্দন দেখিয়া সকলেরই চক্ষে জল আসিল। জয়লা ধূলা ঝাড়িয়া কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কহিল মা! তুমি এ হত-ভাগাদের সঙ্গে কোথায় যাইবে!—ইত্যবসরে নীলমণি লক্ষ্মীকান্ত ও রামধনের নিকটে যাইয়া কহিল মহাশয়! আপনাদিগের দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত সমস্তই জানিতে পারিয়াছি; অতএব বলিতেছি, চিরদিনই ঘুরিয়া বেড়ান চলিবে না—একস্থানে ত ভরাভর করিতেই হইবে—আমাদের স্ত্রীপুরুষের ইচ্ছা যে, আর কোথাও না গিয়া এই স্থানেই বাটী ঘর করিয়া বাস করেন; যদি অমত না হয়—তবে এই বাটীর পূর্ব্ব-দিকে যে বিস্তীর্ণ স্থান রহিয়াছে, তাহা আপনাদিগের জন্য যোগাড় করি। নীলমণির এইরূপ সরলতা ও উদারতায় মুগ্ধ হইয়া উহারা দুই জনে কিয়ৎক্ষণ উত্তর করিতে পারিল না—চক্ষু দিয়া দরদর্ করিয়া ধারা বহিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনের পর উহারা পরস্পরের মুখ তাকাতাকি-করিল; অনন্তর লক্ষ্মীকান্ত বলিয়া উঠিল—সাধু! নীলমণি! সাধু!! তোমার ন্যায় নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আর কোথায় যাইব!—তুমি স্থানাদির যোগাড় করিয়া দেও, আমরা এইখানেই বাস করিব—ঈশ্বর তোমা-দের মঙ্গল করুন। নীলমণির মুখ আনন্দে আপ্লুত হইল! বহির্ব্বাটীতে কি কথা হয়, শুনিবার জন্য তাহার স্ত্রী

মধ্যদ্বারের কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিল—সে এখন্ কোমরে হাত দিয়া বাঁকাভাবে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল; ইলবিলা ও মালতীর যাওয়া হইবেনা, শুনিয়া মাধবী নাচিতে আরম্ভ করিল; ফলতঃ সেই সময়ে তৎস্থানস্থ সকলেরই মনে এমন্ একটু আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল যে, পথিকেরা যদিও তাদৃশ কাতর ছিল, তথাপি তাহাদের মুখে স্ফূর্ত্তির লক্ষণ প্রকাশিত হইল।

অনন্তর নীলমণি দেবপাল-ভবন হইতে স্থানের পাট্টা করিয়া আনিল—অতিথিরা অনেক টাকা দিল—নীলমণি একবারে বিস্তর লোকজন লাগাইয়া অতিথিদিগের আপাততঃ বাসোপযুক্ত মৃত্তিকাময় দুইটী ক্ষুদ্র বাটী অতি স্বল্প দিনের মধ্যেই প্রস্তুত করিয়া দিল। নীলমণির বাটীর ঠিক পূর্ব্বদিকেই রামধনের বাটী, ও তৎপূর্ব্বে লক্ষ্মীকান্তের বাটী হইল। তৎপূর্ব্বে বিস্তর স্থান তখন্ও পতিত রহিল। অনন্তর শুভদিনে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল যথাবিধি সমাপন-করিয়া লক্ষ্মীকান্ত ও রামধন নিজ নিজ ভবনে প্রবেশ করিল এবং ক্রমে ক্রমে সংসারের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের প্রধান ব্যবসায় যে নূত্নরুক্ম-নির্ম্মাণ, তাহারও উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। উহার এক প্রধান উপাদান যে চম্পালতা-রস, তাহা ঐস্থানে পাওয়া যাইবে কিনা? প্রথমে সন্দেহ হইয়াছিল—পরে অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল যে, অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী এক গ্রামে * ঐ চম্পালতা-গুল্ম বিস্তর আছে। সুতরাং ব্যবসায় ও অল্পে অল্পে আরম্ভ হইল। যে নূত্নরুক্ম যশোহর হইতে সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহার

* ঐ গ্রামেরই নাম কি চাঁপ্‌তা?— (নিঃ ব্রাঃ)

কিঞ্চিৎ নীলমণিকে দিয়া প্রদ্যুম্ননগরে বা পাণ্ডুয়ায় বিক্রয় করিতে পাঠাইল; অবশিষ্ট সমুদয় লক্ষ্মীকান্ত স্বয়ং লইয়া সপ্তগ্রামে যাইল। তথায় উহার অত্যন্ত সমাদর হইল—সমস্ত বিক্রীত হইয়া গেল—লক্ষ্মীকান্ত বিস্তর টাকা পাইল। লক্ষ্মীকান্ত যশোহর হইতে পলাইয়া আসিবার সময়ে আপনার আরাধ্যা কুলদেবতা ভগবতীর নিকটে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহে মা! যেরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি, তাহা তোমার অবিদিত নাই, কিন্তু যেখানে যাইয়া স্থায়ী হইতে পারিব, তথায় তোমার পূর্ণ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আরাধনা করিব, কৃপা করিয়া কৈলাস হইতে আসিয়া সেই মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান করিও। এক্ষণে সেই প্রার্থনা স্মরণ হইল। অতএব রামধন ও নীলমণির সহিত মন্ত্রণা করিয়া নিজ ভবনের অনতিদূরে কঙ্কনদীর দক্ষিণ পারে একটী বিস্তীর্ণ মনোরম স্থান সঙ্গ্রহ করিয়া তথায় এক সরোবর খনন করিতে ও তাহার ঈশান কোণে ইষ্টকময় এক দেবকুল—দেউল—নির্ম্মাণকরিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে হরিদাস সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছিল, অতএব সেই তৎকার্য্যের তত্ত্বাবধানার্থ নিযুক্ত হইয়া অসীম পরিশ্রম ও সবিশেষ দক্ষতা সহকারে অচিরকালের মধ্যেই সেই কার্য্য অতি পরিপাটীরূপে সম্পন্ন করিয়া তুলিল। মন্দিরটী সুধাধবল বিচিত্র কারুকার্য্যসংযুক্ত, মনোরম প্রাসাদ হইল। সরোবরের চারিদিকে চারিটী ইষ্টকরচিত ঘাট প্রস্তুত হইল—সমতল বিস্তীর্ণ পাহাড়ের উপর নানাজাতীয় বৃক্ষ রোপিত

হইল। অনন্তর উৎকৃষ্ট শিল্পী আনাইয়া দেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাপিত এবং শুভদিনে ঐ মন্দিরমধ্যে যথাবিধানে প্রতিষ্ঠাপিত হইল। প্রতিষ্ঠাপক নিত্যপূজাদ্রব্যের সম্বিধান করিয়া দিল এবং দেবীর মাহাত্ম্য ক্রমশঃ প্রচারিত হওয়ায় নানাস্থান হইতে উপাসকদিগের উপযাচিত ও পূজা আসিতে লাগিল।

এইরূপে উক্ত পরিবারত্রয়ের এক প্রকার সুখসচ্ছন্দেই কালযাপন হইতে লাগিল। নীলমণিকে জাতীয় ব্যবসায় হইতে বিরত করাইয়া এই নূতন ব্যবসায়েই ব্যাপৃত করান হইয়াছিল। সে উহাদের দুই অংশ হইতে কিছু কিছু পাইয়া সচ্ছন্দে সংসার চালাইতে লাগিল। সে অল্প স্বল্প নূতনরুক্ষ লইয়া পাণ্ডুয়ায় বিক্রয় করিয়া আসিত - অধিকাংশ লক্ষ্মীকান্ত স্বয়ং সপ্তগ্রামে লইয়া যাইত। হরিদাস কখন পড়াশুনা, কখন প্রতিবেশী বালকদিগের সহিত মল্লক্রীড়া, কখন বা পিতার ব্যবসায়ে সাহায্য করিত। পরিবারত্রয়ের পুরুষেরা ও স্ত্রীলোকেরা সময় পাইলেই একত্র মিলিত হইয়া গল্প গুজব ও আমোদ আহ্লাদ করিত। ইলবিলা, মালতী ও মাধবী ইহারা তিনটীতে নিরন্তরই একত্র থাকিত। উহাদের তিনজনেরই বয়স তখন প্রায় বার বৎসর হইয়াছিল—সকলেই বাল্য অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছিল। অভিজ্ঞানশকুন্তলের রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে একত্র দেখিয়া বলিয়াছিল—

"অহো সমান বয়োরূপ-রমণীয় মাসাং সখ্যং।" *

---

* আহা! ইহাদের সখ্য সমান বয়স্ ও সমান রূপের দ্বারা কি রমণীয়!

ইলবিলা, মালতী ও মাধবীকেও তখন্ যে কেহ দেখিত সেও বলিতে পারিত—

"অহো সমান-বয়োরূপ রমণীয় মাসাং সখ্যং।

তখন্ ইলবিলাকে সখীদ্বয়ের মধ্যস্থলে দেখিলে, উজ্জ্বল তারকাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী শশিকলা বলিয়া সকলে মনে করিত। ইলবিলার রূপের সীমা ছিল না—

তাহার কেশরাশি ভ্রমরসবর্ণ, কুঞ্চিত ও আগুল্ফ লম্বমান; ললাটদেশ অষ্টমী তিথির চন্দ্রের ন্যায়; ঘনরুচি আকর্ণবিশ্রান্ত ভ্রূযুগলের নিম্নে দীর্ঘ, কৃষ্ণতারকিত, ধবল ও তরল লোচনদ্বয়কে দেখিলে বোধ হইত যেন অমৃত-সরোবরের দুই পার্শ্বে দুইটী পুঁটি মাছ ভাসিয়া আছে; নাসিকা উন্নত ও শুকচঞ্চুর ন্যায় আভুগ্ন; দন্তগুলি কুন্দ-পুষ্পের কলিকার ন্যায়—অথবা সিন্দূর-মার্জ্জিত স্থূল মুক্তা-মালার ন্যায়;—ফলতঃ সে দন্তপঙক্তির শোভা অনির্ব্বচনীয়!—কোন সংস্কৃত কবি "দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং"*

---

* সে শ্লোকটী এই নয় কি?

দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং সুললিত জঘনে চোৎকলপ্রেয়সীনাং
তৈলঙ্গানাং নিতম্বে সুঘন ঘনরুচৌ কেরলী-কেশপাশে।
কর্ণাটীনাং ললাটে স্ফুরতি রতিপতি গুর্জ্জরীণাং স্তনেঽসৌ
বাচ শ্রীমাথুরীণাং জনকজনপদ স্থায়িনীনাং কটাক্ষে॥

(গৌড়-অঙ্গনার দন্তে কেরলীর কেশে
উৎকলের সুন্দরীর জঘন প্রদেশে॥
তৈলঙ্গীর নিতম্বেতে গুর্জ্জরীর স্তনে।
মথুরার রমণীর মধুর বচনে॥
মৈথিলীর কটাক্ষেতে কর্ণাটীর ভালে।
মদনের তূণ রহে পূর্ণ শর-জালে॥) (নিঃ ব্রাঃ)

ইত্যাদি শ্লোক, বোধ হয় যেন, এই ভুবনমোহিনীর দক্ষ দেখিয়াই রচনা করিয়াছিলেন; মুখমণ্ডল সুগোল ও সর্ব্বদাই সুপ্রসন্ন;—বাহু,গ্রীবা,কণ্ঠ,বক্ষস্থল,উরু, জঙ্ঘা প্রভৃতি অপরাপর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সুগঠিত ও পরিপুষ্ট ; টুক্‌টুকে পা দুখানি দেখিলে বোধ হইত যেন,কঠিন মৃত্তিকা-স্পর্শে ব্যথা হইবে ভাবিয়া বিধাতা তাহার চরণন্যাসস্থলে রক্তকমল বিছাইয়াদেন ; বর্ণ মালাকর-বেত্রের ত্বকের ন্যায়; তাহার উপর আবার সর্ব্বাঙ্গব্যাপী লাবণ্য যেন ঢল ঢল করিত ; ঐ লাবণ্য-সাগরের যে অংশে দর্শকের নয়ন পতিত হইত, সেইখানেই ডুবিয়া,থাকিত। ফলতঃ ইলার সেই কৈশোরাবস্থায় যে রূপের ছটা বাহির হইয়াছিল, কামিনীর পক্ষে সেই অবস্থার রূপই রূপ !—বালকের অর্দ্ধস্ফুট বচনই মধুর – আদ্‌ফুটন্ত পদ্মের শোভাই শোভা – পদ্ম ফুটিল ত গলিয়া গেল। – লক্ষ্মীকান্ত কন্যার এইরূপ অবস্থা দর্শনকরিয়া বিবাহ দিবার মনন করিল ; কিন্তু ভাবিল এ কন্যারত্ন কাহার হস্তে দিব ? মনে হইল, "ন রত্ন মন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ" রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না – রত্নকেই সকলে অন্বেষণ করে। মালতী ও মাধবী সৌন্দর্য্যে এবং সর্ব্বজনাশংসনীয় সুশীলতায় ইলারই সহচরী। – রামধন ও নীলমণিও মনে মনে বরান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

লক্ষ্মীকান্তের বাটীর সম্মুখে নদীর ঘাটে একখানি নৌকা বাঁধা থাকিত ; লক্ষ্মীকান্ত যখন্ বাটীতে থাকিত, তখন্ প্রায় প্রত্যহ সপরিবারে ঐ নৌকাদ্বারা নদী পার

হইয়া ভগবতীর দেউলে গমন পূর্ব্বক পূজাপ্রণামাদি করিয়া আসিত। একদা ঐরূপ করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইতেছে, এমত সময়ে একজন সন্ন্যাসী পুরোভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। লক্ষ্মীকান্ত কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়াই চিনিতে পারিল এবং গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সমস্ত পবিবারকে প্রণামকরিতে আদেশ করিল। তাহারা প্রণাম করিলে পর লক্ষ্মীকান্ত কাহল, এই মহাপুরুষই আমাদের সকল সৌভাগ্যের মূল, এই বলিয়া যশোহরে তাঁহার রামধনের দোকানে গমন ও নূতনরত্ন-নির্ম্মাণ-শিক্ষাপ্রদানের বিষয় সমুদয় ব্যক্তকরিল। পরিবারেরা সকলেই একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল। গোবিন্দমণির চক্ষু দিয়া, কে জানে কি জন্য, জল পড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী দেউলের রোয়াকে উপবেশনপূর্ব্বক লক্ষ্মীকান্তের পবিচয়দানানুসারে সকল পরিরবারের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলেন এবং তন্মধ্যে ইলবিলাকে নিকটে ডাকিয়া তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করত কহিলেন, এরূপ সুলক্ষণা কন্যা সচরাচর দেখাযায় না; ইলা নম্র-বদনে চরণাঙ্গুলি দর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর নূতনরুক্ম-ব্যবসায়ের কথারম্ভ হইলে সন্ন্যাসী কহিলেন প্রদ্যুম্ন-নগর বা সপ্তগ্রাম অপেক্ষা গৌড়নগরে উহা লইয়া যাইতে পারিলে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। লক্ষ্মীকান্ত কহিল পিতঃ! আপনি সকল জানেন না, যশোহরে যবনের সংস্রবে থাকায় বড়ই কষ্ট পাইয়াছি—প্রাণতুল্য প্রিয়তমা একটী বালিকাকে কৃতান্তকবলে সমর্পণ করি-

য়াছি; এস্থানে যবনের সংস্রব কিছু কম—গৌড়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক;—অতএব সেখানে যাইতে আমার কোন মতে সাহস হয় না। সন্ন্যাসী কহিলেন তোমাদের ক্লেশের কথা আমার কিছুই অবিদিত নাই; কিন্তু যবনের ভয় আর এখন্ করিতে হইবে না; যবনের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়াছে—বিঠুরের ব্রাহ্মণ-জমীদার গণেশ ঠাকুর নবাব সমস্ উদ্দীনকে পরাজিত ও নিহত করিয়া পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভয়ে এখন্ যবনেরা হিন্দুদিগের উপর পূর্ব্ববৎ উপদ্রব করিতে পারে না—অতএব আমার বিবেচনায় তোমার সেই খানে যাওয়াই কর্ত্তব্য। যদি যাওয়া হয়, তবে তোমার হরিদাস ও ইলাকেও এক বার তথায় লইয়া যাইও। আমার গতিবিধি—সর্ব্বত্রই—হয় ত, সেখানেও আমায় দেখিতে পাইবে। যদি প্রয়োজন হয়, তবে হিরণ্যরেতঃ-স্বামী বা হিরণ্যস্বামী বলিয়া খুঁজিলেই আমার সন্ধান পাইবে; এই বলিয়াই তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। লক্ষ্মীকান্তের সমস্ত পরিবার তাঁহাকে সে বেলা তথায় রাখিয়া ভিক্ষা দিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু হিরণ্যস্বামী "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ" (সংসর্গ হইতেই কামনার উৎপত্তি হয়) ভাবিয়া কোন মতে রহিলেন না—পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

লক্ষীকান্ত ক্ষুণ্ণমনে বাটী ফিরিয়া গেল। অনন্তর রামধন ও নীলমণির সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে সত্বরে তাহার গৌড়নগরে যাওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

দেবী কহিলেন—

পাণ্ডুয়া নগরে মহারাজ গণেশের রাজসভা। কোন কোন দেবমন্দিরের সম্মুখে যেরূপ নাটমন্দির থাকে, সেই সভামণ্ডপ সেইরূপ অতিপ্রশস্ত একটী নাট মন্দিরের সদৃশ। উহার চতুঃপার্শ্বে স্থূল উচ্চ বিচিত্র-কারু-কার্য্য-খচিত প্রস্তরময় স্তম্ভ; তাহার উপরে ছাদ; ছাদের নিম্নে বিচিত্র বর্ণের চন্দ্রাতপ; তাহার প্রান্তে স্তম্ভের বহির্ভাগে তিন হস্ত লম্বমান বিবিধ পুষ্প ও নব পল্লবের ঘন ঝালর; সভাগৃহের তলভাগ পর্য্যায়-বিন্যস্ত শ্বেত ও কৃষ্ণ চিক্কণ-প্রস্তর-খণ্ডের দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ মণ্ডপের মধ্যভাগে প্রস্তর-বেদির উপরে দক্ষিণাভিমুখ,হস্তিদন্তনির্ম্মিত, বিচিত্র কৌষেয়াস্তরণ-সম্পন্ন সিংহাসন; তদুপরি মহার্হ পরিচ্ছদ ও প্রোজ্জ্বল-হীরক-খণ্ড-খচিত উষ্ণীষে সমলঙ্কৃত মহারাজাধিরাজ গণেশ সমাসীন। তাঁহার দুই পার্শ্বে বিদ্যাধরী-রূপধারিণী দুই বারনারী আন্দোলিত ভুজবল্লীর কঙ্কণ-ঝনৎকারে জনগণের মন মোহিত করিয়া চামরব্যজন করিতেছিল; সিংহাসনের বাম পার্শ্বে পরিষ্কৃতপরিচ্ছদধারী প্রৌঢ়বয়স্ক একজন মুসলমান পারসী অক্ষরে লিখিত একখানি বৃহৎ পুস্তক পুরোভাগে রাখিয়া বসিয়াছিল; দক্ষিণ ভাগেও দেবনাগর অক্ষরে লিখিত ঐরূপ একখানি বৃহৎ পুস্তক উন্মুক্ত ছিল—

কিন্তু তথায় বসিবার কোন লোক ছিল না; মহারাজের সম্মুখে স্বর্ণাধারের উপর একখানি বৃহত্তর পুস্তক স্থাপিত—সে পুস্তকের বাম দিকের পত্র পারসী অক্ষরে এবং দক্ষিণ দিকের পত্র নাগরাক্ষরে লিখিত; ঐ পুস্তকের দক্ষিণদিকে এক ধাতুময় আধারের উপর কৃষ্ণবর্ণ একটী বৃহৎ দণ্ড স্থাপিত—ঐ দণ্ডের শিরোদেশে লোহিত বর্ণের দুইটী বিশাল চক্ষু অঙ্কিত ছিল; রাজদণ্ডরক্ষাস্থানের দক্ষিণে, মধ্যে গমনাগমনের পথ রাখিয়া পশ্চিমাভিমুখ ও পূর্ব্বাভিমুখ পাঁচজন করিয়া দশজন সভ্যের আসন; তন্মধ্যে পশ্চিমাভিমুখ সভ্য পাঁচ জন মুসলমান সওদাগর, পূর্ব্বাভিমুখেরা ব্রাহ্মণ; কিন্তু সেদিন চারিজন উপস্থিত—একজনের আসন শূন্য; দূরে এক প্রান্তে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে এক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট; সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে ও পশ্চাতে নিষ্কোষ-কৃপাণ-পাণি বীরমূর্ত্তি কতিপয় পুরুষ অধিরাজের শরীর-রক্ষকরূপে বিচরণ করিতে ছিল; তন্মধ্যে অধিরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুপতি বা যদুও এক জন।—যদুর বয়স্ ২০ বৎসর; বর্ণ গৌর; ললাট প্রশস্ত; মুখমণ্ডল সুগঠিত সুদৃশ্য ও ওষ্ঠোপরি ঈষদুদ্ভিদ্যমান শ্মশ্রুরাজি দ্বারা সুশোভিত; উরস্থল বিশাল; বাহুযুগল দীর্ঘ; শরীর উন্নত এবং হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ; দৃষ্টি ও পদক্ষেপে অলৌকিক বীরভাব যেন উচ্ছলিত হইয়া পড়িতেছিল। সভামণ্ডপের অপরাপর ভাগে লেখক, অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী, অর্থী, প্রত্যর্থী, সাক্ষী, দর্শক প্রভৃতি বহুতর লোক উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান—সভা-মণ্ডপ যেন গস্ গস্ করিতেছিল।

সভার কার্য্য পূর্ব্বাহ্ণেই হয়। বেলা চারি দণ্ড অতীত না হইতেই উপস্থাপক—পেস্কার—সিংহাসনের পুরোভাগে আসিয়া 'মহারাজাধিরাজের জয় হউক' বলিয়া প্রণাম করিল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, দক্ষিণ-বাঙ্গালা হইতে এক ব্রাহ্মণ-বণিক্ আসিয়াছেন,—তিনি নূতনরুক্ম নামে নূতনপ্রকার স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তন্নির্ম্মিত কতিপয় অলঙ্কার আনিয়াছেন এবং প্রার্থনা করিতেছেন সেগুলি দেবপাদসমীপে অর্পিত ও উপহাররূপে পরিগৃহীত হয়, এবং গৌড়নগরে ঐ দ্রব্যের বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুজ্ঞা দেওয়া হয়। রাজা মন্ত্রীর মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন—মন্ত্রী অনুচ্চস্বরে কি কহিল। রাজা ও মন্ত্রীর সন্নিধানে এক পার্শ্বে রাজাজ্ঞাবাহী দণ্ডায়মান ছিল; সে সঙ্কেত পাইয়া উপহারদ্রব্য-সমেত বণিক্‌কে নিকটে উপস্থিত হইতে আদেশ করিল। লক্ষ্মীকান্তভট্টাচার্য্য বিচিত্র-তৈজসাধার-মধ্যগত-অলঙ্কার-হস্তে প্রবেশপূর্ব্বক অলঙ্কার রাখিয়া 'মহারাজের জয় হউক' বলিয়া নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। মন্ত্রী অলঙ্কার রাজাকে দেখাইল—আজ্ঞাবাহী কিঞ্চিদুচ্চস্বরে লক্ষ্মীকান্তকে কহিল, রাজাধিরাজ কৃপা করিয়া আপনকার প্রদত্ত উপহার গ্রহণকরিলেন এবং ঐ বস্তুর বাণিজ্য করিবার জন্য আপনাকে অনুমতি দিলেন, আপনি রাজকর্ম্মচারী হলধর ঘোষের অধিকারে গমনপূর্ব্বক অনুজ্ঞাপত্র লইয়া যাউন্। লক্ষ্মীকান্ত আহ্লাদপ্রকাশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার নমস্কার করিয়া সভামণ্ডপের বহির্ভাগে যাইতে প্র-

বৃত্ত হইল। ইত্যবসরে মন্ত্রী আবার রাজাকে কি জানাইল; রাজা অনুমতি দিলেন—আজ্ঞাবাহী লক্ষ্মীকান্তকে ফিরাইয়া পুনর্ব্বার কহিল, এই ধর্ম্মাধিকরণে অর্থিপ্রত্যর্থীর উক্তি-প্রত্যুক্তি শুনিবার জন্য, ও তাহাদের কৃত অভিযোগের বিচারবিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন বণিক্ ও ব্রাহ্মণকে সভায় সমাসীন হইতে হয়; অদ্য একখানি আসন শূন্য আছে, রাজাধিরাজের ইচ্ছা আপনি অদ্য ঐ আসন অলঙ্কৃত করেন। লক্ষ্মীকান্ত মস্তকে অঞ্জলি বাঁধিয়া "মহান্ প্রসাদ" বলিয়া তাহাতে সম্মত হইল এবং অনুমত্যনুসারে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিল। ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্যারম্ভ ও যথাক্রমে অর্থিপ্রত্যর্থীর ডাক হইতে লাগিল।

সর্ব্বপ্রথমেই উপস্থাপক এক জন অর্থীকে আনিয়া উপস্থিত করিলে সে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অভিযোগ আরম্ভ করিল—লেখক লিখিতে লাগিল। অর্থী কহিল, ধর্ম্মাবতার! আমি পূর্ব্ব-রাজধানী গৌড়নগরের উত্তরপ্রান্তে বাস করি—আমার নাম হরচন্দ্র শীল; আমি গত আশ্বিন মাসে ৺ শারদীয় পূজার জন্য বাটীতে একখানি প্রতিমা আনিয়াছিলাম; ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার সময়ে যখন প্রতিমার অধিবাসাদি হয় ও তদুপলক্ষে শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাজিতে থাকে, সেই সময়ে এব্রাহিম, রোমজান, তফেল, কামরুদ্দীন প্রভৃতি বহুসঙ্খ্যক মুসলমান অস্ত্রাদি হস্তে বাটীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বাদ্যকরদিগকে প্রহার করিয়াছে এবং বলপূর্ব্বক ৺ চণ্ডীমণ্ডপের

উপরে উঠিয়া দাত্রাদিদ্বারা প্রতিমা খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে, গোরক্ত ও গোমাংস আনিয়া প্রতিমার মুখে লেপিয়া দিয়াছে; স্ত্রীলোকেরা যাই পলাইয়াছিল, তাই রক্ষা; আমরা নিবারণ করিতে উদ্যত হওয়ায় আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়াছে—শরীরে এই সকল চিহ্ন দেখুন, এই কথা বলিয়াই হরচন্দ্র হাউ হাউ করিয়া কান্দিয়া উঠিল—পরে বেগসম্বরণ করিয়া কহিল, ধর্ম্মাবতার! আমার মত মহাপাতকী ত্রিভুবনে আর নাই; এ পাপের জন্য নরকেও আমার স্থান হইবে না। আহা! ভগবতী মহামায়ার আমার বাটীতে আসিয়া কি দুর্গতিই হইল! আমি নরাধম,—কোন প্রতীকারই করিতে পারিলাম না!—হায়—দুরাত্মারা আমাকে যদি সেই সময়ে একবারে কাটিয়া ফেলিত, তাহা হইলে এ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে হইত না! হরচন্দ্র আবার কান্দিতে লাগিল।

আজ্ঞাবাহী,এব্রাহিম প্রভৃতি প্রত্যর্থীদিগকে সেইস্থানে উপস্থিত হইতে আদেশ করিল; তাহারা উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করিল এই ধর্ম্মাধিকরণে তোমাদের বিরুদ্ধে চারিটী অভিযোগ হইতেছে—যথা—(১ম) তোমরা শস্ত্রহস্তে বলপূর্ব্বক হরচন্দ্রশীলের বাটীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছ;—(২য়) হরচন্দ্র যাহাকে অতি পবিত্র বলিয়া বোধ করে, তোমরা তাহাকে অপবিত্র করিয়াছ; (৩য়)—হরচন্দ্রের ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দিয়া তাহার মর্ম্মান্তিক ক্লেশ জন্মাইয়াছ; এবং (৪র্থ) তাহাকে প্রহার করিয়াছ।—এই বিষয়ে তোমাদের উত্তর দিবার কি আছে—বল। প্রত্যর্থীরা

সকল বিষয়েরই অপলাপ করিল। তন্মধ্যে একজন কহিল ধর্ম্মাবতার! আমরা এ সকলের কোন অপরাধই করি নাই—তবে শীলমহাশয় যে জায়গায় বাস করেন, সেখানে হিন্দু অল্প—মুসলমানই অধিক; ওপাড়ায় ঈদ্ বক্রীদ্ মহরম্ প্রভৃতি মুসলমান পর্ব্বই বরাবর হয়, হিন্দুর জাঁক জমকের পর্ব্ব কোন কালে হয় নাই; আমরা মুরব্বীগণের মুখে শুনিয়াছি যে, হিন্দুর ঠাকুর দেখিলে অথবা হিন্দুর পূজার বাজ্না শুনিলে মুসলমানের পাপ হয়। তাই আমরা উহাঁকে বারণ করিয়াছিলাম যে, এ পাড়ায় প্রতিমাপূজা করিও না—কি জানি, গোঁয়ার ছেলেপিলেরা পাছে কোন উপদ্রব করে। তা উনি শুনিলেন না—প্রতিমা আনিলেন—তাই সেদিন সন্ধ্যার সময়ে কতকগুলি ছেলে বাজ্না শুনিয়া তামাসা দেখিবার জন্য উহাঁর বাটীর ভিতরে ঢুকিয়াছিল—কোন দৌরাত্ম্য করে নাই।

অনন্তর সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করান হইল;—এক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহাদিগকে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার এই কয়েকটী বচন শ্রবণ করাইল যথা—

যে পাতককৃতাং লোকা মহাপাতকিনাং তথা।
অগ্নিদানাঞ্চ যে লোকা যেচ স্ত্রীবালঘাতিনাং।
স তান্ সর্ব্বান বাপ্নোতি যঃ সাক্ষ্য মনৃতং বদেৎ।
সুকৃতং যৎত্বয়া কিঞ্চিজ্জন্মান্তরশতৈঃকৃতং।
তৎসর্ব্বং তস্য জানীহি যং পরাজয়সে মৃষা॥

সাক্ষীদিগের সকলে সংস্কৃত বুঝিত না, এজন্য দেশীয় ভাষাতেও উহার ব্যাখ্যা* করা হইল। অনন্তর পৃথক্ পৃথক্

* পাতকী, মহাপাতকী, গৃহদাহক এবং স্ত্রী ও বালকদিগের হত্যাকারী—ইহাদিগের যে যে লোকে গতি হয়, সে ব্যক্তিরও সেই সেই

সকলের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইলে নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ হইল যে, প্রত্যর্থীরা যথার্থই অপরাধী। লক্ষ্মীকান্ত ও এক জন মুসলমান বণিক্ অনেকক্ষণ হইতে কর্ণাকর্ণি করিতেছিল;—এই সময়ে ঐ বণিক্ উঠিয়া অধিরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল হজরৎ! আসামীদিগের অপরাধ সকলগুলিই গুরুতর; তন্মধ্যে আবার মধ্যের দুইটী—অর্থাৎ প্রতিমাচ্ছেদন ও প্রতিমায় গোরক্ত-গোমাংস-নিক্ষেপ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দেওয়া এ দুইটী গুরুতম। আমাদের মুসলমান-ভ্রাতারা বুঝিতে পারিবেন যে, যদি কোন দুরাত্মা বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া আমাদের মস্‌জিদ্ ভঙ্গ করে ও সেখানে শূকরবলি দেয়, ও আমাদিগকে নমাজাদি করিতে না দেয়, তাহা হইলে আমাদের যেরূপ মনোব্যথা হয়, ফরিয়াদী হরচন্দ্রশীলের এবং সমস্ত হিন্দুসমাজের সেই রূপ মনোব্যথা হইয়াছে;—যে রাজ্যে একধর্ম্মাবলম্বী প্রজাবর্গ অপরধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণের উপর এইরূপ গুরুতর অত্যাচার করিয়াও সহজে অব্যাহতি পায়, সে রাজ্যে কোন প্রজাই বাস করিতে পারে না—সর্ব্বদা পরস্পর কাটাকাটি মারামারি করিয়া সমূলে বিনষ্ট হয়। প্রজা লইয়াই রাজার রাজ্য—প্রজাহীন রাজ্য ও জলহীন সরোবর দুই তুল্য;—অতএব প্রজারক্ষার জন্য এরূপ অত্যাচারকারী আসামীদিগের গুরুতর দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য।

লোকে গতি হয়, যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়;—তুমি শত শত জন্মান্তরে যে কিছু পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছ, সে সমস্তই তাহার হইবে জানিবে, যাহাকে তুমি মিথ্যা সাক্ষ্যদ্বারা পরাজিত করিবে।

এই বলিয়া বণিক্ উপবিষ্ট হইলে হিন্দু-মুসলমান সমস্ত সভ্যেরই ঐ মত হইল—মন্ত্রীও উহার পোষকতা করিল। অনন্তর অধিরাজ বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ১ম ও ৪র্থ অপরাধের জন্য এক এক মাস এবং মধ্য অপরাধ-দ্বয়ের জন্য দুই দুই মাস—সমুদয়ে ছয় ছয় মাস করিয়া আসামীদিগের কঠিন পরিশ্রমসহ কারাবাসদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। শান্তিরক্ষক তাহাদিগকে যথাস্থানে লইয়া গেল। এই বিচারে হিন্দু-সমাজ আহ্লাদিত হইল, বলা বাহুল্য; মুসলমানদিগের মধ্যেও বিজ্ঞেরা অসন্তুষ্ট হইল না—কতক-গুলি অবিবেচক মনে মনে বিরক্ত হইল—কিন্তু রাজা-জ্ঞার প্রতিকূলে কোন কথা কহিতে পারিল না।

ইহার পরে আর এক জন অর্থী উপস্থিত হইয়া যথা-রীতি বন্দনাদিকরণানন্তর কহিল হজরৎ! আমার ঘর কিঙ্করবাটীতে—নাম লহতিপ্ সেখ্। গত দুর্গাপূজার পরেই আমাদের বক্রীদ্ হয়; বক্রীদের সময়ে পাঁঠা, খাসী, গোরু প্রভৃতি জবাই করিতে আমাদের শাস্ত্রে বিধান আছে। আমি সে দিন কয়েক জন আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া একটী বড় খাসী জবাই করিয়াছিলাম; ইহাতে রামরুদ্রমিত্র, নীলকণ্ঠভট্টাচার্য্য, রামলোচনঘোষ প্রভৃতি একদল হিন্দু লাঠী-সোটা হাতে মার্ মার্ করিতে করিতে আমার বাটীর ভিতরে ঢুকিল এবং "তুই বেটা গোহত্যা করেছিস্" বলিয়া কিল, চড়, লাথিতে আমার শরীর চূর্ণ করিয়া দিল এবং মেয়ে ছেলেদের বে-ইজ্জৎ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া প্রস্থান করিল;—

এই বলিয়া সে কান্দিতে কান্দিতে কহিল হুজরৎ! হুকুম হয় ত আমি দেশ হইতে উঠে যাই—এদেশে আর থাকিব না।

আজ্ঞাবাহী প্রত্যর্থীদিগকে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলে তাহারা উপস্থিত হইল; আজ্ঞাবাহী জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের বিরুদ্ধে ৩টী অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে—(১ম) তোমরা দলবদ্ধ হইয়া লহতিপ্ সেখের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছ;—(২য়) উহাকে প্রহার করিয়াছ;—(৩য়) উহার বাটী হইতে দ্রব্যাদি লুটিয়া আনিয়াছ;—এবিষয়ে তোমাদের কি উত্তর আছে—বল। প্রত্যর্থীরা অপরাধ অস্বীকার করিল; তন্মধ্যে রামরুদ্র কহিল ধর্ম্মাবতার! আমাদের যে গ্রামে বাটী, সেখানে হিন্দুই অধিক—মুসলমান অতি অল্প; এজন্য কস্মিন্‌কালেও সেখানে গোহত্যা হইতে পায় নাই; কোন সম্পন্ন মুসলমানের ক্রিয়া কর্ম্মোপলক্ষে ঐ মাংসের প্রয়োজন হইলে সে ভিন্নগ্রাম হইতে উহা ক্রয় করিয়া আনে—প্রতিবেশী হিন্দুদের মনে কষ্ট হইবে, ভাবিয়া কখন নিজগ্রামে প্রস্তুত করে না। কিছু দিন হইল, লহতিপের কোন বিষয়-সম্পর্কে এক ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ ঘটে, সেই বিবাদে উহার বিলক্ষণ ক্ষতি হয়; তদবধি লহতিপ্ হিন্দুমাত্রেরই উপর চটিয়াছে; এবং কিসে উহাদিগকে জব্দ করিবে, তাহারই পন্থায় ফিরিতেছে এবং সেই উদ্দেশেই বক্রীদে গোহত্যা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। আমাদের পল্লীর মধ্যে চক্ষুর উপরে গোহত্যাটা না হইতে পায়, তদর্থ উহাকে বুঝাইবার জন্য উহার

বাটীর মধ্যে আমরা প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাই আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছে। অনন্তর সাক্ষীদিগের যথাবিধি সাক্ষ্য লওয়া হইল; তাহাতে প্রমাণ হইল যে, আসামীরা ফরিয়াদীর বাটীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছিল—তাহাকে প্রহার করিয়াছিল এবং তাহার বধ্য গোরুটীকে ছিনাইয়া আনিয়াছিল—কিন্তু তাহার অন্য কোন দ্রব্য স্পর্শ করে নাই। অনন্তর লক্ষ্মীকান্ত গাত্রোত্থান করিয়া ধর্ম্মাধিকরণস্থ সকলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, গোরুর ন্যায় আমাদিগের উপকারক জীব আর নাই;—গোরু যে কেবল দুগ্ধদান দ্বারা আমাদিগকে মাতৃবৎ প্রতিপালন করে, তাহা নহে; আমাদের দেশের কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী সমস্ত কার্য্যই গোরু দ্বারা সাধিত হয়; অধিক কি গোরুর বিষ্ঠা-মূত্র পর্য্যন্ত আমাদের পরমোপকারক বস্তু। গোরুর এই সকল অসামান্য গুণ দেখিয়া হিন্দুরা দেবতা-বোধে গোরুর পূজা করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের বাটীতে গোরু পীড়াতে মরিলেও সেই পীড়ার যথোচিত চিকিৎসা না হইলে তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অতএব এরূপ মাতৃস্থানীয় ও দেববৎ পূজনীয় জীবের কণ্ঠচ্ছেদ-দর্শন ও তৎকালে তাহার 'গাঁ-গাঁ' শব্দ শ্রবণ—হিন্দুজাতিরা বড়ই নিষ্ঠুর—বড়ই বীভৎস—ও বড়ই পাপজনক কার্য্য মনে করেন। অতএব যদি কোন হিন্দু আপনার চক্ষুর উপর গোবধ হইতেছে দেখিয়া তন্নিবারণার্থ চেষ্টাবান্ হয়েন, তাহাতে তাঁহাকে অধিক 'দোষী' বলিতে পারা যায় না। হিন্দুর কথাই

কেন—গোজাতি হিন্দুর ন্যায় মুসলমানদিগকেও স্তনদুগ্ধ-পান করাইয়া মাতৃবৎ পালন করিয়া থাকে, অতএব আমার বিবেচনায় "গোহত্যা মাতৃহত্যার তুল্য" বোধ করিয়া কি হিন্দু, কি মুসলমান—সর্ব্ববিধ জাতিরই পক্ষে, যাহাতে ওরূপ সর্ব্বজনপ্রয়োজনীয় পশুর হত্যা রাজবিধিদ্বারা দেশ হইতে উঠিয়া যায়, তদর্থ কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ;—কিন্তু যথন্ গোহত্যার প্রতিষেধক সেরূপ কোন রাজবিধি নাই—যথন্ সমস্ত প্রজাই স্বেচ্ছানুসারে নিজের স্বত্বাস্পদীভূত মনুষ্যভিন্ন অপর সকল জীবেরই প্রাণনাশ করিতে সমানরূপে অধিকারী আছে—তথন্ কোন ব্যক্তি নিজধর্ম্মের অঙ্গবোধে যদি কোন পশুর প্রাণ-হনন করে—তুমি হিন্দু, তাহা দেখিতে তোমার ক্লেশবোধ হয়, সে দিকে তুমি যাইওনা—কেন তুমি বলপূর্ব্বক তাহার বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিবে?—কেন তুমি তাহাকে প্রহার করিবে? কেনই বা তুমি তাহার অনভিমতে কোন দ্রব্য লইয়া আসিবে?—অতএব ধর্ম্মাবতার! আমার বিবে-চনায় প্রত্যর্থীরা অপারাধী, এবং উহাদের যথোচিত দণ্ড পাওয়া উচিত।

লক্ষ্মীকান্ত এই বলিয়া উপবিষ্ট হইলে পর সভাস্থ সকলেই তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিল; সভ্যেরা তাহার অভিপ্রায়ে অনুমোদন করিল; মন্ত্রীও অনুমোদন করিল কিন্তু উদ্দীপক কারণ যথেষ্ট ছিল, বলিয়া দণ্ডের লঘুতার জন্য পরামর্শ দিল—রাজা প্রত্যর্থীদিগের প্রত্যেকের ২৫৲ টাকা অর্থদণ্ড করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। সুবিচার-দর্শনে

কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেরই মুখে হর্ষচিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। অনন্তর "জয় রাজাধিরাজ মহারাজ গণেশ ঠাকুরকী জয়! !" এই উচ্চরব তিনবার ধ্বনিত হইল—গুড়ু গুড়ু গুড়ু শব্দে ডঙ্কায় কাঠী পড়িতে লাগিল—নহবৎ বাজিতে লাগিল—সভ্য ও সভাস্থ লোক সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করিল—কেবল রাজা, মন্ত্রী বা উজীর, রাজাজ্ঞাবাহী ও রাজ-শরীর-রক্ষকেরা তখন সেই স্থানেই রহিল।

অনন্তর অধিরাজ "গুরুদেব!" বলিয়া আহ্বান করিলে, সভাপ্রান্তে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে যে সন্ন্যাসী বসিয়াছিলেন, তিনি নিকটে যাইলেন। রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন প্রভো! প্রাড়্বিবাকের আসনখানি অদ্যাপি শূন্য রহিয়াছে; উহার জন্য এক জন উপযুক্ত লোকের অনুসন্ধান করুন। সন্ন্যাসী কহিলেন, আজি লক্ষ্মীকান্ত নামে যে ব্রাহ্মণ-বণিক্ এক সভ্যের আসন গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাকে কিরূপ মনে হয়? রাজা কহিলেন তাঁহাকে ত আমার বড়ই উপযুক্ত লোক বলিয়া বোধ হইয়াছে—তিনি কি সংস্কৃত ব্যবহারশাস্ত্র জানেন?

সন্ন্যাসী। বিলক্ষণ জানেন।

উজীর। মহারাজ! আমি ঐ ব্রাহ্মণকে অনেক দিন হইতে জানি; উহাঁর ন্যায় বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ ধার্ম্মিক ও নিরপেক্ষ লোক অতি বিরল; আজি যে দুইটী মোকদ্দমার বিচার হইয়া গেল, তাহা উহাঁরই অভিপ্রায়ানুসারে

হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া থাকিবেন; অতএব আমার বিবেচনায় উনি প্রাড়্‌বিবাক-পদের সম্যক্ উপযুক্ত।

রাজা। উনি বণিক্—প্রাড়্‌বিবাক হইলে ত বাণিজ্য করা চলিবে না।

সন্ন্যাসী। ও ব্যক্তি অর্থোপার্জ্জনের জন্য বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে; যদি সেই অর্থোপার্জ্জন অন্যরূপে সম্পন্ন হয়, তবে বাণিজ্য নাই করিবে।

রাজা। তবে উহাঁকে পুনর্ব্বার ডাকিয়া অদ্যই কার্য্যশেষ করা যাউক।

আজ্ঞাবাহী তখনই লোক প্রেরণপূর্ব্বক লক্ষ্মীকান্তকে পথ হইতেই ফিরাইয়া আনিল। লক্ষ্মীকান্ত রাজসম্মুখে উপস্থিত হইয়া হিরণ্যস্বামীকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল এবং তাঁহার চরণে মস্তক লোটাইয়া প্রণাম করিল। অনন্তর উজীর ও রাজাজ্ঞাবাহীর প্রতিও নিরীক্ষণ করিয়া চিনিল যে, উজীর যশোহরের সেই রহিমখাঁ এবং আজ্ঞাবাহী বনমালীসরকার। লক্ষ্মীকান্তের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইল—রহিমখাঁ ও বনমালীর সহিত চক্ষুঃসঙ্কেতেই সম্ভাষণাদি হইল। অনন্তর আজ্ঞাবাহী অধিরাজের অভিপ্রায় বিশেষরূপে লক্ষ্মীকান্তকে জানাইল;—লক্ষ্মীকান্ত সে কথার আর কি উত্তর করিবে! ;—স্বপ্নেরও অসম্ভাবিত পদলাভের সম্ভাবনায় আনন্দে আপ্লুত হইয়া "এই প্রভুর প্রসাদই আমার সকল সৌভাগ্যের মূল" এই বলিয়া পুনর্ব্বার হিরণ্যস্বামীর চরণে মস্তক লোটাইয়া পড়িল। হিরণ্যস্বামী কহিলেন, আমি কিছুই করি নাই—ধার্ম্মিকের

সুখবিধান ঈশ্বরই করিয়া থাকেন। পরে রাজাজ্ঞানুসারে তখনই প্রচুর বেতনে লক্ষ্মীকান্তকে নিয়োগপত্র দেওয়া হইল এবং তাঁহার পদোপযুক্ত বাসস্থানাদির সমবধান করিয়া দিবার জন্য উজীরের প্রতি আদেশ দিয়া রাজা অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

এক্ষণে রহিমখাঁ সহাস্যমুখে লক্ষ্মীকান্তের হস্তধারণপূর্ব্বক নিজাবাসে গমন করিল এবং নিজ ভৃত্যগণ ও বনমালী সরকারের উপর প্রাড়্ বিবাকপদোপযুক্ত আবাস ও দ্রব্যসামগ্রীর সমবধানার্থ আদেশ দিয়া লক্ষ্মীকান্তের সহিত গল্প করিতে বসিল। লক্ষ্মীকান্ত যশোহর হইতে পলাইয়া যেরূপে কঙ্কতটে বাসস্থান নির্দ্ধারণপূর্ব্বক ক্রমশঃ পাণ্ডুয়ার রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিল, সমুদয় বর্ণন করিল। রহিমখাঁ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক কহিল ভাইটা কম্বক্ত্ ছিল—আপনার দোষেই মারা গেল—কি করিব! —আমি শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া কিছুদিন সেইখানেই ছিলাম, পরে এখানকার রাজপরিবর্ত্তের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে তলপ্ হইল। আমি কত কি ভাবিতে ভাবিতে বনমালীকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিলাম—এবং যশোহরে ভাল কাজ করিয়াছিলাম, এই কথার উল্লেখ করিয়া রাজা আমাকে এই পদ দিলেন—বনমালীও আজ্ঞাবাহীর পদে নিযুক্ত হইল। আমার বোধ হয়, হিরণ্যস্বামীই আমার অনুকূলে রাজাকে কিছু বলিয়া থাকিবেন; বুঝিতেছি উনিই রাজার 'সোণার কাঠী রূপার কাঠী'—এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে ভৃত্যেরা

আসিয়া সংবাদ দিল আবাসবাটী, যায় সমুদয় উপকরণ-প্রস্তুত। লক্ষ্মীকান্ত উঠিয়া তথায় গমনপূর্ব্বক স্নানাহার করিল এবং অপরাহ্নে উজীরের দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র সকল আনাইয়া অনুশীলন করিতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে লক্ষ্মীকান্ত প্রাতঃকৃত্য, সন্ধ্যাবন্দনা, ভগবতীদেবীর পূজাদি সমাপন করিয়া সমুচিত পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক রাজসভায় গমন করিল; যথাবিধি শপথ গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞতাপ্লুত-হৃদয়ে মনে মনে ঈশ্বরের উপাসনা করত প্রাড়্‌বিবাকের আসনে উপবেশন করিল এবং রাজা উজীর ও সভ্যগণের সহিত সমবেত হইয়া বিচারকার্য্য করিতে লাগিল। এইরূপে প্রতিদিন প্রাতঃকালে যাইয়া বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত অবস্থানপূর্ব্বক প্রগাঢ় ধিষণাশক্তির আবিষ্করণপূর্ব্বক অতি জটিল বিষয় সকলেরও এরূপ সূক্ষ্ম মীমাংসা করিতে লাগিল যে, তদ্দর্শনে কি হিন্দু কি মুসলমান তাবৎ লোকেই মহা আহ্লাদিত হইল। রাজাও পরম প্রীত হইলেন এবং উজীরের প্রবর্ত্তনানুসারে লক্ষ্মীকান্তের বাসস্থল কঙ্কতটের সন্নিহিত ৩ | ৪ ক্রোশ ব্যাপক স্থান তাহার জমীদারী করিয়া দিয়া বাসস্থানের 'লক্ষ্মীকান্তপুর' এই নাম দিতে আদেশ দিলেন। লক্ষ্মীকান্ত শুদ্ধ তাহাই করিল না—রাজানুমতি লইয়া যশোহরবাসী বৃদ্ধজাবালি, জয়াচার্য্য, রূপনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, যোধচক্রবর্ত্তী, ক্ষুদ্রকুক্ষি, মদনমোহন, যাদবচন্দ্র প্রভৃতি তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব ও আত্মীয়গণকে ঐ স্থানে আনাইয়া বাস করাইল, এবং

তাহাদের নামানুসারেই সেই সেই ক্ষুদ্র স্থলের নামকরণ হইয়া গেল। বনমালী সরকারও লক্ষ্মীকান্তের অনুরোধ-বশবর্ত্তী হইয়া ঐ স্থানেই বাস করিবার জন্য পরিখাবদ্ধ বাটী দেবালয় প্রভৃতি প্রস্তুত করাইল। লক্ষ্মীকান্তের কঙ্কতটস্থ বাসভবন এতদিন মৃত্তিকাময় ছিল, এক্ষণে তাহা বিস্তীর্ণ রাজপ্রাসাদ হইল। রামধন ও নীলমণির ভবনও অট্টালিকাময় হইল। তাহারা দুই জনেই ব্যবসায়বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া দেওয়ান ও নায়েব-দেওয়ানরূপে লক্ষ্মীকান্তের জমীদারির ও সাংসারিক অপরাপর বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। এই সময়ে ইতস্ততঃ কয়েকটী পুষ্করিণী নিখাত হইয়া খননকর্ত্তাদিগের নামানুসারেই গোবিন্দ-পুকুর (গনপুকুর) ধনা, নীলা, বাঁকাগড়ে, বুন সরকার-পুকুর প্রভৃতি নামে খ্যাত হইল। জঙ্গলার নামেই জঙ্গল-পুর ও হরিদাসের নামেই দাসপুর গ্রামের নাম-খ্যাতি হইল। ফলতঃ ঐ সময়ে ঐ স্থানটার নাম ও অবস্থা প্রভৃতির একটা বিপরীত পরিবর্ত্ত হইয়া গেল।

লক্ষ্মীকান্তপুরের লোকেরা লক্ষ্মীকান্তকে 'রাজা' নাম প্রদান করিল। গোবিন্দমণির গৃহস্থালীর শ্রীসৌষ্ঠব-দর্শনে যশোহরের স্ত্রীলোকেরা তাহাকে রাজরাণী হইবে মনে করিত; এক্ষণে সেই সম্ভাবনা ফলবতী হইল—গোবিন্দ-মণিকে লোকে রাণী বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। কার্য্যে অনবকাশপ্রযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বাটী আসিতে না পারায়, কিছুদিনের নিমিত্ত পরিবারবর্গকে নিকটে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইল—রামধন, দাস সকলকে সমভিব্যা-

হারে লইয়া পাণ্ডুয়ায় রাখিয়া আসিল। দেশের জমীদারীর কার্য্য এবং ভগবতীদেবীর সেবা প্রভৃতির ভার রামধন দাস ও নীলমণি পালের উপর সমর্পিত রহিল— তাহারা লক্ষ্মীকান্তপুরস্থ নবনির্ম্মিত রাজভবনের একদেশে কাছারী প্রভৃতি করিয়া সকল কার্য্যের সমাধান করিতে লাগিল।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

দেবী কহিলেন—

পাণ্ডুয়ায় যাইয়া ইলবিলা বড়ই অন্যমনস্ক রহিতে লাগিল—মালতী ও মাধবীর সঙ্গ ছাড়া হওয়ায় তাহার কিছুই ভাল লাগিত না; সে নির্জ্জন পাইলেই তাহাদের জন্য ক্রন্দন করিত। প্রাড়্বিবাকের মুখে এই সংবাদ পাইয়া উজীর রাজসভায় যাইবার সময়ে আপন কন্যাকে গাড়ীর মধ্যে লইয়া প্রাড়্বিবাকের বাটীতে রাখিয়া যাইতে এবং সভা-ভঙ্গের পর তথা হইতে তাহাকে পুনর্ব্বার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া বাটী যাইতে আরম্ভ করিল—এইরূপ অনেক দিন হইল। উজীরের কন্যার নাম সোণাবিবি;—সোণাবিবি ত সোণারই বিবি! হিন্দুদিগের দেবপ্রতিমার পার্শ্বে কখন কখন পরী গড়িয়া থাকে—সোণাবিবি ঠিক্ একটী পরীর মত;—তাহার বয়স্ তখন্ ১৪ বৎসর; মস্তকের ভ্রমরকৃষ্ণ কেশগুলি একটী বেণীতে বদ্ধ হইয়া পশ্চাদ্দেশে নিতম্বের নিম্নে পর্য্যন্ত লম্বমান· পরিধানে গোলাপী রঙ্গ

রঞ্জিত এক খানি দীর্ঘ ঢাকাই মস্‌লিন্ ৪। ৫ পুরু করিয়া জড়ান; পাএ লক্কাদার সাচ্চা জরীর জুতা; নখ করতল ও পদতলে মেহেদী পাতার রঙ্; অলঙ্কারের মধ্যে কাণে দুইটী হীরার দুল্, নাকে গজমতি লোলক, গলায় এক ছড়া হার, বাহুমূলে দুই গাছী তাগা এবং মণিবন্ধে হীরা-বসান চুড়ী; অধরোষ্ঠ টুক্‌টুকে রাঙ্গা। ইলবিলার দেহটী গোল গাল—যেন চতুরস্র-শোভী সোণাবিবি একটু সরু ও পাতলা এইমাত্র ভেদ। যাহাহউক সোণাবিবিকে পাইয়া ইলবিলার মনের অনেক শান্তি হইল—সে তাহার সহিত নানাবিষয়ের গল্প গুজব ও ক্রীড়া কৌতুক করিয়া এবং তাহার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া মালতী মাধবীর বিরহ-দুঃখ অনেকটা ভুলিয়া গেল।

হরিদাসের রূপ, শরীরের গঠন, চাল্ চলন, স্বভাবচরিত্র প্রভৃতি দেখিয়া উজীর বড়ই প্রীত হইল। তাহার পুত্র সন্তান ছিল না, এজন্য সে হরিদাসকে আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিল। এই সকল কারণে, জাতিগত ও ধর্ম্মগত ভেদ থাকিলেও প্রাড়্‌বিবাক ও উজীরের পরিবার-দ্বয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল—সময়ে সময়ে অপরাপর মেয়ে ছেলেদিগেরও পরস্পরের বাটীতে গমনাগমন হইতে লাগিল। উজীর, রাজপুত্র যদুর সহিত হরিদাসের আলাপ করাইয়া দিল—এবং অধিরাজকে ধরিয়া যদুর ন্যায় হরিদাসকেও তাঁহার শরীর-রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া দিল। যদু ও হরিদাসের বয়স্, স্বভাব ও কার্য্য এক-বিধ হওয়াতে উভয়ের মধ্যে বড়ই বন্ধুতা জন্মিল। অনেক

সময়ে রাজপুত্র হরিদাসের সঙ্গে তাহাদের বাটীতে আসিতে আরম্ভ করিল; হরিদাসের মা গোবিন্দমণি তাহাকে হরিদাসের ন্যায়ই স্নেহ করিতে লাগিল।

একদা অপরাহ্ণে রাজপুত্র বায়ু-সেবনার্থ বহির্গত হইয়া প্রাড়্বিবাকের ভবনের সম্মুখে গাড়ী থামাইল—এবং হরিদাসকে ডাকিবার জন্য স্বয়ং ভবন-মধ্যে প্রবেশ করিল। হরিদাস রাজপুত্রের বসিবার জন্য আসন প্রদান করিয়া 'সত্বরেই পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্ত করিয়া আসিতেছি' বলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। রাজপুত্র না বসিয়া বহির্ব্বাটীস্থ পুষ্পোদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিল—এবং এ ফুলটী দেখিয়া, ও ফুলটীর উপর হাত দিয়া এবং সে ফুলটীর ঘ্রাণ লইয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল; হরিদাসের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় ঐ উদ্যানমধ্যস্থ পাষাণ-বেদিকার উপর উপবেশন পূর্ব্বক অভিনবপল্লবিত লতাগুল্মাদির শোভাসন্দর্শন করিয়া সমীরণ-সঞ্চালিত নানাবিধ কুসুমের সুশীতল সৌরভের ঘ্রাণ লইয়া এবং কুসুম হইতে কুসুমান্তরে ভ্রমমাণ ভ্রমর-বৃন্দের গুণ গুণ মধুরশব্দ শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করত অনেকক্ষণ কাটাইল; কিন্তু এপর্য্যন্ত রাজপুত্রই কুসুম সকল সন্দর্শন করিতেছিল, কুসুমেরা কেহ তাহাকে দেখে নাই। পরিশেষে দৃষ্ট হইল যে, ঐ কুসুম-বাটিকায় যত প্রকার কুসুম ছিল, তৎসর্ব্বাপেক্ষা কমনীয়-কান্তি অপর একটী কুসুম বিস্ফারিত-লোচনে যুবরাজের আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছিল। যুবরাজ যেখানে উপবিষ্ট, তাহার অনতিদূরবর্ত্তী গৃহের একটা

উদ্‌ঘাটিত বাতায়নের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ইলবিলা যুবরাজকে দেখিতেছিল। যুবরাজের ললাট, চক্ষুঃ, নাসিকা, মুখ, গ্রীবা, বক্ষঃ বাহু, কটি, চরণ প্রভৃতি যে যে অঙ্গে ইলার চক্ষু পড়িতেছিল, সেই সেই অঙ্গে তাহা যেন একবারে বদ্ধ হইয়া রহিতে লাগিল। ফলতঃ তখন্ ইলা গীত-মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় সেই বাতায়ন-পার্শ্বে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া অনিমিষ-নয়নে কেবল তাকাইয়া রহিল। এই সময়ে যুবরাজের চক্ষুও সেই দিকে পতিত হইল—দুই জোড়া খঞ্জন পরস্পর সম্মুখীনভাবে দাঁড়াইল! ইলা অধিকক্ষণ যুবরাজের চক্ষুর উপর চক্ষু রাখিতে পারিল না—লজ্জানম্র-মুখী হইয়া আস্তে আস্তে বাতায়নের কপাটটী ভেজাইয়া দিল।—

এই সময়ে হরিদাস বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইল, অতএব যুবরাজকে অগত্যা সে স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল—অলক্ষিতে কয়েকবার সেই বাতায়নের দিকে নয়ন-পাত করিল, কিন্তু আর কিছুই দেখিতে পাইল না;—সুতরাং হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া অপ্রফুল্লমনে গাড়ীতে আরোহণ পূর্ব্বক বায়ুসেবনার্থ চলিয়া গেল। এদিকে ইলা সেই কপাটটী আবার আস্তে আস্তে উদ্‌ঘাটন করিয়া সেই পুষ্পবাটিকার পাষাণ-বেদীর উপর দৃষ্টিপাত করিল—কিন্তু সে স্থান শূন্য দেখিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কার্য্যান্তরে গমন করিল, কিন্তু সেকার্য্যে অধিকক্ষণ লিপ্ত থাকিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার বাতায়ন-সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক পুষ্পোদ্যানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল—কিন্তু

কিছুই দেখিতে পাইল না—বার বারই এইরূপ করিতে লাগিল—কখন কখন ইচ্ছা হইল রাজপুত্র পুষ্পোদ্যানের যে যে স্থানে পাদচার করিয়াছিল, সেও সেই স্থানে পাদচার করে—যে যে ফুল গুলির উপর হস্ত দিয়াছিল, সেও তাহার উপর হস্ত দেয়-এবং যে পাষাণ-বেদীর উপর উপবেশন করিয়াছিল, সেও তাহার উপর উপবেশন করে—কিন্তু পারিল না। এই সময়ে গোবিন্দমণি সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল ইলা! তোর কি ফুল দেখিবার সাধ আর মেটে না!—রাত্রি হলো, তবু জানালার কাছে দাঁড়ায়ে বাগানের দিকে তাকায়ে আছিস্! খাবার প্রস্তুত হয়েছে—চল্। তখন্ যে সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল,—ইলা তাহা বুঝিতেই পারে নাই!—অতএব সে মাতৃবাক্যে অপ্রতিভ হইল এবং 'আম্‌তা আম্‌তা' করিয়া মাতার অনুসরণ করিল।

প্রাড়্‌বিবাকের বাটীর পূর্ব্বদিকেই কেল্লার মাঠ; ঐ মাঠের পশ্চিমদিকে প্রাড়্‌বিবাকের বাটীর সন্নিহিত প্রদেশে একটী স্থান উচ্চ কাঠগড়াদ্বারা আবৃত। তৎকালে প্রাণদণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগের বধসাধন বিবিধ প্রকারে হইত—কাহাকেও শূলে দেওয়া, কাহারও মস্তক-চ্ছেদন করা, কেহ কুক্কুর দ্বারা ভক্ষিত, কেহ হস্তিপদে দলিত, কেহবা ব্যাঘ্রমুখে নিক্ষিপ্ত হইত। একদিন প্রাতঃকালে চারিদিক্ হইতে লোক সকল কল কল শব্দে ঐ কাঠগড়ার দিকে দৌড়িতে লাগিল;—লোকে লোকারণ্য—মাঠ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। গোবিন্দমণি ও ইলবিলা আপনাদের বাটীর উপরিস্থ গৃহের

একটী বাতায়নের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র দ্বারা, ঐ কাঠগড়ার মধ্যে কি ঘটনা হয়, তাহা দেখিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই দৃষ্ট হইল, একটা প্রকাণ্ড চিত্র ব্যাঘ্র (চিতে বাঘ) ঐ কাঠগড়ার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও মধ্যে মধ্যে গর্জ্জন করিতেছে। অনন্তর লোকের কলরব স্থির করাইয়া রাজাদেশ ঘোষিত হইল—সে আদেশ এই "সাক্ষীদ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, বলরাম বসু আপনার সু ও দু ও দুই স্ত্রীর মধ্যে দু ও স্ত্রীকে অসতী-বোধে হত্যা করিয়াছে, অতএব তাহাকে ব্যাঘ্র-সম্মুখে অর্পিত করা হইবে, কিন্তু যদি বলরাম, অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি বলরামের প্রতিনিধি হইয়া, শূন্যহস্তে যুদ্ধ করিয়া ব্যাঘ্রকে পরাজিত করিতে পারে, তাহাহইলে বলরামের প্রাণদণ্ড রহিত হইবে"—অনন্তর রক্ষিবর্গ-বেষ্টিত হইয়া বলরাম সেই স্থানে আনীত হইল; তাহার আর্ত্ত-নাদে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সে কেবল "দোহাই মহারাজ! দোহাই মহারাজ! আমি নিরপরাধ—দুরাত্মারা চক্রান্ত করিয়া আমায় অপরাধী করিয়াছে—আমার প্রাণনাশ করিও না—দোহাই মহারাজ! —দোহাই মহারাজ!" এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার আর্ত্তনাদ ও ব্যাকুলতায় সমাগত সমস্ত লোকেরই হৃদয় ব্যথিত হইল; সে কোন মতে কাঠগড়ার মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিল না,—রক্ষীরা বলপূর্ব্বক তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ইত্যবসরে দ্বাবিংশবর্ষদেশীয় এক বীরপুরুষ বলরামের আর্ত্তনাদে ব্যথিত-হৃদয় হইয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক কাঠগড়ার

দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বলরাম ও রক্ষিবর্গকে ঠেলিয়া কাঠগড়ার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।—চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল—কি সর্ব্বনাশ! যুবরাজ! করেন কি! করেন কি! বাহিরে আসুন—বাহিরে আসুন,—ইত্যাদি শব্দে কেল্লার সেই মাঠ পরিপূর্ণ হইল। যুবরাজ কোন বাধা না মানিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া ব্যাঘ্রের সমীপে যাইতে আরম্ভ করিল। ইলবিলা রাজপুত্রকে ব্যাঘ্রের সমীপস্থ হইতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে মা —ঃ! বলিয়া গোবিন্দমণির বক্ষোমধ্যে মুখ খানি দিয়া কাঁপিতে লাগিল। গোবিন্দমণি 'ভয় কি মা' বলিয়া তাহাকে সবলে জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু রাজপুত্রের অনিষ্টশঙ্কায় তাহারও প্রাণ ধড় ফড় করিতে লাগিল—অবলা কি করিবে কোন উপায়ই দেখিল না। ও দিকে ব্যাঘ্র রাজপুত্রকে নিকটে আসিতে দেখিয়া চারিপায়ের উপর ভর দিয়া বসিল এবং লাঙ্গুল-সঞ্চালনপূর্ব্বক ঘোঙরাইতে লাগিল। রাজপুত্র ব্যাঘ্রের চক্ষুর উপর আপনার উন্মুক্ত চক্ষুর্দ্বয় নির্নিমেষ ভাবে স্থাপিত করিয়া মুষ্টিদ্বয় সঞ্চালন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল; ব্যাঘ্র তদ্দর্শনে কেমন একটু ভীত হইয়া পরাঙ্মুখ হইয়া দাঁড়াইল; রাজপুত্র অমনি সবেগে গমন পূর্ব্বক তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া চারি পাঁচ বার ঘুরপাক দিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল; ব্যাঘ্র উঠিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন পূর্ব্বক রাজপুত্রের দেহোপরি পড়িবার জন্য লম্ফপ্রদান করিল, কিন্তু রাজপুত্র অদ্ভুত কৌশল সহকারে বিদ্যুদ্বেগে তাহার উদরের

তলভাগ দিয়া পশ্চাদ্দেশে যাইয়া আবার লাঙ্গুল ধরিয়া ঘুরপাক দিয়া ফেলিয়াদিল। এই রূপ চারি পাঁচ বার করায় ব্যাঘ্র নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়িল এবং শেষ বারে কাঠগড়ার এক বৃহৎ কাষ্ঠে তাহার মস্তক প্রবল বেগে আহত হওয়ায় মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়িতে লাগিল—ব্যাঘ্র মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। চারিদিক্ হইতে সেই লোক সমূহের উচ্চারিত জয়ধ্বনি আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল। প্রাড়্‌বিবাক, উজীর, অধিরাজ প্রভৃতি সকলেই তখন্ কাঠগড়ার বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অদ্ভুত বীরত্ব দর্শনে তাঁহাদের সকলেরই হৃদয়কন্দর আনন্দে উচ্ছলিত হইয়াছিল। প্রাড়্‌বিবাকের প্রবর্ত্তনায় অধিরাজ তখন্ই, চিত্রব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য পুত্রকে “চিত্রমল্ল” এই উপাধি দিলেন। ঐ উপাধি হইতেই রাজপুত্রের নাম ভবিষ্যতে “চেৎমল্” হইয়াছে।

অনন্তর কাঠগড়ার দ্বার উন্মুক্ত হইলে বহু বহু লোক কাঠগড়ার মধ্যে প্রবেশ করিল। তন্মধ্যে কালীপ্রসাদ ভট্ট নামক এক ব্যক্তি পতিত ব্যাঘ্রের নিতান্ত সন্নিকৃষ্ট হইয়া তাহার গাত্রে ও মুখে পদার্পণ করিতেছিল; ব্যাঘ্র হঠাৎকারে সবেগে উঠিয়া তাহার গলদেশ কামড়াইয়া ধরিল—অনেকে পড়িয়া ব্যাঘ্রকে পুনঃ পুনঃ প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিল এবং তাহার মুখ হইতে কালীপ্রসাদের গলা ছাড়াইয়া লইল, কিন্তু কালীপ্রসাদের আর জীবনের আশা রহিল না তাহার গলার টুঁটি একবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; সে তখন্

পাপের যন্ত্রণা ও মৃত্যুর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া প্রকাশ করিল—বলরাম বসু সর্ব্বতোভাবে নিরপরাধ; আমিই তাহার জ্যেষ্ঠা পত্নীকে অসতী করিবার চেষ্টা করি, এবং কৃতকার্য্য না হইয়া তাহাকে বধ করি, এবং ঈর্ষাবশতঃ বধাপরাধ বলরামের উপরই অর্পণ করি—যাহাহউক ধর্ম্ম আছেন, আমার যেমন পাপিষ্ঠ মন, তদুপযুক্ত শাস্তি হইল—বলরামের কিছুই হইল না—আমার প্রাণনাশ হইল! এই বলিয়াই কালীপ্রসাদ উপরত হইল;—সমাগত লোকেরা "ধর্ম্মের জয়! ধর্ম্মের জয়!!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রাড়্‌বিবাক শুনিয়া উজীরকে কহিল, এমোকদ্দমার ভিতরে যে চক্রান্ত ছিল, তাহা আমারও মনে একটু অস্ফুট প্রতীয়মান হইয়াছিল এবং সেই জন্যই দণ্ডের ব্যবস্থাটা ঐরূপ করা হইয়াছিল; যাহাহউক ঈশ্বর রক্ষা করিলেন, আমাদের অযথাবিচারে এক নিরপরাধের প্রাণনাশ হইল না! এই বলিয়া তাহারা সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিল।

লোকের জয়ধ্বনি শুনিয়া গোবিন্দমণি হর্ষগদগদ-স্বরে ইলবিলাকে কহিল, দেখ্—ইলা দেখ্! যুবরাজ ব্যাঘ্র বিনাশ করিয়া জয়ী হইয়াছেন!—ব্যাঘ্র মরিয়া গিয়াছে! ইলা মাতার বুক হইতে মুখ বাহির করিয়া কাঠগড়ার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিল। তখন্ যুবরাজ সমরে ক্লান্ত হইয়া এক প্রান্তে বসিয়া ছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত; পূর্ব্বে ব্যাঘ্রের মুখ হইতে যে রক্ত বাহির হইয়াছিল, সে রক্তও চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়াছিল, এজন্য অন্য লোকে মনে

করিয়াছিল যে, ব্যাঘ্রের রক্তই রাজপুত্রের গাত্রে লাগিয়াছে, কিন্তু পরে দৃষ্ট হইল তাহা নহে; যুদ্ধের সময়ে ব্যাঘ্রের নখরাঘাতে রাজপুত্রের সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, এবং বক্ষঃস্থলের খানিকটা মাংস ব্যাঘ্রের থাবায় উঠিয়া গিয়াছিল। সেই সকল ক্ষতভাগ হইতে অজস্র শোণিত-পাত হওয়ায় রাজপুত্রের শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। ইহা দেখিয়া ইলা আবার মাতার বক্ষস্থলে মুখ লুকাইল। হরিদাস এত ক্ষণ কার্য্যান্তরে গিয়াছিল, এখন্ সে এই ব্যাপার দেখিয়া রাজ ত্রের সমীপে দৌড়িয়া যাইল এবং তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে আপনাদের বাটীর মধ্যে আনিবার উদ্যম করিল—বলরাম বসুও কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া হরিদাস-সহ দুইজনে ধরিয়া রাজপুত্রকে প্রাড্‌বিবাকের বাটীর মধ্যে লইয়া গেল। তখন্ই রাজবৈদ্য তথায় আসিল, তাহার পরামর্শানুসারে ঐ বাটীর মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না—এমনকি অধিরাজ পর্য্যন্ত তথায় যাইতে নিষিদ্ধ হইলেন—কেবল হরিদাস, বলরাম ও আর ২। ১ জন দাস দাসী মাত্র তথায় রহিল। বৈদ্য রাজকুমারের ক্ষত স্থান সকল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জলদ্বারা প্রক্ষালিত করিল, পরে জল পুঁছিয়া একটা প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া দিল—তাহাতে রক্তস্রাব প্রায় বন্ধ হইল। রাজপুত্র তখন্ সংজ্ঞাশূন্য; হাত দেখিল—নাড়ী বড় ক্ষীণ! একবার ঔষধ খাওয়াইয়াদিল; পরে সুকোমল শয্যায় শয়ন করাইয়া প্রতি দুই দণ্ড অন্তর ঔষধ ও পথ্য সেবন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া এবং রাজ-

কুমারের সন্নিধানে কোনরূপ কিছুমাত্র গোলমাল না হয়, এই কথা বলিয়া গমন করিল। হরিদাস ও বলরাম মাত্র গৃহমধ্যে রহিল। পরেই গোবিন্দমণি ইলা সহ গৃহের পশ্চাৎ দ্বারে উপস্থিত হইয়া সঙ্কেতে হরিদাসকে ডাকিয়া কহিল, আমরা এখন্ এখানে বসিতেছি, তোমরা বাহিরে যাইয়া বৈস। হরিদাস ও বলরাম তাহাই করিল—গোবিন্দমণি ও ইলবিলা দুই খানি ক্ষুদ্র পাখা হস্তে শয্যার দুই পার্শ্বে বসিয়া অল্পে অল্পে ব্যজন করিতে লাগিল—নিয়মিত সময়ে ঔষধ ও পথ্য দিবার কিছু মাত্র ত্রুটি হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে গোবিন্দমণি কার্য্যান্তরে চলিয়া যাওয়ায় ইলাই একাকিনী বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। তখন্ ইলার লজ্জা সম্ভ্রম সঙ্কোচ প্রভৃতি কোন বাধা মনে করিবারই প্রয়োজন রহিল না—সে মুখের বসন খুলিয়া উন্মীলিতনয়নে রাজকুমারের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল এবং ভাবিল ইনি মানুষ না দেবতা?—মানুষের এরূপ নিখুঁত রূপ—এমন অসীম সাহস—এপ্রকার অপরিমিত বল—এবম্বিধ অনুপম দয়া—কাহার ত কখন দেখি নাই! মানুষে আপনার প্রাণরক্ষার জন্যই সদা ব্যস্ত থাকে—ইনি নিস্বার্থ দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া পরের প্রাণরক্ষার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত।—না—ইনি মানুষ নহেন—দেবতা; আচ্ছা, যদি ইনি দেবতাই হলেন, তবে ইহাঁর কথাতেই বাঘটা ভস্ম হইয়া গেল না কেন?—বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইল কেন?—যদিই যুদ্ধ করিতে হইল—ইহাঁর গাত্রে নখ দন্তের আঘাত

লাগিল কেন? যদিই লাগিল, তাহাতে ইহাঁর গাত্র দিয়া শোণিতপাত হইল কেন? যদিই শোণিতপাত হইল, তাহাতে ইনি এরূপ অচেতন হইলেন কেন?—আচ্ছা ইহাঁর কি আর চৈতন্য হইবে না?—এ দীপটী কি নিবিয়াই যাইবে?—যদি তাহাই হয়, তবে আমি কি করিব? —ইহাঁর সহিত সহমৃতা হইব কি?—তাহা হইলেই কি হইবে?—আমি ত ইহাঁর পরিণীতা পত্নী নই যে, সহমরণবলে পরকালেও ইহাঁকে পতি পাইব?—অথবা পত্নীই নই কেন? বাপে দান না করিলেই কি বিবাহ হয় না? পুরাণের কথাত শুনিয়াছি সাবিত্রী, ইন্দুমতী, দময়ন্তী ও শকুন্তলা—ইহাঁদিগকে সর্ব্বাগ্রে কে দান করিয়াছিল?—আমি আপনিই আপনাকে এই চরণে দান করিলাম!—আমি ইহাঁর পত্নী হইলাম। কিন্তু এ সঙ্কল্প এক্ষণে পৃথিবীর জনপ্রাণীকে জানিতে দেওয়া হইবে না; বাবা মা জানিতে পারিলে লজ্জায় মরিয়া যাইব; দেউলগড়ের মা ভগবতীকেই কেবল ইহা জানাইব; তাঁহারই আরাধনা করিব; তিনি মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন না কি?—দেখি ভক্তের প্রতি তাঁহার কত দয়া।

ইলবিলা এইরূপ কত কি চিন্তা করিতেছে এমত সময়ে হরিদাস যাইয়া কহিল, রাজবৈদ্য আসিয়াছেন—সঙ্গে অধিরাজ; ইলবিলা গৃহ হইতে বহির্গতা হইল কিন্তু অন্তরালে থাকিয়া সমুদয় দেখিতে শুনিতে লাগিল। অধিরাজ বৈদ্যের সহিত নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক শয্যার পার্শ্বেই উপবেশন করিলেন; বৈদ্য সর্ব্বাঙ্গ দর্শন

ও নাড়ী পরীক্ষা করিলেন—অধিরাজ জিজ্ঞাসিলেন কি রূপ? বৈদ্য কহিল, ও বেলা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল বোধ হয়—ভাবনা নাই,যুবরাজ আরোগ্যলাভ করিবেন। অধিরাজ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। বৈদ্য কহিল মহারাজ! যুবরাজের এরূপ অবস্থা দেখিয়া যাঁহারা কান্দিয়া গোল করিবেন, তাদৃশ লোক এখানে কেহ আসিতে পাইলে আরোগ্য-লাভ করা দুর্ঘট হইবে; এ স্থান অতি-স্নিগ্ধ ও নীরব রাখা চাই;—যাঁহার সংবাদ জানিবার প্রয়োজন হইবে, তিনি বাহির হইতেই সংবাদ জানিয়া যান—ভিতরে কেহই আসিতে না পান। আমার বোধ হইতেছে, ঔষধ ও পথ্য-সেবন উত্তমরূপেই হইতেছে, অতএব এইরূপেই চলে—কোনমতে অন্যথা না হয়—অন্যথা হইলে বিপদ্ ঘটিবে। অধিরাজ হরিদাসের মুখে শুনিয়া অবগত হইলেন, তাহার মাতা ও ভগিনীই রাজপুত্রের পরিচর্য্যা করিতেছেন, দুই এক জন দাসীও সঙ্গে আছে; অন্য লোকের আর কিছু প্রয়োজন নাই। অধিরাজ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন তবে এখন্ এইরূপেই চলুক—রাজবাটী হইতে কোন স্ত্রীলোক আসিলে, তাহারা কান্দিয়া হাট করিবে। বৈদ্য কহিল বক্ষস্থলের ক্ষতটাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর; কোনরূপে নাড়াচাড়া পাইলে অথবা শোক বা বিরক্তি-জন্য মনের আবেগ জন্মিলে ঐ ক্ষত দিয়া আবার রক্ত ছুটিবে। অধিরাজ কহিলেন, রোগী এখানে যেরূপ আছে, এইরূপই থাকুক—আমি এখানে কাহাকেও আসিতে দিব না, এমন কি নিজেও আসিব না,—এই বলিয়া চলিয়া

গেলেন। নিকটে অপর কেহই রহিল না, কিন্তু কখন্ কি করিতে হইবে, বা কখন্ কি আনিতে হইবে, তদর্থ আজ্ঞাপালনোন্মুখ লোকসকল চতুর্দিকেই সতর্ক রহিল।

অপরাহ্নে রাজকুমার একবার চক্ষুরুন্মীলন করিল,—ইলার চক্ষুর উপর চক্ষু পড়িল; সহজ দৃষ্টি নহে—তীব্র দৃষ্টি; ইলা একটু ভীত হইল; মুখে পথ্য প্রদান করিল—এবং আস্তে আস্তে ললাটদেশে হাত বুলাইতে লাগিল। ক্রমে চক্ষুঃ শান্ত ও নিমীলিত হইল। রাজবৈদ্য সে সংবাদ শুনিয়া বলিয়া পাঠাইল—কোন শঙ্কা নাই—ঔষধ ও পথ্যে মাদকদ্রব্য আছে। পরদিন প্রাতঃকাল ও অপরাহ্নে এক এক বার ঐরূপ হইল;—তৎপরদিন বহুবার হইল। কিন্তু রাজপুত্র যখনই নয়নোন্মীলন করিল, তখনই কেবল ইলবিলাকে তাহার মুখের উপর তাকাইয়া থাকিতে দেখিল।—এই জন্য চিত্তের সেই ঘোর ঘোর অবস্থায় তাহার কেমন বোধ হইল যে, আমি পীড়িত বলিয়া এক দেবকন্যা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আমার শুশ্রূষা করিতেছেন, অতএব চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও, অনেক সময়ে সে ইলবিলাকেই ভিতরে দেখিতে লাগিল। এইরূপে কয়েকদিন অতীত হইলে রাজপুত্রের অন্যান্য ক্ষতগুলি ক্রমে শুষ্ক হইয়া আসিল, কেবল বক্ষের ক্ষতটা বিস্তৃত বলিয়া শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল। রাজবৈদ্য তখনও ঔষধ ও পথ্য দিতে বিরত হইল না।

এক দিন অপরাহ্নে রাজপুত্রের ললাটদেশে বিন্দুবিন্দু ঘর্ম্মোদয় হইয়াছে, ইলাবিলা অঙ্গুলি দ্বারা সেই গুলি

মুছিয়া দিতেছে, এমত সময়ে রাজপুত্র চক্ষুঃ উন্মীলন করিল এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইলবিলার দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালনপূর্ব্বক অতি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসিল তুমি কি দেবকন্যা?—তাহার সেই প্রথম বাক্যস্ফূর্ত্তি ইলবিলার হৃদয়কে উচ্ছলিত করিল,—কিন্তু সে কিছুই উত্তর করিতে পারিল না—মুখ অবনত করিয়া রহিল। রাজপুত্র আবার জিজ্ঞাসিল—বল—তুমি দেবকন্যা কি না?—এইরূপ দুই তিনবার প্রশ্নের পর ইলবিলা ঘাড় নাড়িল।

রাজ। তবে তুমি কে?

ইলা। (অতি মৃদুস্বরে) ইলবিলা।

রাজ। ইলবিলা কে?

ইলা। হরিদাসের ভগিনী।

রাজ। ওঃ—তুমি!—তুমি!!—তোমাকেই একদিন—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই রাজপুত্র পুনর্ব্বার নেত্রনিমীলন করিল! ইলবিলা আস্তে আস্তে ব্যজনসঞ্চালন করিতে লাগিল। ও দিন ঐরূপেই কাটিয়াগেল। পর দিন অপরাহ্নে রাজপুত্র আবার নেত্রোন্মীলন করিল এবং ইলাকে সেইরূপ আসীন দেখিয়া কহিল, তুমি তেমন্ই বসিয়া আছ? ইলা মস্তক নত করিল। তখন্ রাজপুত্র উঠিয়া বসিবার উদ্যম করিতে লাগিল, কিন্তু ইলবিলা ব্যগ্রভাবে বারণ করিয়া কহিল আপনি উঠিবেন না—উঠিলেই অসুখ বাড়িবে। ব্যগ্রতা দেখিয়া রাজপুত্র ক্ষান্ত হইল, কিন্তু যে টুকু উদ্যম করিয়াছিল, তাহাতেই বক্ষস্থলের ক্ষত দিয়া একটু রক্তপাত হইল। ইলা তাহাতে ঔষধ লেপন

করিয়া দিল। অনন্তর রাজপুত্র জিজ্ঞাসিল আমি কতদিন এরূপ ভাবে পড়িয়া আছি? ইলবিলা অবনত-নয়নে উত্তর করিল, প্রায় এক পক্ষ।

রাজ। এতাবৎকাল তুমি একলাই কি এইরূপে আমার সেবা করিতেছ?

ইলা। না—মা থাকেন, দাসীরা থাকে; বাহিরে দাদা থাকেন—আরও অনেক লোক থাকে।

রাজ। আমি ত আর কাহাকেও দেখিতে পাই না?

ইলা। মা এইমাত্র বাটীর ভিতরে গেলেন, দাসীরাও এই ছিল, কে কোথায় গেল।

রাজ। আমাকে ঔষধাদি তুমিই খাওয়াও—কি আরও কেহ খাওয়ায়?

ইলা। নীরব।

রাজ। আচ্ছা, তুমি যেমন পাথাখানি হস্তে আমার মুখের নিকটে নিরন্তর বসিয়া আছ দেখিতেছি, এমন আর কেহ থাকে

ইলা। আমি যখন্ বাটীর ভিতরে যাই, তখন্ মা থাকেন, দাসীরাও কেহ থাকে, কখন দাদাও বা আসিয়া বসেন।

রাজ। রাত্রিতে তুমি কতক্ষণ নিদ্রা যাও?

ইলা। নীরব।

রাজ। চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না—বলিতেই হইবে—বল—বল।

ইলা। ঘুমাইবার জন্য মা আমায় সর্ব্বদাই বড় ব্যস্ত

করেন, কিন্তু আমার কেমন ঘুম আইসে না।

রাজপুত্র। তোমার আকার প্রকার দেখিয়া স্পষ্টই বুঝাযাইতেছে যে,তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিনা রাত্রি আমার সেবাতেই নিরত রহিয়াছ।—এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া নিস্পন্দভাবে রহিল; ইলবিলা মুখে ঔষধাদি প্রদান করিল। রাত্রি দুই প্রহরের পর রাজপুত্র আবার চক্ষুরুন্মীলন করিল এবং ব্যজন-হস্তে ইলবিলাকে সেইরূপ সম্মুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আর থাকিতে পারিল'না; বারণ না মানিয়া উঠিয়া বসিল, এবং কহিল ইলবিলে! আমি এত দিন প্রায় সর্ব্বদাই অচেতন থাকিতাম, সুতরাং কে কি করিত, তাহার কিছুই বুঝিতাম না, কিন্তু এখন্ আমার আর সে ভাব নাই; এখন্ শার্দ্দূলসঙ্গ্রামে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল,তাহা আমার বেশ মনে হইতেছে এবং বুঝিতেছি যে. সেইরূপ অবস্থায় যদি তোমার এইরূপ শুশ্রূষা না পাইতাম, তাহাহইলে কখনই আরোগ্য-লাভ করিতে পারিতাম না; অধিক কি এই সঙ্কটে তুমিই আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। একদিন এই বাটীতেই গবাক্ষ-মধ্যে তোমাকে দেখিয়া মন কেন যে তত আকুল হইয়াছিল, তাহার কারণ এখন্ বুঝিলাম। যাহা হউক এরূপ প্রাণদাত্রীর ঋণ যে কি দিয়াপরিশোধ করিব, তাহা দেখি না! জীবন-দান ভিন্ন জীবন-দানের প্রতিদান নাই—অতএব আমি তোমায়.আপনার জীবন দান করিলাম,—প্রাণাধিকে ইলবিলে! তুমি দয়া.করিয়া গ্রহণ করিবে কি? ইলবিলা'আর কি বলিবে! তাহার হৃদয়

আহ্লাদে উচ্ছলিত হইল; সে মনে মনে ভাবিল, তোমার এই অলৌকিক রূপে ও দেব-দুর্লভ গুণে মোহিত হইয়া আমি অনেক দিন হইতে তোমার চরণে কেনা দাসী হইয়াছি; তুমিই আমায় গ্রহণ করিবে কি না? বলিয়া মনে ভয় ছিল; মা ভগবতী আজি আমার সে ভয় ভঞ্জন করিলেন! আমার এ সৌভাগ্য—আমার কর্ণে এই অমৃতবর্ষণ—কেবল তাঁহারই দয়ার ফল। এই বলিয়া মনে মনে ভগবতীকে প্রণাম করিল। রাজপুত্র তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসিল—বল—নয়নানন্দিনি ইল-বিলে!—বল—তুমি আমার হইবে কি না?

ইলা। (নতমস্তকে) আমি কি আপনার যোগ্যা?

রাজ। যোগ্যা—অযোগ্যা—সে বিবেচনা আমার—তোমার নহে। আমি তোমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দাও।

ইলা। বাবা আছেন।

রাজ। হাঁ, আমি জানি তুমি স্বাধীনা নহ—তাহার ব্যবস্থা আমি করিব।

ইলা। শুনিতেছি সত্বরেই আমাদের দেশে যাওয়া হইবে; সে দেশ এখান হইতে অনেক দূর।

রাজ। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া)

"লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মম্"

সে দেশ ত আমার পিতারই রাজ্যমধ্যে,—চিন্তা কি?—তাহার ব্যবস্থা আমি করিব।

ইলা। তখন্ মনে থাকিবে?

রাজ। যদি দেহে প্রাণ থাকে, তবে অবশ্যই মনে থাকিবে।

ইলা। থাকিবে ?

রাজ। থাকিবে।

ইলা। থাকিবে ?

রাজ। থাকিবে।

ইলবিলা—আর কোন কথা কহিতে পারিল না—ভাবিল ইহা অপেক্ষা আর আমার আশংসনীয় কি হইতে পারে! এই মহাপুরুষের—এই দেবতার—কথা যদি মিথ্যা হয়, ধরাতল রসাতলে যাইবে! অনন্তর রাজপুত্র স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক ঔষধাদি চাহিয়া খাইল এবং নিদ্রাভিভূত হইল। পরদিন প্রাতে নিদ্রাপগমে স্বয়ং উঠিয়া বসিল এবং মনে মনে চিন্তা করিল, আমি যতদিন এইরূপে গৃহমধ্যে রহিব, ইলা ততদিন আহারনিদ্রাবর্জ্জিত হইয়া আমার শুশ্রূষাতেই রত থাকিবে; তাহাতে উহার শরীর-ধ্বংস হইবে। দেখিতেছি—উহার শরীরে আর কিছুমাত্র বল নাই—কেবল সেই নয়ন-মনো-মোহিনী লাবণ্যময়ী ছায়াটী মাত্র রহিয়াছে! অতএব অন্ততঃ ইলাকে বাঁচাইবার জন্যও আমার এ গৃহ হইতে বহির্গত হওয়া কর্ত্তব্য; আর এখান হইতে বহির্গত না হইলেও ইলাকে পাইবার উপায় করাও সহজ হইবে না;—ইত্যাদিরূপ চিন্তা করিয়া হরিদাসকে ডাকিল এবং কহিল, ভাই হরিদাস! আমি ঈশ্বরের কৃপায় প্রায় আরোগ্যলাভ করিয়াছি; বুকের ঘাখানা মাত্র একটু আছে,—ইহা ক্রমে শুষ্ক হইবে। তুমি, তোমার

মা, ও তোমার ভগিনী—তোমাদিগেরই শুশ্রূষার গুণে এবার আমি জীবনলাভ করিয়াছি, অধিক আর কি বলিব আমার এ জীবন তোমাদেরই কৃত ;' যাহা হউক ভাই ! অনেক দিন বাটীর পরিজনদিগকে দেখি নাই, মন নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে, অতএব আমাকে তোমরা বাটী যাইবার অনুমতি দেও। রাজবৈদ্য এই কথা শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল এবং ক্ষতস্থান সকল পরীক্ষা করিয়া কহিল, হাঁ এক্ষণে বাটী যাইতে পারেন কিন্তু আর কিছুদিন এখানে থাকিলে ভাল হইত। লক্ষ্মীকান্তও ঐ গৃহে আসিয়া আরও কিছুদিন তথায় থাকিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। গোবিন্দমণি আসিয়া কহিল বাপু ! তুমি রাজপুত্র ; আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, তোমাকে কয়েক দিন কাছে রাখিয়া সেবা করিতে পাইলাম ! কিন্তু তুমি কেবল অসুস্থ অবস্থাতেই এখানে ছিলে, আমার বড় ইচ্ছা হয় যে, সুস্থ অবস্থায় দিন কত তোমার সেবা শুশ্রূষা করি। রাজপুত্র উত্তর করিল মা ! আপনি ওরূপ বলিবেন না—আপনি আমাকে হরিদাস হইতে ভিন্ন বোধ করিবেন না। এক্ষণে যাই, আবার আসিব, আপনি আমার প্রতি এইরূপ স্নেহ রাখিবেন। ইত্যাদিরূপ বিনয়বাক্য দ্বারা সকলকে তুষ্ট করিয়া রাজপুত্র বাটী-যাত্রা করেন। আজ্ঞামাত্র মৃদুগামী যান উপস্থিত হইল। নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া বলরামবসুর বক্ষস্থলের উপর পদবিন্যাসপূর্ব্বক তাহাকে যানে উঠিতে হইল। যান বলরামের সহিত রাজবাটীর অভিমুখে চলিল। রাজ-

মন্ত্রীর ভবন—বিশেষতঃ ইলবিলার মন—যেন সকল শূন্য হইল!

রাজপুত্র পৌঁছিলে রাজভবন আনন্দময় হইল! নগরস্থ সমস্ত দেব দেবীর মন্দিরে সাড়ম্বরে পূজা প্রেরিত হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে নৃত্য গীত ও বাদ্যের ধুম পড়িয়া গেল; অসঙ্খ্য দীন দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি বিতরণ করা হইতে লাগিল এবং কত কারাবদ্ধ মুক্তিলাভ করিল। কিয়দ্দিন পরেই রাজপুত্রের বক্ষস্থলের ক্ষতও সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভৃগু-পদ-চিহ্নের ন্যায়, ও রঘুরাজের বজ্র-ব্রণের ন্যায় সেই বিশাল ব্যাঘ্র-ক্ষত-চিহ্ন রাজপুত্রের বক্ষস্থলে চিরবিরাজিত থাকিল।

রাজমন্ত্রী লক্ষ্মীকান্তের বাসগ্রাম লক্ষ্মীকান্তপুরে কঙ্কতটে রাজযোগ্য নূতন প্রাসাদ প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাতে তাহার প্রবেশ করা দূরে থাকুক, দেখাও হয় নাই; দেশে যে নূতন জমাদারী লাভ হইয়াছিল, তাহারও আধিপত্যভোগ এক দিনও করা হয় নাই; পরম সুহৃদ্ রামধনদাস ও নীলমণিপালের সহিত অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই; কন্যা প্রৌঢ়বয়স্কা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বিবাহের চেষ্টা দেখা আবশ্যক, ইত্যাদি নানা কারণে অনেক দিন হইতে লক্ষ্মীকান্তের একবার নিজ দেশে আসিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল, কিন্তু মধ্যে রাজপুত্র বা চেৎমলের শার্দূল-সংগ্রামের ব্যাপার, বশতঃ সে ইচ্ছা প্রকাশ হইতে পায় নাই। এক্ষণে মন্ত্রী মহারাজের নিকট আবেদন পূর্ব্বক অনুমতি লাভ করিয়া কিয়ৎকালের জন্য

সপরিবারে দেশে আসিবার নিমিত্ত উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। রাজধানীতে গমন অবধি ইলবিলার উজীর-দুহিতা সোণাবিবির সহিত অতিশয় প্রণয় জন্মিয়াছিল; চেৎমলের পীড়িতাবস্থায় যদিও কাঁহারও তাহার গৃহে প্রবেশ করিবার বিধি ছিল না, তথাপি সোণাবিবি গোপনে মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া ইলার সহিত গল্প গুজব করিয়া যাইত। সেই সময়ে হরিদাসের সহিত সোণাবিবির অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—এবং সেই সেই সাক্ষাৎকার-কালে উভয়েই উভয়ের মনোহরণ করিয়াছিল। সোণাবিবি সে গৃহে থাকিলে হরিদাস নানা ছলে অনেকবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিত, এবং সোণাবিবিও সেই সেই সময়ে অন্যের অলক্ষিতে হরিদাসের রূপরাশি দেখিয়া লইত। উভয়ের এইরূপ অন্যোন্যানুরাগ বুঝিতে পারিয়া চতুরা ইলবিলা এক দিন সোণাবিবির গাল টিপিযা বলিয়াছিল "সোণা! তুই যদি মুসল্‌মানী না হতিস্, তা হলে তোর সঙ্গে দাদার বিয়ে দিয়ে তোকে ঘরের বউ কর্‌তাম"—সোণা তাহাতে কোন উত্তর করে নাই, কেবল একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়াছিল। রাজমন্ত্রীর দেশাগমনের যে চেষ্টা হইতেছিল, তাহাতে হরিদাসের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সে তাহা প্রকাশ করিতে পারে নাই, কিন্তু চেৎমল তখনও পূর্ব্বমত বল প্রাপ্ত হয় নাই, অতএব সে সময়ে আরও কিছু দিন হরিদাসের তথায় থাকিয়া পরে যাইলে ভাল হয়, এই বলিয়া উজীর অনুরোধ করায় মন্ত্রী হরিদাসকে তথায়

রাখিয়া হস্তী, অশ্ব, পাল্কী ও বিস্তর লোকজন সঙ্গে মহা সমারোহের সহিত পরিবার লইয়া দেশে আসিবার জন্য যাত্রা করিল। কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে লিখিয়াছেন—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥

—ইলবিলার পক্ষে অবিকল তাহাই ঘটিল !

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

দেবী কহিলেন—

চেৎমলের সহচরতার জন্যই হরিদাসকে রাজধানীতে রাখা হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রীর প্রস্থানের পর উহাদের দেখা শুনা বড়ই কম হইত। চেৎমল কি অভিপ্রায়ে কখন্ কোথায় থাকিত, তাহা কেহই জানিতে পারিত না; সে কখন ২। ৪ দিন—কখন ১০। ১৫ দিন—কখন বা এক মাসের ও অধিক কাল রাজধানী হইতে কোথায় চলিয়া যাইত,—কেহ তাহার সন্ধান পাইত না। অধিরাজ জানিতেন তাহার শরীর প্রকৃতিস্থ হয় নাই, বলিযা সে মধ্যে মধ্যে জল-বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া থাকে, এজন্য তিনি তাহাতে কোন আপত্তি করিতেন না। মধ্যে তাহারই যত্নে তাহার সততানুচর বলরামবসু লক্ষ্মীকান্তপুরের এক প্রান্তে বাটী ঘর নির্ম্মাণ করিবার জন্য অধিরা-

জের নিকট হইতে এক সনন্দ পায়, এবং তদনুসারে সে এখানে আসিয়া বনমালীসরকারের ন্যায় গড়বন্দী বাটী ঘর প্রভৃতি সত্বরেই প্রস্তুত করিয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উজীর রেহিমখাঁ হরিদাসের প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ করিত। তাহার রাজ-সভার কার্য্য-কলাপ পূর্ব্বাহ্নেই সমাহিত হইত; অপরাহ্নে প্রায় প্রত্যহই রেহিম হরিদাসকে নিজভবনে ডাকিয়া লইয়া যাইত, এবং নিকটে বসাইয়া তাহার সহিত নানাবিষয়ের কথোপকথন করিয়া পরম প্রীতি লাভকরিত। রেহিমের সোণাবিবি ভিন্ন অপর সন্তান ছিল না; সে সোণাবিবিকে যেরূপ ভাল বাসিত, হরিদাসকেও সেইরূপ ভাল বাসিত; এই জন্য তাহার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, সে হরিদাসকে সোণাবিবি-সমর্পণ করিয়া নির্বৃত হয়। কিন্তু হরিদাস মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে তাহা কোনমতেই হইতে পারে না, এই ভাবিয়া সর্ব্বদাই সে অসুখী থাকিত। যশো-হরের সেই লালবিবি দাসী হইয়া রেহিমের সহিত পাণ্ডুয়ায় গিয়াছিল; বয়োধর্ম্মে তাহার অসদাচার বিদূ-রিত হইয়াছিল, কিন্তু চতুরতা যায় নাই। সে রেহিমের মনোভিলাষ ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়া তাহার সংসাধনের জন্য উপায়ান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

একজন কাফেরকে মুসলমানধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে স্বর্গলাভ হয়, মুসলমানদিগের এইরূপ বিশ্বাস। রেহিম খাঁ একজন ভক্ত মুসলমান্। সে অপরাহ্নে হরি-

দাসকে লইয়া যে সকল কথোপকথন করিত, তন্মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মই যে, পৃথিবীর সারধর্ম্ম, তাহা অনেক বার বলিত এবং মধ্যে মধ্যে কোরাণের বচন আবৃত্তি করিয়া শুনাইত। প্রথম প্রথম সে সকল কথা শুনিতে হরিদাসের প্রবৃত্তিই হইত না, কিন্তু পরে অনেক বার শুনিয়া শুনিয়া মুসলমান ধর্ম্ম টাই কি? তাহা স্থূলরূপে বুঝিবার জন্য তাহার একটু কৌতুক জন্মিল। পাণ্ডুয়ায় যাইয়া সে কিঞ্চিৎ পারসী ও আরবী শিখিয়াছিল; রেহিম খাঁ তাহাকে কোরাণ পড়াইতে আরম্ভ করিল।

এক দিন পাঠ দিয়া রেহিম খাঁ বায়ু-সেবনার্থ বহির্গত হইয়াছে, হরিদাস বসিয়া স্বয়ং পড়িতেছে, এমত সময়ে লালবিবি সেই খানে আসিয়া একটী মোড়ার উপর বসিল এবং জিজ্ঞাসিল মন্ত্রিপুত্র ঠাকুর! চিনিতে পারেন কি? হরিদাস তাকাইয়া কহিল—না।

লাল। যশোরে কখনও দেখেন নাই কি?

হরি। (আবার দেখিয়া) হাঁ, দেখিয়াছি ও চিনিয়াছি। তুমি—এখানে কত দিন আসিয়াছ?

লাল। আমি এখানে অনেক দিন আছি—আপনি ও কি পড়িতেছেন?

হরি। কোরাণ।

লাল। হিঁদুর ছেলের কোরাণ পড়ার প্রয়োজন?

হরি। মুসলমান ধর্ম্মে কি আছে, তাহা জানিতেছি।

লাল। যদি মুসলমান ধর্ম্ম ভাল বোধ হয়, তবে গ্রহণ করিবেন কি?

হরি। তা এখন্ বলিতে পারি না।

লাল। যদি আপনি মুসলমান হন, তবে আমরা আপনাকে একটী জিনিষ বক্‌সীস্ দিব।

হরি। কি জিনিষ?

লাল। তা এখন্ বলিব না।

হরি। তবে বলিলেই কেন?

লাল। আপনার পছন্দ হয় কি না? তাহা জানিবার জন্য।

হরি। কিরূপে জানিবে?

লাল। আপনাকে তাহা দেখাইয়া জানিব। এই বলিয়া সে হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া বাটীর অভ্যন্তর দিকে গমন করিল, এবং সেখানে একটী গবাক্ষের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া অঙ্গুলি হেলাইয়া গৃহমধ্যে দেখাইয়া দিল। ঐ গৃহে সোণাবিবি সম্মুখে এক খানি বৃহৎ দর্পণ রাখিয়া খোঁপা বাঁধিবার জন্য চুল আঁচ্‌ড়াইতে ছিল—পুরোভাগে আতর গোলাপ ও নানা বর্ণের সুগন্ধি পুষ্প সকল সজ্জিত ছিল। হরিদাস সোণাবিবির সেই ভ্রমর-নীল কুঞ্চিত কেশ-রাশি, প্রশস্ত ললাট, আকর্ণ-বিশ্রান্ত ভ্রূযুগল, উন্নত নাসিকা, প্রবালসম অধরোষ্ঠ, উচ্চ বক্ষস্থল, আবৃতা-নাবৃত স্বর্ণকান্তি সেই অঙ্গযষ্টি ইত্যাদি দর্শন করিয়া নির্নিমেষ-নয়নে তাকাইয়া রহিল। ক্ষণ কাল পরেই যেন চঞ্চল বায়ুর আঘাতে একটী নীলোৎপল কম্পিত হইল!—সোণার সেই বিশাল নেত্রদ্বয় হরিদাসের মুখোপরি পতিত হইল!—অমনই সোণা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গোলাপী রঙ্গের

কাপড় খানি দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া জড় সড় হইয়া বসিল। লালবিবি হরিদাসকে আর তথায় থাকিতে না দিয়া বাহিরে আনিল এবং জিজ্ঞাসিল জিনিষটী পছন্দ হয় কি?

হরি। দুর্লভ জিনিষ পছন্দ না হওয়াই ভাল।

লাল। দুর্লভই কিসে?

হরি। আমি মুসলমান না হইলে ত তোমরা আমায় বক্সিস করিবে না!

লাল। আমরা যদি করি, আপনি লইতে পারেন কি?

হরিদাস অনেক ক্ষণ ভাবিয়া উত্তর করিল—না—তাহা পারি না।

লালবিবি। আপনি ভাল করিয়া কোরাণ পড়ুন—ও জিনিষ আপনার দুর্লভ থাকিবে না—সুলভ করিয়া দেওয়া যাইবে "আমাদের মেয়ে মানুষের এমনই বুলির গুণ; জলে লাগাই আগুণ!"—এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

আমীর ওম্‌রা মুসলমান দিগের দুহিতারা সূচীকর্ম্ম, বস্ত্রাদিতে রঙ্ করা, ছবি আঁকা, আতর গোলাপ প্রভৃতি প্রস্তুত করা, কবিতা-রচনা, নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদি সুকুমার কলা বিদ্যায় শিক্ষিতা হইত। উজীর-দুহিতাও ঐ সকল কলায় সুশিক্ষিতা হইয়াছিল। আর এক দিন অপরাহ্ণে হরিদাসকে সেইরূপ নির্জ্জনে পাইয়া লালবিবি নিকটে যাইয়া কহিল, মন্ত্রিকুমার! আজি আর একবার আমার সঙ্গে যাইবেন কি?

হরি। কোথায়?

লাল। সে দিন যেখানে গিয়াছিলেন।

হরি। (ক্ষণকাল ভাবিয়া) উজীর সাহেব আমায় ভাল বাসেন, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করা বোধ হয় তাঁহার অভিমত হইবে না; তাঁহার অনভিমত কার্য্য করা আমার উচিত নহে, অতএব তাহা আমি করিব না।

লাল। তাঁহার অনভিমত হইলে আমিই কি আপনাকে অনুরোধ করিতে পারিতাম?

হরি। অনভিমত নহে, কি-সে বুঝিলে?

লাল। এই জন্য বুঝিলাম যে, মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত উজীর সাহেবের বড়ই হৃদ্যতা। উজীর সাহেব আপনকার ভগিনীর চিত্তবিনোদনার্থ কত দিন সোণাকে নিজে সঙ্গে লইয়া আপনাদের বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছেন; চেৎমলের পীড়িতাবস্থায় সোণা মধ্যে মধ্যে তথায় যাইত, সেখানে আপনার সহিত উহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাও উজীর সাহেব জানিয়াছেন; এই যে গৃহে আপনি বসিয়া পাঠ করিতেছেন, ইহা অন্তঃপুরেরই অন্তর্গত; উজীর সাহেব আপনাকে এই গৃহে একাকী রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন; অতএব দেখুন তিনি আপনাকে কত ভাল বাসেন। অতএব তাঁহার কন্যার শিক্ষিত কোন বিদ্যার যদি আপনি পরীক্ষা করেন, তাহাতে কোন দোষই হইতে পারে না এবং সে কার্য্য কখনই তাঁহার অনভিমত হওয়া সম্ভব নহে।

হরিদাসের মন একটু বিচিত্ররূপ—যে কার্য্য তাহার ন্যায্য বলিয়া বোধ হইত,তাহা করিতে সে কুণ্ঠিত হইত না ; আর যাহা সে অন্যায্য বলিয়া বুঝিত, তাহা করিতে কোন মতেই প্রবৃত্ত হইত না ; কিন্তু তাহাকে ন্যায্যের অন্যায্যতা ও অন্যায্যের ন্যায্যতা বোঝান তত কঠিন ছিল না। তদ্ভিন্ন, সে যখন্ যে কার্য্য করিত, তখন্ তাহার মন তাহাতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইত ; আবার অন্য কার্য্য করিবার সময়ে পূর্ব্বের কার্য্যে মন আর সেরূপ নিবিষ্ট থাকিত না। সে দিন সোণাকে তদবস্থায় দেখিবার সময়ে হরিদাসের মন সোণাময় হইয়াগিয়াছিল, সে সমস্ত রাত্রিটা কেবল সোণাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল এবং সোণার সহিত একাসনে উপবেশন করিয়াছিল। তৎপর দিনেও জ.গ্রদ-বস্থায় অনেক সময়েই মনে মনে সেইরূপ করিয়াছিল, কিন্তু আবার যখন্ উজীর সাহেবের নিকট কোরাণের পাঠগ্রহণ করিল; তখন্ তচ্চিন্তাতেই মগ্ন হইল ; সোণার কথা আর অধিক মনে রহিল না। আজি আবার লালবিবি তাহার কথা মনে তুলিয়া দিলে সোণাকে দেখিবার ইচ্ছা পুন-র্জাগরিত হইল এবং সে কার্য্য যে অন্যায্য বা উজীর সাহে-বের অনভিমত নহে, তাহাও বুঝিল ; অতএব জিজ্ঞাসিল কি বিদ্যার পরীক্ষা করিতে হইবে ?

লাল। যাইলেই এখনই জানিতে পারিবেন, বলিয়া তাহাকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক সেই গবাক্ষ-বিবরের সন্নিধানে দাঁড় করাইল এবং ভিতরে দেখিতে কহিল। হরিদাস দেখিল একটী স্ত্রীলোক ঢোলক, একজন মন্দিরা

ও একজন সারেঙ্গ বাজাইতেছে এবং আর একজন সমুজ্জ্বল বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া নৃত্য করিতেছে। নর্ত্তকীর ঠমকে ঠমকে পদবিক্ষেপ, ত্রিভঙ্গ ভাবে শরীরের অবস্থাপন-পূর্ব্বক নিতম্ব কটি উরস্থল ও গ্রীবাদেশের পরিচালন, হস্তদ্বয়ের অঙ্গবিশেষের উপর অবস্থাপন—পরিচালন ও কম্পন এবং মধ্যে সবিলাসভাবে ঘূর্ণন ও তদুপরি কোকিল-গঞ্জন কলকণ্ঠে সেই সুমধুর গান—এ সকল হরিদাসের চিত্তক্ষেত্রে পাষাণরেখার ন্যায় যেন অঙ্কিত হইতে লাগিল। ঐ নর্ত্তকীর নর্ত্তন ও গানভিন্ন পৃথিবীতে যে, আর কিছু পদার্থ আছে, তৎকালে তাহার সে বোধই রহিল না। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, পঞ্চচূড়া, তিলোত্তমা প্রভৃতি স্বর্গের অপ্সরারা নৃত্যগীত করিয়া থাকে, ইহা হরিদাসের শোনা-ছিল, এজন্য প্রথমে তাহার বোধ হইয়াছিল যে, তাহা-দেরই কেহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নৃত্য করিতেছে। কিন্তু পরে যখন্ নর্ত্তকীর সমুদয় মুখাবয়ব দৃষ্টিপথে পড়িল, তখন্ বুঝিল নর্ত্তকী অন্য কেহ নহে—সোণাবিবি! সোণা-বিবিও হরিদাসকে দেখিয়া জিব কাটিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। চতুরা লালবিবি অমনি হরিদাসকে তথা হইতে পাঠা-গারে আনিয়া বসাইল। আজি হরিদাসের চিত্ত অধিক চপল;—আজি সে যেদিকে চাহিতেছে, সেই দিকেই সোণাকেভিন্ন আর কিছুই দেখিতেছে না; তাহার চিত্তের বিবেকশক্তি ও দৃঢ়তা আজি অনেক অপগত হইয়াছে। তাই পণ্ডিতেরা কহেন—

"তাবদেব বিবেকিত্বং তাবদেব দৃঢ়ং মনঃ।
যাবজ্জলতি ন স্বান্তে মন্মথস্য শরানলঃ॥

ইহার ৩। ৪ দিবস পরে আর এক দিন ঐরূপ সময়ে লালবিবি তাম্বূল-চর্ব্বণ করিতে করিতে ও হাসিতে হাসিতে হরিদাসের নিকটে আসিয়া বসিল এবং কহিল মন্ত্রি-কুমার! আজি আঁপনাকে একটী কাজের জন্য অনুরোধ করিব।

হরি। কি কাজের জন্য অনুরোধ?

লাল। আপনি অনুরোধ রক্ষা করিবেন, অঙ্গীকার করুন তবে বলিব।

হরি। রক্ষা করিবার হয়, অবশ্যই করিব।

লাল। আজি সন্ধ্যার পর ঐ বাগানবাড়ীর এক-তালা ঘরের ছাদের উপর সোণা নির্জ্জনে আপনার সহিত একবার দেখা করিতে চাহে।

হরিদাস শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল এবং কহিল সে কি! সন্ধ্যার পর—নির্জ্জনে—আমি সোণার সহিত কিরূপে দেখা করিব!—লোকে শুনিলে কি বলিবে! উজীর সাহেব শুনিলে কি ভাবিবেন!—আমি এরূপ নেমক-হারামী কাজ করিতে পারিব না!

লালবিবি মুচকি হাসিয়া কহিল, একবারে আঁৎকে উঠিলেন কেন?—ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই;—সন্ধ্যার পর বলা হইয়াছে এই জন্য যে, দিনের বেলায় চারি-দিকে অনেক লোক থাকে, সে সকল লোক আপনাদি-গকে কথোপকথন করিতে দেখিলে বিরুদ্ধ ভাবিতে পারিবে। আর সে সকল লোকের সাক্ষাতে সোণা নিজের মনের কথা লজ্জাবশতঃ আপনাকে কোন মতেই

জানাইতে পারিবে না;—সন্ধ্যার পর হইলে সে সকল বাধা কিছু থাকিবে না। আর 'নির্জ্জনে' যে বলিয়াছি, তাহার অর্থ—সে স্থানে জনপ্রাণী থাকিবে না, তাহা নহে।—আমি তথায় থাকিব। আরও আপনি বিবেচনা করুন্ যে, শুদ্ধ সোণার কথাতেই যদি তাহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন, তাহা হইলে দোষ হইতে পারিত; এ তাহা নহে—আমি লইয়া যাইতেছি; আমি তথায় থাকিব; এ ব্যাপার সোণার মাতারও অবিদিত থাকিবে না,—উজীর সাহেব পরে জানিতে পারিলেও অসন্তুষ্ট হইবেন না—অতএব আপনি কেন এত ভয় করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না—বামণে বুদ্ধি বুঝি এইরূপই হইয়া থাকে!

হরিদাস অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিল—কন্দর্পঠাকুরও সে চিন্তায় কিছু সহায়তা করিলেন—মত হইয়া গেল।

রাত্রি ৪ দণ্ড হইয়াছে এমত সময়ে হরিদাস উজীরভবনে উপস্থিত হইলে লালবিবি হাস্যদ্বারাই সম্ভাষণ করিয়া সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক অন্তঃপুরের অভ্যন্তরবর্ত্তী পথদ্বারাই তাহাকে বৃক্ষবাটিকার মধ্যে লইয়া গেল।—বৃক্ষবাটিকার তিনদিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর; দক্ষিণভাগে আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, বিল্ব, কপিত্থ, কুল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলবৃক্ষ; মধ্যভাগে জাতি, যুথি, মল্লিকা, মালতী, কামিনী, কেতকী, আইচ, টগর, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ; উত্তর দিকে একটী একতালা উচ্চ অট্টালিকা। পুরমহিলারা ঐ পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিয়া ক্লান্ত হইলে ঐগৃহে বিশ্রাম করে, এজন্য উহাতে

আসন, শয্যা, খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ সজ্জিত থাকে। ঐ অট্টালিকার উত্তরে একটী প্রাকার-বেষ্টিত দীর্ঘিকা।

লালবিবি হরিদাসকে লইয়া ঐ গৃহের ছাদের উপর চলিল—সেই খানে সোণাবিবি অপেক্ষা করিতেছিল। নব-যুবতীরা সহজেই লজ্জাশীলা হয় এবং নায়কের সহিত প্রথম সম্ভাষণাদি করিতে বড়ই সঙ্কোচপ্রকাশ করে। সোণাবিবিও তাহাই; কিন্তু লালবিবির নিরন্তর প্রবর্ত্তনায় সোণাকে একটু প্রগল্‌ভভাব ধারণ করিতে হইয়াছিল। লালবিবি তাহাকে বুঝাইয়াছিল যে, তোমাকে সিংহ-শীকার করিতে হইবে।—হিঁদুর ছেলেকে মুসলমান করিয়া বিবাহ করিতে হইবে; অতএব ঈশ্বর স্ত্রীজাতিকে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, সে সকল প্রয়োগ না করিলে শীকার পটিবে কেন! সোণা ও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাই বুঝিয়াছিল। হরিদাস ছাদের উপরে উঠিয়া দেখিল সোণা ভুবনমোহিনী—সজ্জায় সজ্জিতা হইয়া সিঁড়ির নিকটে দণ্ডায়মানা আছে। সে দিন পূর্ণিমা; গগনারূঢ় পূর্ণচন্দ্র সোণার অঙ্গস্থ হীরকালঙ্কার সকলের উপর পতিত ও প্রতিফলিত হইয়া সোণাকে যেন লাবণ্য-সরোবরের তরঙ্গের উপর নিমজ্জিত ও উন্মজ্জিত করিয়া তুলিতেছিল। ছাদের মধ্যভাগে এক খানি বিস্তৃত মছ্‌লন্দ পাতিত; তাহার চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণ ও রজত পাত্রস্থ, নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম, খাদ্য, পানীয় ও তাম্বূল সকল সুসজ্জিত; মলয়পবন মন্দ মন্দ বহমান হইয়া সেই সকল বস্তুর সৌরভ চারিদিকে

ছড়াইতেছিল। হরিদাস তথায় উপস্থিত হইলেই লালবিবি বসিবার জন্য একখানি চৌকী আনিয়া দিল;—হরিদাস তাহাতে বসিল। সোণাবিবি চিত্র কর্ম্মে কেমন নিপুণা হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশে লালবিবি সোণার অঙ্কিত এক খানি ছবি আনিবার জন্য চলিয়া গেল। হরিদাস জিজ্ঞাসিল সোণা! তুমি আমায় ডাকিয়াছ?—দুই তিন বার প্রশ্নের পর সোণা কণ্ঠ প্রকৃতিস্থ করিয়া উত্তর করিল—"হাঁ"।

হরি। কেন ডাকিয়াছ?

সোণা। আপনার মুখের গোটাকত কথা শুনিবার জন্য।

হরি। আমার মুখের কথা তোমার কি এত মিষ্ট লাগে?

সোণা। না লাগিলেই ডাকিব কেন? এই-বলিয়া হরিদাসের মুখের উপর একবার কটাক্ষপাত করিল—হরিদাস তাহা অনিমিষ-লোচনে নিরীক্ষণ করিল এবং কহিল কি কথা শুনিবে—বল?

সোণা কহিল আমার ইচ্ছা যে, আপনি এই মছ্‌লন্দে আসিয়া বসেন্ এবং এই যে, যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য আহৃত হইয়াছে, ইহা ভক্ষণ করেন। শুনিবামাত্র হরিদাস মছ্‌লন্দে গিয়া বসিল, কিন্তু কহিল সোণা! তুমি আমায় মাপ্ করিবে, আমি এ সকল ভক্ষণ করিতে পারিব না! মুসলমানের বাটীতে মুসলমানের স্পৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করা হিন্দু-সমাজে রীতি নাই; ইহাতে আমার ধর্ম্মে হানি হইবে—পিতা রুষ্ট হইবেন—সমাজে নিন্দা হইবে।

সোণা। ধর্ম্ম-হানির কথা বলিতে পারি না, তবে সমাজে প্রকাশ না করিলেই চলে।

হরি। এমত লোক অনেক আছে, তাহারা আপন কার্য্যসিদ্ধির জন্য মুসলমানের বাটীতে গোপনে পানভোজন করে, কিন্তু সমাজের কেহ জিজ্ঞাসিলেই সম্পূর্ণ অপলাপ করে; আমি তাদৃশ লোককে অতি নীচ বলিয়া ঘৃণা করি; আমার বিবেচনায় যাহা সমাজে প্রকাশ করিতে পারা যাইবে, তাহাই করা উচিত; যে কার্য্য করিয়া সমাজের ভয়ে মিথ্যা বাক্য দ্বারা ঢাকিতে হইবে, সে কার্য্য করা কোন মতে বিধেয় নহে।—সোণাবিবি এ কথার কোন উত্তর করিল না কিন্তু 'যে দয়ালু ঈশ্বর সংসারের সৃষ্টি করিয়া নিরন্তর সকলের সুখসাধন করিতেছেন, তিনিই কি এই জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছেন?—না—ক্রূর, নিষ্ঠুর, পরসুখদ্বেষী মানবেরা এই জাতিভেদ করিয়াছে?' —এই ভাবিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। অনন্তর জিজ্ঞাসিল আপনার কোরাণ পড়া কতদূর হইল?

হরি। অর্দ্ধেকের অধিক।

সোণা। কিরূপ বুঝিতেছেন?—মুসলমানধর্ম্ম মন্দ, না ভাল?

হরি। সমুদয় না পড়িলে বুঝিতে পারিব না,—তবে যতদূর বুঝিতেছি, তাহাতে মন্দ বোধ হইতেছে না।

সোণা। যদি বেশ ভালই বোধ হয়, তবে কি করিবেন?

হরি। কি করিব, তাহা এখন্ ঠিক্ বলিতে পারি না; কারণ তাহাতে বিবেচনার বিষয় অনেক আছে; তবে

যদি নিঃসংশয়িতরূপে বুঝিতে পারি যে,হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা মুসলমানধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতর, তাহা হইলে, বোধ হয়, তাহা অবলম্বন করিলেও করিতে পারি।

সোণা। যদি তাহা না বুঝিতে পারেন,তাহা হইলে ?

হরিদাস কোন উত্তর করিতে পারিল না—মুখ অবনত করিয়া রহিল। সোণাবিবি কাতরস্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল "তাহা হইলে ?"—হরিদাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল সোণা! আমি তোমাকে অনেক বার দেখিয়াছি, তুমিও আমায় অনেক বার দেখিয়াছ; আমি জানি যে, আমি তোমায় ভাল বাসি—এবং বোধ হয় তুমিও আমায় ভাল বাস;—আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিলে উজীর মহাশয় তোমাকে আমায় দিতে ইচ্ছুক আছেন এবং সেই জন্যই বোধ হয় অত যত্ন করিয়া আমায় কোরাণ পড়াইতেছেন। যদি তাহা ঘটে—তাহা হইলে বিচারে কোন জটিলতাই থাকিবে না। আর যদি তাহা না ঘটে, তাহা হইলে ?—তাহা হইলে ?—সমস্যা বড় বিষম!—সোণা! আমি নিজেও কিছু শাস্ত্র পড়িয়াছি এবং বাবার মুখেও শুনিয়াছি যে, হিন্দুদিগের বিবাহ কেবল যে সে কার্য্যের জন্য নহে—স্ত্রীর সহিত একত্র ধর্ম্মাচরণ করিবার নিমিত্ত,—এই হেতু হিন্দুরা স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী কহেন। এস্থলে, তুমি মুসলমান-কন্যা—আমি ব্রাহ্মণ; হিন্দুশাস্ত্রমতে আমাদের বিবাহই হইতে পারে না;—যদিই বিবাহ হয়, তাহা হইলে তুমি ও আমি হিন্দুধর্ম্মের কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে

অধিকারী হইব না। এমত স্থলে,—সোণা!—তোমাকে আমি যে কি বলিব!—তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!—সোণাবিবি অদূরে বসিয়াছিল, তাহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারা বহিতেছিল; হরিদাস দেখিল সোণার অশ্রু-সিক্ত গণ্ডস্থলে পূর্ণচন্দ্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। হরিদাসের ইচ্ছা হইল, উত্তরীয়াঞ্চল দ্বারা মুখখানি মুছাইয়া দেয়। উত্তরীয়ও হস্তে লইল,—কিন্তু এমত সময়ে লালবিবি চিত্রপটখানি আনিয়া হরিদাসের হস্তে দিল—হরিদাস তাহা দেখিতে আরম্ভ করিল। লালবিবি, 'বৃক্ষবাটিকার দেউড়ীর দরওয়ানদিগের মধ্যে কি একটা গোলযোগ হইতেছে জানিয়া সত্বরেই আসিতেছি' এই বলিয়া তথা হইতে আবার প্রস্থান করিল।

হরিদাস দেখিল যে, চিত্রপটে তাহার নিজেরই মূর্ত্তি এবং তৎপুরোভাগে সেই দিনকার মত সমুজ্জল বেশ-ভূষায় সুসজ্জিতা সোণাবিবি একছড়া হার হস্তে কাতর-নয়নে হরিদাসের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছে, এইরূপ অঙ্কিত আছে। এই দেখিয়া হরিদাসের ধৈর্য্য একবারে বিচলিত হইল! সে বাষ্পগদ্গদস্বরে বলিয়া উঠিল সোণা! আমায় কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিবে?—সোণা বদ্ধাঞ্জলি হইল। হরিদাস কহিল, তোমার গলার ঐ হারছড়াটী আমায় দিবে কি? সোণা তৎক্ষণাৎ কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচন করিয়া হরিদাসের হস্তে দিল; হরিদাস সেই হার নিজ-কণ্ঠে পরিয়া তাহার নিজের যে হারছড়াটা ছিল, তাহা কণ্ঠ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক সোণাবিবির কণ্ঠে পরাইয়া

দিল এবং কহিল প্রাণাধিকে – প্রিয়তমে – সোণা ! আজি এই হার-বিনিময়ের দ্বারা আমাদের উভয়ের বিবাহ হইল; ঈশ্বর করেন কিছু দিন পরে আমরা পতিপত্নীভাবে সংসার-ধর্ম্ম করিব – আর তাহা নাই ঘটে – আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি. আমি আর বিবাহ করিব না – যাবজ্জীবন তোমাকেই পত্নীভাবে ধ্যান করিব, আর তোমার এই হার – যত দিন বাঁচিব, – আমার কণ্ঠে বিরাজ করিতে থাকিবে; আমি তোমায় কোনরূপ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিতে চাহি না; – তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহাই করিতে পারিবে, তাহাতে আমার মনে কিছুমাত্র ভাবান্তর জন্মিবে না।

সোণাবিবি ভূপাতিতজানু ও কৃতাঞ্জলি হইয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিল প্রাণেশ্বর ! প্রাণবল্লভ ! তোমারও যে প্রতিজ্ঞা, আমারও সেই প্রতিজ্ঞা ; আমি প্রাণান্তেও আর অপর পতি গ্রহণ করিব না, ঐ চরণেই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া চিরজীবন কাটাইব ; তোমার প্রদত্ত এই হার আমার কণ্ঠের একমাত্র অলঙ্কার থাকিবে ; মুসলমানের মেয়ে কেমন সতী হয়, তাহা জানিতে পারিবে ; জীবিতেশ্বর ! পৃথিবীর সুখ দিন কয়েকের জন্য বৈ নহে, সে সুখ আমাদের ভাগ্যে না ঘটে, নাই ঘটিল, কিন্তু যদি ঈশ্বর থাকেন—যদি পরকাল থাকে, – তবে সেখানে আমরা মিলিত হইব এবং তথায় অনন্তকালের জন্য অনন্ত সুখ সম্ভোগ করিব—আশীর্ব্বাদ করিও যেন আমার মতি তোমার চরণ হইতে কখনও বিচলিত না হয়।

এইরূপ কথা হইতেছে এমত সময়ে লালবিবি দ্রুতপদে আসিয়া সসম্ভ্রমে কহিল বড় বিভ্রাট্ উপস্থিত! হরিদাস জিজ্ঞাসিল কি বিভ্রাট্? লালবিবি উত্তর করিল, ফুল-বাগানের দেউড়ীর দ্বারবানেরা তোমাদের কথোপকথনের শব্দ শুনিতে পাইয়াছে এবং রাত্রিকালে অন্দরের বাগানের মধ্যে অপরিচিত পুরুষের শব্দে বিস্মিত হইয়া গোলমাল করিতেছে এবং কে সে পুরুষ? তাহাকে দেখিব—গ্রেফ্তার করিয়া রাখিব—এবং কল্য উজীরসাহেবের নিকটে সমর্পণ করিব, বলিয়া উদ্ধতভাবে এই দিকেই আসিতেছে—আমার নিষেধ কোনমতেই শুনিল না। যাহা হউক পাছে তাহারা আপনাকে চিনিতে না পারিয়া কোনরূপ অপমান করে বা সেই সূত্রে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় আপনার অঙ্গে আঘাত করে, আমার বড়ই ভয় হইতেছে! সোণার মুখখানি শুখাইয়া গেল! হরিদাস জিজ্ঞাসিল তাহারা কয় জন? লালবিবি কহিল ৮। ১০ জন হইবে। হরিদাস হাসিয়া কহিল আট দশ জন মাত্র লোকে আসিয়া আমার অপমান করিবে!—আমায় প্রহার করিবে!—আমি তাহাদের কিছুই করিতে পারিব না! আমি সে গুলাকে এখান্ হইতে ছুড়িয়া ঐ দীঘীর জলে ফেলিয়া দিতে পারিব না!!—লালবিবি কহিল তাহারা শস্ত্রপাণি—আপনি নিরস্ত্র! হরিদাস আবার হাসিয়া কহিল—ঐ দশটা লোকের মধ্যে এক জনেরও হস্ত হইতে একখানা অস্ত্র কাড়িয়া লইতে পারিব না!—হা অদৃষ্ট!—এই বলিয়া সে কোমর বান্ধিয়া দাঁড়াইল—অজগর সর্পের

ন্যায় তাহার শরীর প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে যেন ফুলিতে ও কমিতে লাগিল। হরিদাস দর্পভরে কহিল লালবিবি! আত্মশ্লাঘা করিতেছি ভাবিও না—কিন্তু তুমি জানিয়া রাখিবে যে, আমি ধাবনে কুরঙ্গ, উৎপতনে প্লবঙ্গ, অপসর্পণে ভুজঙ্গ; —আমি আলুঞ্চনে শ্যেন, গৌরবে গজেন্দ্র, পরাক্রমে মৃগেন্দ্র;—আমি মরুদেশে উষ্ট্র, গিরিশৃঙ্গে ব্যাঘ্র, স্থলে বাজী, জলে কুম্ভীর!—আমি বিপন্নের বন্ধু, স্নেহকারীর দাস, মিত্রের সুধাংশু এবং শত্রুর যম; —অথবা কথাতে আর এসকল জানাইবার প্রয়োজন নাই, আমি কি করিতে পারি—না পারি—তাহা এই খানেই একান্তে দাঁড়াইয়া দেখ।

লালবিবি কহিল মন্ত্রিকুমার! তোমার বীরত্বের বিষয় আমরা অনেক অবগত আছি। ঐ বীরত্বের জন্যই উজীরসাহেব তোমাকে অত ভালবাসেন। যাহা হউক আজি তোমার সে বীরত্ব-প্রদর্শনের উপযুক্ত সময় নহে; তাহা করিতে যাইলে গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবে। হরিদাস জিজ্ঞাসিল কি অনিষ্ট?—লালবিবি কহিল, বুঝাইয়া দিতেছি —আজি তোমাদের যে এই সাক্ষাৎকার হইল, ইহা যদি উজীরসাহেব শোনেন, তাঁহাকে আমরা এ সাক্ষাৎকারের নির্দোষতা বুঝাইতে পারিব—তিনিও বুঝিবেন; কিন্তু দ্বারবানেরা ছোট লোক ও কুটিলমতি; উহারা এমত সময়ে সোণাকে ও তোমাকে একত্র দেখিলে কত কুকথা রটাইবে—উজীরসাহেবের উন্নত মস্তক নত হইবে এবং এ হেম খাঁটী সোণাতেও খাইদ আছে, বলিয়া লোকে

সন্দেহ করিবে। হরিদাস! তুমি ছেলে মানুষ—জান না, "বাতাসেও মেয়ে মানুষের গাত্রে কলঙ্ক পড়ে" অতএব অন্ততঃ সোণার কলঙ্কমোচনের জন্যও আজি তোমায় বীরত্বপ্রদর্শন হইতে বিরত থাকিতে হইবে। হরিদাস কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে রহিল এবং বুঝিল যে, লালবিবি যাহা বলিয়াছে, তাহা ঠিক্ কথা; অতএব জিজ্ঞাসিল, তবে এখন্ কি করিলে ভাল হয়? লালবিবি কহিল, তুমি যদি রক্ষি-বর্গের অজ্ঞাতসারে কোন রূপে এখান হইতে পলায়ন করিতে পার, তাহা হইলেই সকল দিক্ বজায় থাকে। এই সময়েই রক্ষিবর্গ যে সিঁড়ির সন্নিধানে আসিয়াছে, তাহার শব্দ উঠিল।

হরিদাস সেই শব্দ শুনিয়া কহিল "পলায়ন"টা বড় কাপুরুষের কর্ম্ম! কিন্তু জীবনসর্ব্বস্ব সোণার জন্য আজি আমি তাহাও করিব! অনন্তর সে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, ঐ ছাদের প্রায় ১০ হস্ত উত্তরে দীর্ঘিকার তীরে একটী বৃহৎ নারিকেল বৃক্ষ রহিয়াছে। হরিদাস সোণার নিকটে যাইয়া "তবে সোণা!—আসি!—হয় ত এই আমাদের শেষ দেখা!!" এই বলিয়া সোণাবিবির দক্ষিণ হস্তটী সবলে চাপিয়া ধরিল এবং তৎক্ষণাৎ ঐ নারিকেল বৃক্ষ ধরিবার জন্য ছাদের প্রান্ত হইতে এক লম্ফ প্রদান করিল। সোণাবিবি ডুকুরে কাঁদিয়া উঠিল; হরিদাস অবলীলাক্রমে সেই বৃক্ষের মধ্যভাগ ধরিল, এবং বিদ্যুদ্বেগে তথা হইতে নামিয়া দীর্ঘিকার উন্নত প্রাচীর অবলীলাক্রমে উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক চলিয়া গেল।

সপ্তম উচ্ছ্বাস।

দেবী কহিলেন—

লক্ষ্মীকান্ত কয়েক দিনের পর সপরিবারে দেশে পৌঁছিলে এবং যথাবিধি শাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নূতন ভবনে প্রবেশ করিলে লক্ষ্মীকান্তপুরে আনন্দের সীমা রহিল না! রাজধানী পাণ্ডুয়ায় তাহাকে সকলে রাজমন্ত্রী বলিত, কিন্তু এখানে লক্ষ্মীকান্তপুর নামক জমাদারীর আধিপত্য প্রাপ্ত হওয়ায় প্রজারা তাহাকে রাজা—এবং তাহার বাটীকে রাজভবন কহিত। অত ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য লাভের পর সেই দারিদ্র্যদশার অকৃত্রিম বন্ধু রামধন দাস ও নীলমণি পালের সহিত বহুদিন পরে সাক্ষাৎ হওয়ায় লক্ষ্মীকান্ত আনন্দগদ্গদ হইয়া তাহাদিগের সহিত নিরন্তর কথোপকথন করিয়াও আশ মিটাইতে পারিল না। জঙ্গলার ইচ্ছা যে, সে বামণ ঠাকুরপোর নিকটে নিরন্তর বসিয়া তাহার গমন দিন হইতে প্রত্যাগমন দিন পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে লক্ষ্মীকান্তপুরে তাহাদের নিজের এবং প্রতিবেশীদিগের পরিবার মধ্যে যে দিন যে ঘটনা হইয়াছিল, তৎসমস্ত গল্প করিয়া শুনায়। বাঁকা অধিক কথা কহে না—ঐ সকল সময়ে কোমরে হাত দিয়া বক্রভাবে দাঁড়াইয়া মন্দ মন্দ হাসিতে থাকে। ইলবিলা, মালতী ও মাধবী তিনটীতে যেন একটী হইয়া যায়—তাহাদের এক স্থানে ভোজন—একস্থানে উপবেশন—ও একস্থানে শয়ন

হয়। তাহারা তিন জনে একত্র হইয়া প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে দেউলগড়ের ভগবতী দেবীর পূজা দিতে যায়। লক্ষ্মীকান্তের দেশে প্রত্যাগমন দিন হইতে ঐ দেবীর পূজা অধিকতর আড়ম্বরের সহিত হইতে থাকে। লক্ষ্মীকান্তপুরে কৃত-নিবাস বনমালীসরকার বলরামবসু, বৃদ্ধজাবালি, কৃষ্ণা-চার্য্য, রাধাকৃষ্ণ, ক্ষুদ্রকুক্ষি প্রভৃতি পূর্ব্ব পরিচিত ও জ্ঞাতি, স্বজন বর্গ সর্ব্বদাই লক্ষ্মীকান্তভবনে গমনাগমন করে। ঐ ভবনের তোরণদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী হস্তী ও তৎপার্শ্বে কতকগুলি অশ্ব বদ্ধ থাকে। প্রাসাদের দুই প্রান্তে দুইটী নহবৎ বাজে। শাস্ত্রীয় ক্রিয়া কর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ অতিথি অভ্যাগত দিগের ভোজন প্রভৃতি কার্য্য সকল বাটীতে সর্ব্বদাই হইয়া থাকে।

একদিন রাজা লক্ষ্মীকান্ত কাছারী গৃহে বসিয়া আছেন, দক্ষিণ ভাগে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও আত্মীয় কুটুম্ব স্বজন উপবিষ্ট, বামভাগে দেওয়ান রামধনদাস ও নায়েবদেওয়ান নীল-মণিপাল জমীদারীর হিসাব পত্র দেখিতেছে—প্রজারা রাজ-সম্মুখে নজোর ধরিতেছে এবং দেওয়ানজী-দিগের নিকটে যাইয়া আপন আপন অভিযোগ বার্ত্তা জানাইতেছে —সে সকলের বিচার হইতেছে, রাজভবন লোকে পরি-পূর্ণ হইয়াছে, বাহিরে মধুর নহবৎ বাজিতেছে—এমত সময়ে হিরণ্যরেতঃস্বামী আসিয়া উপস্থিত;—সভা শুদ্ধ সমস্ত লোক উঠিয়া দণ্ডায়মান হইল ও প্রণাম করিল। রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসাইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন ভগবন্! বহুদিন যাবৎ আপনকার চরণ দর্শন

করিতে পাই নাই ; রাজধানীতে আমায় সেইরূপে কৃতার্থ করিয়া কোথায় যে গিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্ধান পাই নাই; আমি পূর্ব্ব জন্মে কত পুণ্য করিয়াছিলাম, তাই আপনকার এই কৃপালাভ করিয়াছি; আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পুত্র—অধম—পামর—আমার ভাগ্যে যে এত বড় পদ, এতদূর ঐশ্বর্য্য ও এরূপ আধিপত্য লাভ ঘটিবে, তাহা স্বপ্নের ও অগোচর ! আমার এমত কোন গুণ নাই, যাহাতে আমার এত সৌভাগ্য ঘটে; তবে কেবল পিতৃ-লোকের পুণ্যবলে ও আপনকার চরণকৃপায় আমি এ সকল পাইয়াছি ! আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্—আমার কি গুণে জানি না, আপনিই কৃপা করিয়া আমাকে এই সুখ সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন, এই বলিয়া পুনর্ব্বার স্বামীর চরণে মস্তক লোটাইয়া পড়িল। স্বামী তাহাকে তুলিয়া স্নেহসহকারে কহিলেন বৎস ! ভগবান্ ব্যতিরেকে মনুষ্যকে সুখসম্পত্তি প্রদান করিবার আর কাহারও সামর্থ্য নাই—তিনিই তোমাকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া দিয়াছেন। যাউক ওসকল কথায় আর কাজ নাই—আমি প্রাচীন হইয়াছি, এ অবস্থায় জন-সমাজে থাকা আর আমার কর্ত্তব্য নহে ; এখন্ নির্জ্জনে গিয়া বাস করিব, সঙ্কল্প করিয়াছি। তোমার পরিবার গুলিকে বড় ভাল বাসি, একবার দেখিয়া যাইব এই ইচ্ছা। রাজা আনন্দোৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিল। রাজপরিবারে স্বামীর মাহাত্ম্য কাহারও অবিদিত ছিল না—সকলেই দৌড়িয়া আসিয়া গললগ্নীকৃত বাসে প্রণাম করিল। হরিদাস

রাজধানী হইতে আইসে নাই—তাহা তিনি জানিতেন, এই জন্য তাহার কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া অপর সকলের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সকলকে দেখিয়া প্রীত হইলেন। তৎপরেই তাঁহার তথা হইতে স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গৃহস্থেরা কোন মতে যাইতে দিল না—পরম ভক্তি সহকারে স্নানাহার করাইয়া সকলে তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ পাইল। অপরাহ্নে সুখাসান স্বামীর চতুর্দ্দিকে সকলে বেষ্টন করিয়া আছে, এমতঃ সময়ে লক্ষ্মীকান্ত কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল ভগবন্! এই পরিবারের প্রতি আপনকার যেরূপ কৃপাদৃষ্টি আছে, ইহা বরাবর সমান থাকে, এই আমার প্রার্থনা। এই কথা শুনিয়া স্বামী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহা কহিলেন, তাহার সঙ্ক্ষেপ এই—

বিক্রমপুরে জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার পত্নী প্রথমবারে একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিয়া সূতিকাগারেই প্রাণত্যাগ করে। জগদ্বন্ধু দারান্তরপরিগ্রহ না করিয়া কন্যাটীরই লালন পালনে প্রবৃত্ত থাকে; কিন্তু কিছু দিন পরে কোন বিশেষ কারণবশতঃ কয়েক জন মুসলমান কর্ত্তৃক অত্যন্ত অবমানিত হয় এবং সেই অবমানে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া পঞ্চম বর্ষবয়সেই কন্যাটীর যশোহরস্থ এক ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক আশ্রমান্তর গ্রহণকরে। অনন্তর সে নানাদেশ—নানাতীর্থ—নানা আশ্রয়—পরিভ্রমণ

করিল এবং সেই সেই স্থানে নানাদেশীয় দণ্ডী হংস পরম-হংস প্রভৃতি সংসারাপরক্ত যোগী ঋষি তপস্বীদিগের সহিত মিলিত হইয়া নানারূপ বিদ্যা, নানারূপ ঔষধ, নানারূপ মন্ত্র ও যোগবল শিক্ষা করিল এবং মহাপ্রভাব-শালী ও অলৌকিক মাহাত্ম্যসম্পন্ন সন্ন্যাসী বলিয়া অনেক স্থলে প্রসিদ্ধিলাভ করিল। মুসলমান কর্ত্তৃক অবমানিত হওয়ায় ঐ জাতির প্রতি তাহার আন্তরিক বিদ্বেষ জন্মিয়া-ছিল, এজন্য কিসে তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে, তদর্থ সর্ব্বদাই চেষ্টাবান্ রহিল। ঐ সময়ে বিঠুরের পরাক্রান্ত জমীদার পাণ্ডুয়ার নবাব-সংসারে প্রধানমন্ত্রিত্বে বৃত হইয়াছিল। সন্ন্যাসী তাহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলে মন্ত্রী তাহার প্রভাবদর্শনে বিমোহিত হইয়া শিষ্যত্ব অবলম্বন করিল। অনন্তর সন্ন্যাসী তথায় অবস্থানপূর্ব্বক নানাবিধ উপায়ে নবাবকে নিহত করিয়া আপন শিষ্যকে তাহার সিংহাসনে অধিরোহণ করাইল।

এই পর্য্যন্ত বলা হইলেই সকলেই হিরণ্যরেতঃ-স্বামীকে চিনিতে পারিল। গোবিন্দমণি, বাবা! জ্ঞানে কখনও মা—বাবা—বলিয়া ডাকিতে পাই নাই বাবা!—আমায় ভুলিয়া এত দিন কোথায় ছিলে বাবা!—আর আমি তোমায় ছাড়িয়া দিব না বাবা! এইরূপ আর্ত্ত-নাদের সহিত তাঁহার পাএ লোটাইয়া কান্দিতে আরম্ভ করিল। লক্ষ্মীকান্ত কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে রহিল; তৎপরে তাহারও অক্ষি হইতে অজস্র অশ্রু ঝরিতে লাগিল; ইলবিলা মাতার সহিত ক্রন্দনে যোগ দিল। রামধন ও

নীলমণির পরিবারবর্গও আসিয়া সমস্ত অবগত হইয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে স্বামী সকলকে সান্ত্বনা করিয়া বসাইলেন এবং লক্ষ্মীকান্তকে কহিলেন বৎস! মুসলমানজাতির প্রতি ঘোর বিদ্বেষবশতঃ এই আশ্রমের অনুপযুক্ত হিংসাবিদ্বেষাদিতে অনেক সময়ে আমাকে আক্রান্ত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু এখন্ এ বয়সে আর সেরূপ মনোবৃত্তির বশীভূত হইতে প্রবৃত্তি নাই। বিশেষতঃ, যে জাতির প্রতি ক্রোধবশতঃ আমার ঐরূপ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল, সে জাতির প্রতি আর ক্রোধ রাখিবার যো নাই। কারণ আমার নিজ পরিবারেরই মধ্যে মুসলমান-জাতির অতি ঘনিষ্ঠ সংস্রব ঘটিতেছে—আমার দৌহিত্র হরিদাস রেহিমখাঁর নিকটে কোরাণ পড়িতেছে; তাহার মতিগতি বড় ভাল নহে;— ভবিষ্যতে আরও কাহার কিরূপ মতি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব এইবেলায় দূরে অবস্থিত হইয়া সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি ওবিষয়ের আর কোন কথা কোনমতে উত্থাপন করিতে দিলেন না।—ইলবিলার বিবাহের কি হইবে? তোমার মিত্র-কন্যা দুইটীরও বয়স্ হইয়াছে, তাহাদিগেরই বা বিবাহের কি হইবে? তুমি কত দিন এদেশে থাকিবে? তুমি যে জমিদারী পাইয়াছ, তাহার পরিমাণ কত? লাভালাভ, কিরূপ? ইত্যাদি অন্যান্য নানা কথা লক্ষ্মীকান্তের সহিত কহিয়া তদ্দিবসের সমস্ত সময় অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রভাতে

তাঁহাকে কেহই আর দেখিতে পাইল না। কোথায় যাই-লেন? জানিবার জন্য অনেক অনুসন্ধান হইল, কিছুই জানিতে পারা গেল না।—সেদিন রাজবাটী শোকে সমাচ্ছন্ন হইল!

লক্ষ্মীকান্তপুরে প্রত্যাগমনের পর হইতে ইলবিলা প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণে মালতী ও মাধবীকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে দেউলগড়ের ভগবতীদেবীর মন্দিরে পূজা দিতে যাইত। মালতী ও মাধবী পূজার দ্রব্য যথাস্থানে সমর্পণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিত—কখনও মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্পোদ্যানস্থ পুষ্পসকলের শোভা সন্দর্শন করিত—কখনও বৃক্ষতলস্থিত জটাভস্মধারী অবধূত সন্ন্যাসীদিগের গ্রন্থপাঠ শুনিত—কখনও বা বাঁধাঘাটের সোপানে বসিয়া নির্ম্মল সলিলোপরি ভাসমান মীনগণের ক্রীড়া দেখিত। কিন্তু ইলবিলা তাহা করিত না; সে পূজাদ্রব্য রাখিয়া জপ করিতে বসিত, পরে প্রার্থনা করিত, অনন্তর গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া পূজা সাঙ্গ করিত। একদিন পূজা দিয়া বাটী যাইবার সময়ে মাধবী কহিল দেখ্ মালতি! আমরাও পূজা দিতে যাই, ইলাও যায়, কিন্তু আমরা পূজা দিয়া এদিক্ সেদিক্ বেড়াইয়া বেড়াই,—ইলা তাহা করে না; দেবীর সম্মুখে চোক্ ওল্টাইয়া বসিয়া থাকে—বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বকে—আর মাথা খোঁড়ে!

মালতী।—মাধবি! তুই বুঝিতে পারিস্ না—ইলা বরের জন্য দেবীর কাছে তপস্যা করে।

ইলা। সে কি মন্দ কথা? তোরাও ত কচি খুকি নহিস্—বরের জন্য তপস্যা কর্ না কেন্?

মালতী। যখন্ জন্মেছি, তখন্ একটা না একটা বর জুট্‌বেই। তুই বামণের মেয়ে—রাজার মেয়ে—তপস্যায় তোর ভাল বর জুটিতে পারে, কামার কুমার বরের জন্য আমাদের আর তপস্যা করিয়া কি হইবে?

ইলা। তপস্যার জোরে তোদেরও বামণ বর জুটিতে পারে।

মালতী। তবে কালি হইতে আমরাও তপস্যা করিব!

মাধবী। আমি তপস্যা করিব না,—যারা বরের জন্য তপস্যা করে, তাদের পাগল বর জোটে!

মালতী। কিসে বুঝিলে?

মাধবী। শৈলসুতা ভগবতীর অপেক্ষা বরের জন্য আর কেউ ত বেশী তপস্যা করেন নি;—কিন্তু তাঁর ভাগ্যে কি জুটিয়াছিল?—একটা সিদ্ধিখোর—পাগল বর!!

ইলা। পৃথিবীর সমস্ত সুপুরুষ একদিকে—আর তেমন পাগল এক দিকে—দিলেও কি সমান হয়?—তোরা তামাসা করে উড়্য়ে দিস্ না—তোরাও তপস্যা কর্, তোদেরও বামণ বর জুটিবে—তখন্ বলিবি যে, ইলা বলে ছিল।

যে দিন এইরূপ কথোপকথন হয়, তাহার কয়েক দিন পরেই কন্যাত্রয় পূজা দিয়া মন্দির হইতে নামিবার সময়ে সম্মুখস্থ নাটমন্দিরের এক প্রান্তে এক জন পাগলের মত লোক বসিয়া আছে. কয়েকটা বালক চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া তাহাকে খেপাইতেছে. দেখিতে পাইল। দেখিয়াই মাধবী

বলিয়া উঠিল, ইলার ঐ বর আসিয়াছে! "মরণ আর কি! বলিয়া ইলা তাহার গাল টিপিয়া দিল। আকার প্রকার দেখিলে বোধ হয় পাগলের বয়স্ ৪০।৪৫ বৎসর; দাড়ি গোঁপ ও মাথার চুল কতক পাকা ও কতক কাঁচা; মুখে হাতে ও পায়ে ছাই ভস্ম কি মাখা; পরিধানে এক খান টেনা, গায়ে ময়লা ও শতগ্রন্থি যুক্ত একটা লম্বা জামা। ছেলেগুলা উহার গায়ে ধূলা দিতেছিল ও ঢিল্ মারিতে ছিল;—সে কখন কাঁদাইবার—কখন বা আঁচড়াইবার—উদ্যম করিতেছিল। কন্যারা নিকটে যাইয়া ছেলেগুলাকে তাড়াইয়া দিল। পাগল কন্যাদিগকে দেখিয়া প্রথমে কান্দিয়া উঠিল, পরে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া নাচিতে নাচিতে গান আরম্ভ করিল। মালতী জিজ্ঞাসিল, পাগ্‌লা কিছু খাবি? সে প্রথমে রাগিয়া উঠিল, পরে ব্যগ্রভাবে হাত পাতিল। দেবীর প্রসাদী ফল মূল মিষ্টান্ন যাহা কিছু ছিল, তাহা তাহাকে দেওয়া হইল; সে কতক খাইল, কতক মাথার উপর রাখিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সে দিন ঐরূপেই গেল। পরে ২।৩ দিন পাগলকে আর কেহ তথায় দেখিতে পাইল না।

ইহার ৩।৪ দিন পরে আবার এক দিন পাগল আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিন কন্যাদিগের নিকটে খাদ্যসামগ্রী অনেক ছিল। ইলবিলা তাহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল কিছু খাইবি? সে প্রথমে খানিক পাগলামী করিয়া পরে খাইতে বসিল। ইলা তাহাকে স্বহস্তে খাদ্য দিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসিল আর কিছু চাই?

পাগল ইলা ও তাহার হস্তস্থ পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, দিতে পারবি না। ইলা দেখিল, তখনও পাত্রে সকল দ্রব্যই প্রচুর আছে, অতএব কহিল কি চাহিস্ বল্—যাহা চাবি তাহাই দিব। পাগল ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার-স্বরে উত্তর করিল, আমি বল্‌ছি তু-ই—দিতে—পার্‌বি-না—আ। ইলাও একটু সোপহাস উচ্চস্বরে উত্তর করিল, আ-মি দি-তে পার্-বই—পার্-ব! পাগল আবার নাকি সুরে কহিল তুঁই পাঁর্-বি না লেঁ—পাঁর্-বি না। ইলাও হাসিয়া ঐ সুরে উত্তর করিল তুঁই যাঁ চাঁবি তাঁই দিঁতে পাঁর্‌বইরে পাঁর ব আমি। পাগল উচ্চ হাস্য করিয়া হাত তালি দিতে দিতে নাচিতে লাগিল এবং কহিল তুই ঠক্‌লি—ঠক্‌লি—ঠক্‌লি!

ইলা। কিসে ঠক্‌লাম?

পাগল। তুই বড় ঠক্‌লি!—বড় ঠক্‌লি!

ইলা। কিসে ঠক্‌লাম—বল্?

পাগল। আরে—আমি যে চাই যে, তুই আমার গলায় বরমালা দে!! এই বলিয়া হাত তালি দিতে দিতে এক চোঁচা দৌড় দিল।

মালতী ও মাধবী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। মাধবী কহিল আমিত সে দিন বলেছিলাম যে, ইলার পাগল বর জুটিবে! তা ঐ বরের গলাতেই ইলা মালা দেক্—উহার তপস্যার ফল ফলুক!—ইলার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল!—তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল!—সে অবসন্নের মত হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া

মালতী কহিল সে কি ইলা! তুইও সত্যই পাগ্‌লী হইলি না কি? পাগলের কথায় কে কোথায় কাণ দেয়? পাগলে কাকে কি না বলে? চল্‌—আমরা বাটী যাই—এই বলিয়া ইলাকে বাটী লইয়া গেল। সে দিনরাত্রি ইলার যে, কোন্‌ দিক্‌ দিয়া যাইল, সে তাহা জানিতে পারিল না।

সেই দিন অপরাহ্ণে জঙ্গলা রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, বামণঠাকুরপো! শীগ্‌গির—শীগ্‌গির—ইলার বিয়ে দেও—আর এক দিনও বিলম্ব করিও না; দেখিও, আমার মাথা খাও, যেন কাহাকেও বলিও না—কিন্তু বড় বিপদ্‌!—তোমায় বলিব কি,—বড় লজ্জার কথা—আজ ইলা মা ভগবতীর মন্দিরে একটা পাগলের গলায় বরমালা দিয়ে এসেছে! কি ঘেন্নার কথা!—মালতী মাধবী কি বলে—আমি কত ফুস্‌লে ফাস্‌লে বা'র করে নিয়েছি। তারা, কাউকে না বল্‌বার জন্যে মাথার দিব্বি দিয়ে বারণ করেছে; দেখিও বামণঠাকুরপো! আমার মাথা খাও—কাউকে বলো না। রাজা শুনিয়া চম্‌কিয়া উঠিল। কিন্তু জঙ্গলার কথায় স্পষ্ট কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে তথা হইতে সরাইয়া রামধন ও নীলমণিকে ডাকিয়া তাহাদের নিকটে, জঙ্গলা যাহা বলিয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিল। তাহারা মালতী ও মাধবীকে বিশেষ রূপে জিজ্ঞাসা করিয়া, যেরূপ যেরূপ ঘটিয়াছিল, তৎসমস্ত অবগত হইয়া রাজাকে জানাইল। রাজা পাগলের কথা, বলিয়া তাহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিল; কিন্তু ইলার বিবাহ দিতে যে, আর কিছু মাত্র বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, তদ্‌বিষয়ে তাহার যেন চট্‌কনা ভাঙ্গিল।

পূর্ব্ব হইতেই ঐ তিন কন্যার জন্যই বরপাত্রের অন্বেষণ হইতেছিল।ঐ কথার পর হইতেই তদ্বিষয়ে অতিশয় ত্বরা পড়িল। সন্ধ্যার পরে সকলে মিলিত হইয়া কাহার জন্য কোথায় কোন্ বর পাত্রের অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ের কথাবার্ত্তা উঠিল। মালতী ও মাধবীর জন্য কোন ভাল পাত্রের সন্ধান সে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ইলার জন্য এখানে—ওখানে—সেখানে—কয়েকটা পাত্রের কথা উঠিল। তন্মধ্যে নীলমণিপাল কহিল, দেবপল্লীর রাজা দেবপালের সম্প্রতি স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে; তাঁহার বয়স্ অল্প—শরীরসৌন্দর্য্য উৎকৃষ্ট—জমীদারী এত যে,রাজা উপাধি—অতএব আমার বিবেচনায় তাঁহার ন্যায় ইলার উপযুক্ত পাত্র আর পাওয়া যাইবে না; কিন্তু কার্য্য সত্বরে সম্পন্ন হইবার একটা বাধা দেখিতেছি——

রাজা। কি বাধা?

নীল। পত্নীবিয়োগের পর পূর্ব্বপত্নীর প্রতি অনুরাগ হৃদয়মধ্যে নিবিড়ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকায়, অকৃত্রিম-প্রেমিক পুরুষের পুনর্দ্দারপরিগ্রহে প্রায় প্রবৃত্তি হয় না; কাহারও পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজন ও আত্মীয়বর্গের নিরন্তর প্রবর্ত্তনায় কিছু কাল পরে প্রবৃত্তি উৎপাদিত হয় এবং কাহারও বা অধিক কাল অতীত হওয়ায় সেই অনুরাগ বিস্মৃতিতমসে কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন হইলে স্বতই সেই প্রবৃত্তি জন্মে; কিন্তু অশৌচান্ত না হইতেই যাহাদের সে প্রবৃত্তি বলবতী হয়, তাহারা পতি নহে—তাহারা ইন্দ্রিয়-দাস। আমাদের রাজা দেবপাল কোন্ শ্রেণীর পুরুষ হইবেন, তাহা এখন্ বলিতে পারা যায় না।

রাজা। যে শ্রেণীর পুরুষই হউন—সত্বরে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিলেই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। কল্য প্রাতেই তুমি তথায় যাইয়া চেষ্টা দেখ।

রাণী গোবিন্দমণি কহিল আমার একটী কথা আছে, যদি বিরক্ত না হও ত—বলি!

রাজা। একটী কথা বলিবার জন্য এত বিনয়ের প্রয়োজন কি? যাহা বলিবার আছে—বল।

রাণী। যুবরাজ চেৎমলের পীড়িতাবস্থায় ইলবিলা তাঁহার অনেক শুশ্রূষা করিয়াছিল। সেই শুশ্রূষার বশবর্ত্তী হইয়া চেৎমল ইলবিলার প্রতি স্নেহ করিবেন, এই আশয়েই আমি তাহাতে বাধা দিই নাই; বলিতে কি—বরং একটু সুযোগই দিয়াছিলাম। আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে চেৎমল ইলার প্রতি বিলক্ষণ স্নেহসম্পন্ন হইয়াছেন। অতএব তুমি একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহার সহিত ইলার বিবাহ হইতে পারে।

রাজা হাসিয়া কহিল গোবিন্দি! তোমার তৎকালের অভিপ্রায় আমি না বুঝিয়াছিলাম তাহা নহে, তবে আমাদের সর্ব্বাশ্রয় মহারাজের পুত্রের শুশ্রূষা বিষয়ে কোনরূপ বাধা দিতে ইচ্ছা ছিল না, বলিয়াই নিষেধ করি নাই। গোবিন্দি! আমি এখন্ যাহাই হই—আমি যশোহরের সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ! আমার কন্যা যে, বঙ্গাধিপের রাজমহিষী হইবে, ইহা অপেক্ষা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?—যদি আমার চেষ্টায় সে সৌভাগ্য ঘটিত, তাহা হইলে কি আমি তাহা হইতে

বিরত হইতাম ? স্পর্শমণি হস্তে পাইলে কেহ কি অনাদর করে ? অমৃত খাইতে কাহারও কি অরুচি হয় ?—অধিক আর বলিব কি, সে কার্য্য ঘটিবার নহে ; অধিরাজ বারেন্দ্র শ্রেণীর, আমরা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিবাহ হয় না।

রাণী। উহা আমি না জানি, তাহা নহে ;—কিন্তু রাজধানীতে অবস্থানকালে আমি অনেক বিজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিশেষ ভেদ নাই। তাঁহারা বলেন কান্যকুব্জ দেশ হইতে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ প্রথমে এদেশে আসিয়াছিলেন, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয়েই তাঁহাদের সন্তান—কেবল বরেন্দ্রভূমিতে বাস করায় উহাঁরা বারেন্দ্র, এবং রাঢ়দেশে বাস করায় আমরা রাঢ়ী হইয়াছি। অতএব রাঢ়ী-বারেন্দ্রে বিবাহ হইলে ধর্ম্মতঃ কোন ক্ষতি হয় না।

রাজা। ধর্ম্মতঃ কোন ক্ষতি হয় না সত্য, কিন্তু দেশাচারবিরুদ্ধ।

রাণী। যে স্থলে ধর্ম্মতঃ কোন ক্ষতি নাই, সে স্থলে দেশাচার নাই মানা গেল ?—আমি শুনিয়াছি, ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে চাঁদ চাঁদ ছেলে ও খাসা খাসা মেয়ে থাকিলেও ঐ শ্রেণীভেদরূপ বিঘ্নের জন্য তাহাদের পরস্পর বিবাহ হয় না—এদিকে স্ব স্ব শ্রেণীতে কত কত কন্দর্পের ভাগ্যে 'জলাঘেটে পেংনী' ও কত কত বিদ্যাধরী 'রামকান্তের' হস্তে পতিত হইতেছে!—অধিরাজ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার অধিপতি; তুমিও তাঁহার একজন সম্ভ্রান্ত

কর্ম্মচারী, অতএব তোমরা বিশেষ চেষ্টাবান্ হইলে কি না হইতে পারে?—আমি তোমার পায়ে ধরি—চেষ্টা কর—এই অকিঞ্চিৎকর দেশাচারের দাসত্ব হইতে আপনিও মুক্ত হও, দেশকেও মুক্ত কর। আমি বলিতেছি, এ কার্য্য করিলে তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ হইবে।

রাজা। অন্যের জন্য হইলে যাহা হয় করিতাম; নিজের জন্য দেশাচারের বিরুদ্ধে আধিরাজকে কিছু বলিতে পারি না।

রাণী। তোমার দেশাচারের মাথায় সাত খেঙ্রা! এই বলিয়া রোষে প্রস্থান করিল।

অষ্টম উচ্ছ্বাস।

দেবী কহিলেন—

পরদিন প্রাতে নীলমণি দেবপল্লী হইতে জানিয়া আসিল যে, দেবপাল পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে এত ব্যগ্র হইয়াছে যে, পূর্ব্বপত্নীর মরণাশৌচের মধ্যেই বিবাহ হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছে। এ সংবাদ লক্ষ্মীকান্তের বড় ভাল লাগিল না—কিন্তু কি করিবে, অগত্যা ঐ পাত্রকেই মনোনীত করিতে হইল। উভয় পক্ষ হইতে পাত্র পাত্রী দেখা শুনা হইল; পরস্পরের বাটী হইতে পরস্পরের বাটীতে উপহারাদি প্রেরিত হইল এবং বিবাহের দিন স্থির হইল।

লক্ষ্মীকান্তের যশোহর হইতে কঙ্কতটে আসিয়া বাস করিবার পর হইতে যেরূপ পদ, যেরূপ ঐশ্বর্য্য, যেরূপ আধিপত্য ও যেরূপ মানমর্য্যাদা লাভ হইয়াছিল, তাহার অনুরূপ কোন ক্রিয়াকাণ্ড এ পর্য্যন্ত এখানে তাহার করা হয় নাই। এজন্য তাহার এবং অপরাপর সকলেরও ইচ্ছা হইল যে, ইলবিলার বিবাহ-কার্য্যটী বিশেষ সমৃদ্ধি ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন করা হয়। বিশেষতঃ বলরাম বসু ঐ জন্য সবিশেষ আগ্রহবান্। সে সকলকে পৃথক্ পৃথক্ ধরিয়া এই মত দাঁড় করাইল যে, ইলবিলার বিবাহ রাজভবনমধ্যে না হইয়া কোন বিস্তীর্ণ স্থান মধ্যে সম্পাদিত হয়। তৎকালে পশ্চিমে বলরামবসু ও পূর্ব্বে বনমালী সরকার—ইহাদের দুই বাটীর মধ্যস্থলে লোকের বসতি ছিল না; অতএব ঐ স্থানেই বিবাহসভা প্রস্তুত করা অবধারিত হইল এবং বলরামবসুই তৎকার্য্যের ভার গ্রহণ করিল।

ঐ স্থানের মধ্যে দক্ষিণোত্তরে দীর্ঘ প্রায় ৫০ বিঘা এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত প্রায় ৩০ বিঘা স্থান উত্তমরূপে সমতল ও উচ্চ করা হইল এবং উহার ঠিক্ মধ্যস্থলে অতিবিস্তৃত এক আটচালা প্রস্তুত হইল। আটচালার পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকে শ্রেণীবন্ধে অনেক পটমণ্ডপ খাটান হইল। ঐ সকল পটমণ্ডপমধ্যে এক এক জন ভদ্র লোক সপরিবারে ২। ৩ দিন বাস করিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা হইল। ইলবিলা বা ইলার বিবাহের জন্যই ঐ সভা প্রস্তুত হইয়াছিল, এনিমিত্ত সকলে উহাকে

ইলাসভা বলিতে আরম্ভ করিল। ঐ ইলাসভারই অপভ্রংশ হইতে ঐ স্থানের নাম ক্রমশঃ ' ইলসবা ' ও ' ইলছবা ' হইয়া এক্ষণে ' ইলছোবা ' দাঁড়াইয়াছে। ইলাসভার শোভাও সমৃদ্ধির সীমা রহিল না। 'আটচালার অভ্যন্তর-ভাগ বিচিত্র-কারুকার্য্য-ঘটিত লোহিত বসন দ্বারা মণ্ডিত; তন্মধ্যে কাচময় আলোক-ভাণ্ডসকল লম্বমান; স্তম্ভের গাত্রে, পটমণ্ডপের ছাদ রজ্জু প্রভৃতি সকলই রক্তবস্ত্রাবৃত। সভার তলভাগে নানাবর্ণের গালিচা সকল আস্তৃত; নানাবিধ পুষ্প ও ফল সমেত আম্রশাখার মালা সকল চতুর্দ্দিকে ঝোলান। সভাগৃহের উত্তর দিকে এক প্রকাণ্ড তোরণদ্বার; তদুপরি চারিদল নহবৎ বাজানা; প্রবেশ-দ্বারের দুই পার্শ্বে নারিকেল-ফল-সমন্বিত আম্রশাখাবৃত জলপূর্ণ কলস ও কদলী বৃক্ষ সকল সংস্থাপিত; তোরণের উপরিভাগে শ্বেত পতাকা, নীল পতাকা, পীত পতাকা, লোহিত পতাকা সকল 'পত পত' শব্দে—উড্ডয়মান; তোরণদ্বারের পুরোভাগে দুই দিকে দুইটা অলঙ্কৃত প্রকাণ্ড হস্তী দণ্ডায়মান; তৎপুরোভাগে খানিকটা খালি জায়গা; তাহার উভয় পার্শ্বে ভাণ্ডারাদি করিবার জন্য কতক গুলি নবনির্ম্মিত গৃহ অবস্থিত। তৎকালে ঐ স্থানস্থ গৃহাদি দর্শন করিলে হঠাৎকারে নগর বলিয়া ভ্রম হইত, এইজন্য উহার কিয়দংশ 'হঠ্ নগর' নামেই খ্যাত হইয়া গিয়াছে।

হরিদাসকে রাজধানী হইতে আসিবার জন্য পত্র লেখা হইল, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। আত্মীয় কুটুম্ব

স্বজন যেখানে যত ছিল, সকলকে নিমন্ত্রণ করা হইল; তাহারা একে একে আসিয়া ইলাসভার প্রান্তবর্ত্তী এক এক পটমণ্ডপ অধিকার পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল; বস্ত্র মিষ্টান্ন প্রভৃতি নানা দ্রব্যসমেত তৈলপূর্ণ তৈজস পাত্র সকল নিজগ্রাম ও প্রতিবেশীগ্রামে বিতরণ করা হইল। প্রত্যুম্ন নগর বা পাণ্ডুয়ায় দ্রব্যসামগ্রী অনেক পাওয়া যাইত, এইজন্য ঐ স্থান হইতে দ্রব্যাদি আনাইবার উপলক্ষে বলরাম বসু ঐ নগর হইতে ইলাসভা পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া ফেলিল। দ্রব্য সামগ্রীর আমদানী ও লোকজনের গতিবিধির কোলাহলে ঐ স্থানে কাণ পাতে কাহার সাধ্য। শুভদিন ও শুভক্ষণে কন্যার গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হইল; চতুর্দ্দিকে অব্যূঢ়ান্ন-ভোজের ধুম পড়িয়া গেল; ইলাসভায় নৃত্য, গীত ও বাদ্যের বিরাম রহিল না; সকলেরই মুখে হাসি—সকলেরই মনে স্ফূর্ত্তি—ও সকলেরই কার্য্য উৎসাহে পরিপূর্ণ;—ফলতঃ সেখানে তখন সকলই আনন্দময়!

এই সর্ব্বানন্দময় প্রদেশের মধ্যে কেবল এক জন নিরানন্দনীরে হাবুডুবু খাইতে ছিল। সে আবার যে কেহ নহে—বিবাহের কন্যা ইলবিলা! তাহার তিন বরের ভাবনা উপস্থিত—এক বর যুবরাজ চেৎমল—দ্বিতীয় পাগল—তৃতীয় দেবপাল। চেৎমলকে সে স্বয়ংই স্বয়ম্বরার ন্যায় হইয়া পতিত্বে বরণ করিয়াছে;—পাগল তাহাকে বরমাল্য দিবার জন্য তিন বার প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছে;—দেবপালকে পিতা সম্প্রদান করিতে প্রস্তুত। ইলবিলার

ন্যায় গম্ভীরা কামিনী কেহ কখনও দেখে নাই ! যেদিন পাগল তাহাকে বরমাল্য দিবার জন্য প্রতিশ্রুত করাইয়া লয়, সেই দিনটি মাত্র তাহার মনের বিকৃতি কিছু অধিক হইয়াছিল এবং তাহা মালতী ও মাধবী জানিতে পারিয়াছিল; কিন্তু তাহার পর হইতে তাহার মনের ভাব কেহ বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারে নাই। অভ্যন্তরে আগ্নেয়পর্ব্বতের অগ্নিক্রিয়া ঘটিলেও বাহিরে সম্পূর্ণ প্রশান্ত ছিল। অঙ্গীকারের পর দিনও যথাকালে ইলা মালতী ও মাধবীর সহিত ভগবতীর মন্দিরে পূজা দিতে গমন করে এবং পূজা দিয়া দেবীর পুরোভাগে একাকিনী বসিয়া মনে মনে কহে, মা ! তুমি কি পাপে আমার এরূপ দশা ঘটাইলে ! তুমি ত জান, আমি তোমাকেই সাক্ষিরূপা করিয়া যুবরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি ! তবে কেন মা ! আমায় আবার পাগলের নিকটে প্রতিশ্রুত করাইলে ? আমি তোমার সেবিকা হইয়া কি দ্বিচারিণী হইব !—অথবা দ্বিচারিণীই কেন—আবার শুনিতেছি বাবা রাজা দেবপালের সহিত আমার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন; তাহাহইলেত আমায় বহুচারিণী—বেশ্যা—হইতে হইবে !—মা ! তুমি জগতে সতীর আদর্শ—তোমার সেবিকাকে এইরূপে অসতী হইতে দেখিয়া তুমি স্থির থাকিতে পারিবে ?—তোমার দয়াময়ী নামে যে কলঙ্ক পড়িবে মা ! —মা ! তুমি দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা ; শুনিয়াছি, অশেষ পাতকীও যদি মুখে একবার দুর্গা বলিয়া ডাকে, তাহার সমস্ত দুর্গতি দূর হয়; আমি কাতরস্বরে বার বার, দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা—বলিয়া

ডাকিতেছি, আমার এ দুর্গতি দূর করিবে না মা ?—মা ! তুমি ভক্তবৎসলা ও শরণ্যা,—আমি তোমার অধমা ভক্তা ও শরণাগতা; দেখিব—আমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর কিনা ! যদি নিতান্তই দয়া না কর, তাহাহইলে নিশ্চয়ই জানিবে যে, আমি এই খানে বসিয়া গলায় ছুরী দিব এবং সেই গলরক্ত তোমার ঐ পদপঙ্কজে মাখাইয়া দিব—দেখিব তুমি কেমন পাষাণের মেয়ে !—মা ! দয়া কর —বল—যে, তুমি আমার মঙ্গল করিবে !—বল—যে, তুমি আমার ভয়ভঞ্জন করিবে !—বল—যে, তুমি আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবে !—এই কথার পরই 'টিক্—টিক্—টিক্' শব্দ হইল। ইলবিলা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল দেবীর মুকুটের উপরি উপবিষ্ট একটী টিকটিকী ঐ শব্দ করিল। ইলবিলা ঐ শব্দকেই দেবীর প্রত্যাদেশ ভাবিয়া আনন্দে আপ্লুত হইল এবং গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইল।

ইলবিলা মন্দিরের সোপান হইতে অবতীর্ণ হইয়াই দেখিতে পাইল যে, একটু দূরে মালতী ও মাধবী সেই পাগলটাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছে। সেদিন পাগলের গায়ে কেবল ছাই ভস্ম মাখা ছিল—জামাটা ছিল না। সে ইলবিলাকে দেখিয়াই "বর মালা দে" "বর মালা দে" বলিয়া দৌড়িয়া নিকটে আসিল; মালতী ও মাধবী দূর হইতে দেখিল, পাগল যেন ইলার সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। পরে তাহারা নিকটে আসিলে পাগল নাচিতে ও গাহিতে আরম্ভ করিল এবং পরে এক চোঁচা দৌড় দিয়া

কোথায় উধাও হইয়া গেল! মালতী কহিল মাধবি! দেখেছিস্ ত—ইলার মন পাগলে মজে গিয়াছে!

মালতী। তা আমি অনেকক্ষণ দেখেছি—আমার ত জানাই আছে যে, উহার তপস্যার ফল ফলিবে!

ইলা। যখন্ পাগলকে বরমালা দিবার অঙ্গীকার করেছি, তখন্ ত মন মজাতেই হবে—না মজ্‌লেও জোর করে মজাতে হবে।

মালতী। আমাদের একটা বরও জোটে না—তোর দুটা বর উপস্থিত!—শুনেছিস্ ত বামণজেঠা রাজা দেবপালের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌ছেন?

ইলা। শুনেছি—ভালই ত।

মালতী। ভাল কি?

ইলা। দুইটা বর হবে।

মালতী। সাম্‌লাতে পার্‌বি?

ইলা। দ্রৌপদী পাঁচটা বর সাম্‌লেছিল, আমি আর দুটা পাব্‌ব না?

মালতী। তুই ভাগ্যবতী মেয়ে—একবার হবি পাগলিনী —একবার হবি রাজরাণী!

ইলা। তোরা ভাগ্যবতী না হতে চাস্—দুজনে জড়িয়ে একটা বর নিস্।

মালতী—মাধবী। আমরা তাই নেব। আমাদের অল্প তপস্যার সেই ফলই হবে!

এইরূপ হাস্যপরিহাসে তাহারা বাটীতে পৌঁছে। তৎপরে সম্বন্ধ ও বিবাহের দিনস্থির হয়—ইলাসভা প্রস্তুত

হয়—কন্যার গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হয়—বিবাহের দিন উপস্থিত হয়—তাহারও পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, ও অপরাহ্ন অতীত হয়—সায়ঙ্কাল উপস্থিত।

সন্ধ্যা অতীত না হইতেই ইলা-সভার আলোকমালা প্রজ্বালিত হইল; যথাযথ আসন সকল পূর্ব্বেই আস্তৃত হইয়াছিল। কন্যাযাত্রীদিগের মধ্যে—বিজ্ঞেরা আলোকাদি সহ বরের প্রত্যুদ্গমনার্থ গ্রামপ্রান্তে অগ্রসর হইল; বালক বালিকা প্রভৃতি অপর লোকেরা সভায় বসিয়া গোল করিতে লাগিল। নহবৎ বাজিতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে দেবপাল তৎপূর্ব্বপাণিগ্রহণানুরূপ বেশ ভূষা ও আড়ম্বরের সহিত ইলাসভায় উপস্থিত হইয়া সুচিক্কণ বরাসনে উপবেশন করিল; বরযাত্র ও কন্যাযাত্রদল একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে লাগিল; ঘটকেরা কুলকারিকা আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল; উভয় পক্ষীয় অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে ন্যায় স্মৃতি বেদান্ত মীমাংসা ব্যাকরণ সাহিত্য প্রভৃতি নানাশাস্ত্রের তর্কবিতর্ক উত্থিত হইল। অনন্তর শুভ লগ্ন উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিয়া লক্ষ্মীকান্ত সভাসদদিগের অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক কন্যাসম্প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। ইলাসভার দক্ষিণপ্রান্তবর্ত্তী বৃহত্তর পটমণ্ডপের মধ্যে কন্যাপক্ষীয় পরিবারেরা অবস্থিতি করিয়াছিল—এবং তাহারই ঠিক উত্তরে সভার দক্ষিণপ্রান্তে কন্যাসম্প্রদানের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বরকে উঠাইয়া পীঠের উপর পূর্ব্বাভিমুখ বসান হইল, কন্যাদাতা তৎসম্মুখে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া বসিল, তন্নাম-

ভাগে বিবাহসজ্জায় সজ্জিতা, চীনাংশুকে আবৃতা, পীঠোপরি উপবিষ্টা কন্যাকে স্থাপন করা হইল। পটমণ্ডপের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল ;—মালতী ও মাধবী বিচিত্র বসনভূষণে সুজজ্জিতা হইয়া বিবাহ দেখিবার জন্য পটমণ্ডপদ্বারের দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী সরস্বতীর ন্যায় বসিয়া গেল। দুই পক্ষের পুরোহিত দুই দিকে উপবিষ্ট ; —বিবাহক্রিয়া আরব্ধ হইল।

কন্যাদাতা আচমন স্বস্তিবাচন প্রভৃতি সমাপন করিয়া যথাবিধি বরের অর্চ্চনা করিল। অনন্তর পুরোহিত তাহাকে কন্যাসম্প্রদানের মন্ত্র পাঠকরাইতে আরম্ভ করিল ;—এমত সময়ে—"গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুম্—গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুম্—গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুম্" দূরে দুন্দুভিধ্বনি হইল। সকলেরই কর্ণ সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। পরক্ষণেই রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল ; তৎপরেই হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষারব, অস্ত্র শস্ত্রের ঝন্ঝন্ধ্বনি ও সৈনিকদিগের সিংহনাদে সমস্ত সভা কাঁপিয়া উঠিল! কয়েকজন বাহিরে গিয়া দেখিল যে, তোরণদ্বারের সম্মুখে যে বিস্তৃত স্থান ছিল, তাহা হস্তী অশ্ব ও পদাতি সৈন্য দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে যম-কিঙ্কর-সদৃশ অসিচর্ম্মধারী অসংখ্য সিপাহী তোরণদ্বার হইতে সম্প্রদানভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে, মধ্যে পথ রাখিয়া, দুই সারি হইয়া দাঁড়াইল এবং ঐ পথের মধ্যে একখানি পালকী ও তদগ্রে একটা পাগল নাচিতে নাচিতে চলিল। পাগল সম্প্রদানভূমিতে উপনীত হইয়াই কহিল "ও ইলা! তুই যে আমার গলায়

মালা দেব, অঙ্গীকার করেছিলি—এখন্ কার্ গলায় মালা দিতে যাচ্চিস্? এই কি তোর সতীধর্ম্ম!—ওঠ্—ওঠ্ ওঠ্” শুনিবামাত্র ইলবিলা যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার ন্যায় খুট্ করিয়া দাঁড়াইল। পাগল অমনি তাহাকে ধরিয়া পাল্‌কীর মধ্যে তুলিয়া দিল। পাগল, পাল্‌কী, ও শস্ত্রধারী সিপাহীরা বিদ্যুদ্বেগে কোথায় উধাও হইয়া গেল!—বাহিরে যে সকল সৈন্য সামন্ত ছিল, তাহাদের কাহাকেও আর দেখা গেল না।. তাহারা কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই—কেবল দেবপাল যে হস্তীটী আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল, তাহার নাসিকা অর্থাৎ শুণ্ডটী কাটিয়া দিয়া গিয়াছিল!

কন্যাহরণসময়ে সভাশুদ্ধ সমস্ত লোক যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ও নিষ্পন্দ হইয়াছিল। কাহারও বাধা দিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই। এই ব্যাপার দৈবা মায়া!—কি ইন্দ্রজাল!—কি স্বপ্নকল্পনা!—তাহারা তাহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। পাগলের সঙ্গে এত রাজকীয় সেনা কিরূপে আসিল? এই ভাবিয়া সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়াছিল। যাহাহউক ইলবিলাকে লইয়া যাইলে পর রমণী-মহলে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল; দেবপাল শিশুপাল হইয়া পিঁড়িতেই বসিয়া রহিল। লক্ষ্মীকান্ত বলরাম বসুর অন্বেষণ করিল, কিন্তু সন্ধান পাইল না;—পরে রামধন, নীলমণি ও অপরাপর আত্মীয়বর্গকে সঙ্গে লইয়া কোথা হইতে সৈন্যসামন্ত আসিয়াছিল, জানিবার জন্য ব্যগ্রভাবে বহির্গত হইল, কিন্তু কিছুই জানিতে পারিল না; কেবল হস্তী অশ্ব প্রভৃতির

পদচিহ্নদর্শনে এইমাত্র বুঝিল যে, বলরাম বসু প্রদ্যুম্ননগর হইতে ইলাসভা পর্য্যন্ত যে নূতন পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেনাদিগের গতাগতি সেই পথ দিয়াই হইয়াছিল;—বিশেষ সংবাদ জানিবার জন্য প্রদ্যুম্ননগরস্থ ফৌজদারের নিকটে কয়েক জন লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু তাহারা তথায় প্রবেশ করিতেই পারে নাই।

এদিকে ইলাসভায়, "তোদের অনবধানতা-দোষে এই বিপদ্ ঘটিল,"—"তোদের অনবধানতা-দোষে এই বিপদ্ ঘটিল," এই বলিয়া বরযাত্র ও কন্যাযাত্রদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। বিবাদ প্রথমে সামান্য কথায়—পরে গালাগালিতে—অনন্তর হাতাহাতিতে—পরিণত হইল। এই যুদ্ধ ক্রমে এত দূর উচ্চ হইয়া উঠিল যে, তাহার হুড়াহুড়িতে ইলাসভাস্থিত সমুদয় আলোকাধার চূর্ণ হইয়া গেল; অন্ধকারে কে কাহাকে প্রহার করে, তাহার ঠিকানা রহিল না; কত স্ববর্গীয় পরবর্গীয় ভ্রমে প্রহৃত হইল; তস্করদিগের মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত!—তাহারা যাহা কিছু সম্মুখে পাইল, তাহাই আত্মসাৎ করিয়া প্রস্থান করিল; খাদ্যদ্রব্যের ভাণ্ডারে লুট পাট পড়িয়া গেল; পটমণ্ডপস্থ নারীমহলে "সামাল—সামাল" ডাক উঠিল; ফলতঃ যেন দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার উপস্থিত! এই গোলযোগের সময়ে দেবপাল গোপনে পলায়ন করিয়াছিল। তাহার পলায়নের পর মালতী ও মাধবীকে তথায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

উপসংহার

দেবী কহিলেন বৎস! অতঃপর যে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করা বড়ই কষ্টকর! তাহা করিতে পারিব না—অতিসঙ্ক্ষেপেই তাহা তোমায় জানাইব।

দেবপালের আদেশক্রমে তাহার অনুচরেরা সেই রাত্রির গোলযোগের সময়ে মালতী ও মাধবীকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং দেবপাল বাটীতে যাইয়া সেই রাত্রিতেই তাহাদের পাণিগ্রহণ করে, কিন্তু তাহার অপরাপর পরিবারবর্গ, ঐ দুইটী ব্রাহ্মণ-কন্যা নহে—একটী কর্ম্মকারের—ও অপরটী কুম্ভকারের কন্যা,—ইহা জানিতে পারিয়া অতিশয় বিরক্ত হয়, এবং নিকৃষ্টজাতীয়া কন্যা তাহাদের পৈতৃক পবিত্র পুর মধ্যে যে, বধূ হইয়া বেড়াইবে, ইহা তাহাদের একান্ত অসহনীয় হয়। দেবপাল তাহাদের সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে না পারিয়া আপনার হাতিশালার পূর্ব্বদিকে দুইটী সরোবর খনন করাইয়া তাহারই মধ্যস্থলে একটী বাটী নির্ম্মাণ করে, এবং তাহাতেই ঐ দুই পত্নীকে রাখিয়াদেয়। ঐ দুই সরোবর "দোসতীনা" নামে প্রসিদ্ধ-হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ দুই কন্যার পাণিগ্রহণের পর, কেহই আর দেবপালকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিত না—কেহ কর্ম্মকার—কেহবা কুম্ভকার বলিত। তাহার সংস্রবে থাকিলে জাতিনাশ হইবে, এই

ভয়ে তদ্গ্রামবাসী ব্রাহ্মণেরা একে একে সকলেই উঠিয়া গ্রামান্তরে গিয়া বাস করিয়াছিল; তদবধি ঐ গ্রাম ব্রাহ্মণ-শূন্য হইয়া আছে। দেবপাল অনেক দিন জীবিত ছিল, কিন্তু মালতী বা মাধবীর গর্ব্ভে তাহার কোন সন্তান হয় নাই।

যে পাগল ইলাসভা হইতে কন্যা হরণ করিয়া লইয়া যায়, সে অন্য কেহ নহে—যুবরাজ চেৎমল। রাজা লক্ষ্মী-কান্ত সপরিবারে দেশে প্রত্যাগমন করিলে পর, যুবরাজ কিরূপে ইলবিলাকে প্রাপ্ত হইবে, সেই চিন্তায় আকুল হয় এবং আপনার অনুগৃহীত বলরাম বসুর উপর উপায়-চিন্তার ভারার্পণ করে। তদনুসারে বলরাম, অধিরাজের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া লক্ষ্মীকান্তপুরে আসিয়া নিজের জন্য বাটী ঘর নির্ম্মাণ করে। যুবরাজ বলরামের বাটীতে আসিয়া কিছুদিন ছদ্মবেশে অবস্থান করে। সে যখন্ পাগল সাজিয়া ভগবতীতলায় গিয়াছিল, তখন্ তাহার অর্দ্ধপক্ক দাড়ি গোঁপ প্রভৃতি সমুদয় কৃত্রিম ছিল, এজন্য প্রথম প্রথম ইলা তাহাকে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু শেষ দিন তাহার গাত্র অনাবৃত থাকায় বক্ষস্থলের ব্যাঘ্র-ক্ষত-চিহ্ন-দর্শনে নিঃসংশয়িত রূপেই চিনিতে পারিয়াছিল, এবং যুবরাজও তাহাকে সম্পূর্ণ রূপ নির্ভয়ে থাকিবার জন্য সঙ্কেত করিয়া গিয়াছিল; এই নিমিত্তই দেবপালের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইলেও ইলা কিছুমাত্র অনিচ্ছা প্রকাশ বা আপত্তি করে নাই। বলরাম বসুর চেষ্টায় তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নাই।

যুবরাজ ইলাসভা হইতে ইলাকে প্রদ্যুম্ননগরে লইয়া

গিয়া সেই রাত্রিতেই তাহার যথাবিধি পাণিগ্রহণ করিল। ঐ নগরে এক জন রাজকীয় ফৌজদার থাকিত, তাহারই উদ্যোগে সে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। পরদিন প্রত্যূষেই যুবরাজ সপরিবারে রাজধানী পাণ্ডুয়ায় যাত্রা করিল; —সেখানে যাইয়া দেখিল হরিদাস, রেহিম খাঁর কুহকেই হউক, সোণাবিবির প্রণয়ে পড়িয়াই হউক, মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সোণাকে বিবাহ করিয়াছে। কয়েক মাস পরেই—অধিরাজ গণেশ ঠাকুরের মৃত্যু হইল, সুতরাং চেৎমল দেশের অধিপতি হইয়া তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন! কিছু দিন পরেই তাঁহারও মুসলমানধর্ম্মে আস্থা জন্মিল এবং ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জেলালউদ্দীন নামে খ্যাত হইয়া অতি সুন্দর রূপে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

এদিকে লক্ষ্মীকান্ত ঐ সকল সংবাদ অবগত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে সপরিবারে রাজধানী যাত্রা করিল, কিন্তু আর দেশে ফিরিল না। রামধন দাস ও নীলমণি পাল লক্ষ্মীকান্তের অভাবে কঙ্কতটে বাস করায় আর সুখ নাই, ভাবিয়া নিজ নিজ ভবন পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব দুহিতার নিকটে দেপাড়ায় গিয়া বসতি গ্রহণ করিল। কিছুকাল পরে কঙ্কনদীর মুখ বন্ধ হওয়ায় আর প্রবাহ রহিল না; সুতরাং উহা বদ্ধ জলাভূমি হইয়া দাঁড়াইল। আরও কিছু কাল পরে ঐ পচা জলাভূমির দূষিত বাষ্পে একবার এই স্থানে মহামারী জন্মে, তাহাতে বিস্তর লোক মারা যায় এবং অবশিষ্টেরা পলাইয়া গ্রামান্তর আশ্রয় করে।

তদবধি—ঐস্থান মানব-বসতি-শূন্য প্রান্তর হইয়া রহিয়াছে। কালের কি বিচিত্র গতি!—সেই কঙ্কনদীই কাল-ক্রমে মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া, এক্ষণে যেরূপ দেখিতেছ, ঐরূপ ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে!—কে বলিতে পারে যে, ঐ স্থানেই আবার কালক্রমে স্রোতস্বতী নদী হইবে না!!

যাহা হউক বৎস! "আমি কে?—কি জন্য এখানে আসিয়াছি? কেন তোমায় দর্শন দিয়াছি? এ স্থানের পূর্ব্ব বিবরণ কিরূপ?"—ইত্যাদি যে যে বিষয় আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদয় তোমাকে একপ্রকার জানাইলাম;—তোমাকে জানাইয়া আমার হৃদয়ের যেন ভার-লাঘব হইল; এ সকল বিবরণ এত কাল কোন্ গিরি-গহ্বরে লুক্কায়িত ছিল;—কোনও স্থানের কোনও মানব ইহা জানিত না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সকল বিব-রণ জানাইবার জন্য একজন পাত্র অন্বেষণ করিতেছিলাম, কারণ আমার ইচ্ছা এই যে, এ সকল জনসমাজে প্রচা-রিত হয়;—আশা হইতেছে তোমার দ্বারা আমার সে ইচ্ছা ফলবতী হইবে।

আমি এই স্থানটী বড়ই ভালবাসি, এই জন্য অদ্যাপি সময়ে সময়ে এখানে আসিয়া বিচরণ করিয়া যাই। এই স্থানের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী জনসমূহের শুভসাধন করিতে সততই আমার ইচ্ছা জন্মে; অতএব বৎস! তোমায় জানাই-তেছি যে, তোমাদের গ্রামবাসী জনগণ—বিশেষতঃ ভূম্য-ধিকারীরা—যদি এই ভগবতীতলার যে কোন স্থানে আমার জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়,—সেই গৃহ-

মধ্যে, আমার যেরূপ মূর্ত্তি তুমি এক্ষণে স্বচক্ষে দেখিতেছ, পাষাণময়ী হউক—দারুময়ী হউক—মৃণ্ময়ী হউক—এইরূপ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠা করে,—প্রতিদিন পূজার সম্বধান করিতে পারে, ভালই—নচেৎ ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও প্রতিপদ্—বৎসরের মধ্যে এই তিন দিন মাত্র বহুল সমারোহের সহিত আমার পূজা দেয়—এবং ঐ সময়ে 'ভগবতী-যাত্রা' নামে একটী যাৎ বা মেলা বসায়, তাহা হইলে তাহাদের অশেষবিধ কল্যাণ হয়। বৎস! তুমি শুনিয়া বুঝিয়া থাকিবে যে, পূর্ব্বে আমার নিকটে বিদ্যার্থী বিদ্যার জন্য—দরিদ্র ধনের জন্য—বন্ধ্যা পুত্রের জন্য—রোগী আরোগ্যের জন্য—অথবা—যে কোন ব্যক্তি যে কোন অভিলষিতের জন্য—কামনা করিয়া ভক্তিভাবে আমার পূজা দিত, বা আমার নিকটে হত্যা দিত; আমি তাহাদের সেই সেই মনোভীষ্ট সফল করিতাম। আমি পূর্ব্বে যাহা করিয়াছি, এখনও তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। আমার পূজার ব্যাপারও কিছুই জটিল নহে—

ধ্যানমন্ত্র—রক্তাম্বরাং পীতবর্ণাং বরাভয় করান্বিতাং।
ধ্যায়েদ্ ভগবতীং দেবীং সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধয়ে॥

পূজামন্ত্র—নমো দেব্যৈ ভগবত্যৈ নমঃ।

প্রণামমন্ত্র—সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

এই শেষোক্ত মন্ত্রটীর পাঠ যেমন সমাপ্ত হইল, অমনি "শন্-শন্-শন্" করিয়া একটী শব্দ উঠিল! বৃক্ষমূলে নিদ্রিত ব্রাহ্মণ সেই শব্দে চকিত ও জাগরিত হইয়া বসিলেন এবং

চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না! তখন্ রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়াছিল; প্রান্তর মধ্যে চন্দ্রের আলোক ফুট্‌ফুট্ করিতেছিল—মন্দ মন্দ দক্ষিণ বায়ুর আঘাতে বৃক্ষের পত্র সর্‌সর্ শব্দে নড়িতেছিল এবং এদিকে সেদিকে শৃগালিকাগণ অনতিকঠোর স্বরে ডাকিতেছিল।

ব্রাহ্মণ ভয়—বিস্ময় ও আনন্দে অনির্ব্বচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়া শনৈঃ শনৈঃ গাত্রোত্থান করিলেন এবং দেবীপ্রোক্ত সেই সকল স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

সম্পূর্ণ।